পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 188 Monday, 9 June, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ১৮৮ সংখ্যা ✱ ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ সোমবার, ৯ জুন, ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

আমি আদালতের কাছে উত্তর দেব ঃ কুণাল ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জুন ঃ রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা শুরু হওয়ার পর, কলকাতা হাইকোর্ট একটি রুল নোটিস জারি করেছে। নোটিসে কুণাল ঘোষকে আদালতে হাজিরা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে এবং তাঁর কাছে কারণ দর্শানোর জন্য আবেদন করা হয়েছে। নারকেলডাঙা থানার মাধ্যমে এই নোটিস কুণাল ঘোষের কাছে পৌঁছেছে। তবে, তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ জানিয়েছেন যে তিনি আদালত অবমাননার অভিযোগের বিরুদ্ধে সাফাই দেবেন এবং আদালতের নির্দেশ মেনে যথাসময়ে হাজিরা দেবেন। তিনি আরও জানিয়েছেন যে, আদালত তার বিরুদ্ধে যে নোটিস জারি করেছে তা তিনি সঠিকভাবে মেনে চলবেন এবং নিজেকে নির্দোষ হিসেবে দাবি করেছেন। কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা সেই সময় থেকেই শুরু হয়, যখন চাকরিপ্রার্থীরা আদালতের কাছাকাছি বিক্ষোভ করেছিলেন। কলকাতা হাইকোর্ট সেই সময়ে এই ঘটনাকে গুরুত্ব দিয়ে রুল জারি করেছিল। এই মামলার আওতায় কুণাল ঘোষকেও অভিযুক্ত করা হয়, কারণ তিনি সেই সময়ে এই বিক্ষোভের সাথে যুক্ত ছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এদিকে, কুণাল ঘোষ তার বিরুদ্ধে যে নোটিস জারি হয়েছে, তা পাওয়ার পর এক সংবাদ সম্মেলনে জানান, আমি এ বিষয়ে আদালতকে সম্পূর্ণ সম্মান জানাই। আদালত যা বলছে তা আমি মেনে চলব। আমি আদালতে হাজির হব এবং তাদের নির্দেশ মেনে যথাসময়ে বেরিয়ে আসব। নোটিসে কুণাল ঘোষকে আদালতে উপস্থিত হয়ে তার বক্তব্য রাখতে বলা হয়েছে এবং আদালতের অনুমতি ছাড়া সেখানে থেকে বেরোতে পারবেন না বলেও জানানো হয়েছে। তিনি আরও বলেন, আমি আদালতের সম্মান করি এবং আমার নির্দোষিতা প্রমাণ করার জন্য আদালতকে সব ধরনের সাহায্য দেব। আদালত যা বলছে তা আমি মানব।কুণাল ঘোষের দাবি, আমি কোনও ভুল বা অন্যায় করিনি। ঘটনাটির সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। তবে আদালতের নির্দেশ মেনে আমি ১৬ জুন বেলা সাড়ে বারোটায় আদালতে হাজিরা দেব এবং তাদের সব প্রশ্নের উত্তর দেব। এছাড়া, কুণাল ঘোষ বলেন, আমার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে কেন আমাকে কারাদণ্ড দেওয়া হবে না, কেন শাস্তি দেওয়া হবে না, সেটাও আমি আদালতের সম্মানে আইনগত ভাষায় ব্যাখ্যা করব। তিনি আদালতকে বিশ্বাস এবং সম্মান জানিয়ে বলেন, আইনের অধীনে সব কিছু হবে এবং আদালত যা বলবে আমি তা মেনে নেব। কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা এবং এর পরবর্তী নোটিসের বিষয়টি রাজনৈতিক মহলে বেশ গুরুত্বের সাথে নেওয়া হচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরে তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা, এবং তাঁর বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন বিতর্ক সৃষ্টি করতে পারে। যদিও কুণাল ঘোষ নিজেকে নির্দোষ দাবি করছেন, তবে এই মামলা যদি আরও গতি পায়, তবে তা তৃণমূলের জন্য নতুন রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের জন্ম দিতে পারে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই মামলা শুধু কুণাল ঘোষের জন্য নয়, বরং রাজ্যের শাসক দলের জন্যও একটি পরীক্ষার মুহূর্ত হতে পারে। আদালত যদি কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তি ঘোষণা করে, তবে সেটি তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য একটি রাজনৈতিক রূপান্তরের সূচনা হতে পারে। তবে কুণাল ঘোষ নিজে দাবি করেছেন যে তিনি আদালতের সব নিয়ম মেনে চলবেন এবং কোনো ধরনের অবৈধ কাজ করবেন না। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করা হয়নি। তবে, দলের অভ্যন্তরে কুণাল ঘোষের প্রতি সমর্থন বজায় রাখা হয়েছে। দলের একাধিক নেতা জানিয়েছেন, কুণাল ঘোষ একজন নিষ্ঠাবান নেতা এবং তিনি কোনো ভুল করেননি। তৃণমূল কংগ্রেসের এই রকম বক্তব্য দলের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টার অংশ হতে পারে।

পরামর্শ নিতে প্রাক্তন সিবিআই কর্তার বাড়িতে চাকরিহারারা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জুন ঃ এবার প্রাক্তন সিবিআই কর্তা উপেন বিশ্বাসের বাড়িতে গেলেন চাকরিহারাদের একাংশ। রবিবার দুপুরে তাঁর সল্টলেকের বাড়িতে যান চাকরিহারারা। নিজেদের সমস্যার কথা তুলে ধরে সমাধানের পথ জানতে চান তাঁরা। গোটা বিষয়টা শুনে প্রয়োজনীয় পরামর্শও দেন তিনি। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বাতিল এসএসসির ২০১৬ সালের প্যানেল। চাকরি হারিয়েছেন প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মী। গোটা প্যানেল বাতিল করে চলতি বছরের মধ্যে নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়ার নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের। যদিও নতুন করে ফের পরীক্ষা দিতে নারাজ চাকরিহারাদের একাংশ। ওএমআর শিটের মিরর ইমেজ প্রকাশের দাবিতে সরব তাঁরা। এদিকে একাধিকবার মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের আর্জি জানিয়েছেন তাঁরা। শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক হলেও রফাসূত্র মেলেনি। পরবর্তীতে রাজ্যের তরফে সাফ জানানো হয়েছে, শীর্ষ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী পরীক্ষায় বসতেই হবে। এদিকে কোনও পরিস্থিতিতেই পরীক্ষায় বসতে রাজি নন চাকরিহারা শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীরা।

আমেরিকায় পাক সরকারের মুখোশ খুললেন

পাকিস্তানে জঙ্গিদের মদত দিলে পুরস্কার মেলে ঃ শশী থারুর

ওয়াশিংটন, ৮ জুন ঃ ‘পাকিস্তানে জঙ্গিদের মদত দিলে পুরস্কার মেলে’, মার্কিন মুলুকে গিয়ে বললেন অপারেশন সিঁদুরের সর্বদলীয় সংসদীয় দলের অন্যতম সদস্য শশী থারুর। পাকিস্তানের জেলে বন্দি চিকিৎসক ডা. শাকিল আফ্রিদির মুক্তি প্রসঙ্গে একথা বলেন শশী। কী অপরাধ করেছিলেন ডা. আফ্রিদি? চিকিৎসকের ‘অপরাধ হল পাক মাটিতে লুকিয়ে থাকা সভ্যতার শত্রু তৎকালীন আল-কায়দা প্রধান ওসামা বিন লাদেনকে নিকেশ করতে মার্কিন সরকারকে সাহায্য করেছিলেন। আমেরিকার সেনাকে লাদেনের গুপ্তঘাঁটি চিনিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। সম্প্রতি মার্কিন কংগ্রেসের সদস্য ব্র্যাড শেরম্যান পাক সরকারের কাছে ড. আফ্রিদির মুক্তির অনুরোধ করেন। এক্স হ্যান্ডেলে শেরম্যান লিখেছেন, আমি পাকিস্তানি প্রতিনিধিদলকে তাদের সরকারের কাছে ড. শাকিল আফ্রিদিকে মুক্তি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা জানিয়েছি, যিনি ওসামা বিন লাদেনকে হত্যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সাহায্য করার অপরাধে কারাগারে বন্দি রয়েছেন। ড. আফ্রিদির মুক্তি ৯ / ১১-এর নিহতদের ন্যায়বিচারে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই প্রসঙ্গে ভারতের সর্বভারতীয় সংসদীয় প্রতিনিধি দলের তরফে শশী থারুর বলেন, শেরম্যানের দাবিকে স্বাগত জানাই। সাহসী চিকিৎসককে গ্রেপ্তার করে বন্দি করে রাখা হয়েছে, যিনি লাদেনের ডেরা (যেটি ছিল সেনাক্যাম্পের কাছেই) চিনিয়ে

দিয়েছিলেন। এরপরেই কংগ্রেস নেতা বলেন, পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদে মদত দিলে পুরস্কৃত করা হয় এবং জঙ্গিদের ধরিয়ে দিলে নির্যাতন করা হয়!

পহেলগাঁও হামলা এবং ভারত-পাক সংঘর্ষের পর রাশিয়া, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, বাহারিন, কুয়েত, আলজেরিয়া, গায়ানা, পানামা, কলম্বিয়া, ব্রাজিল, আমেরিকার মতো দেশে ভারতের বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে সর্বদলীয় সংসদীয় প্রতিনিধিরা। রাজনৈতিক নেতা এবং অভিজ্ঞ কূটনীতিকদের সমন্বয়ে গঠিত দলগুলি বিশ্বের দরবারে ভারতের অবস্থান তুলে ধরছে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ‘ দেশগুলির সমর্থন আদায়ের চেষ্টা চালাচ্ছে। সূত্রের খবর, সংসদীয় প্রতিনিধিরা দেশে ফিরেই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে ৩৩ দেশে সফরের পর্যালোচনা করবে। দেশগুলিতে শীর্ষ বৈঠক কোন কোন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, কৌশলগত কথোপকথন হয়েছে, পহেলগাঁও হামলা এবং ভারতের বৃহত্তর সন্ত্রাস-বিরোধী প্রচেষ্টা সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের ঠিক কী প্রতিক্রিয়া, তাও জানানো হয়েছে। ৩৩ দেশে ঘুরে আসা প্রতিনিধি দলের প্রতিক্রিয়া শুনে পরবর্তী পদক্ষেপের কথা ভাববে সাউথ ব্লক বলে মন করাহচ্ছে।

বিধানসভায় সেনাকে সম্মান জানানোর প্রস্তাবে নেই অপারেশন সিঁদুরের নাম! ক্ষুব্ধ বিজেপি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জুন ঃ পহেলগাঁও জঙ্গি হামলায় ২৬ জন নিরীহের মৃত্যু, পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিগোষ্ঠীর কোমর ভেঙে দিতে ভারতীয় সেনার অপারেশন সিঁদুর আবহে সেনাকে সম্মান জানিয়ে আসন্ন রাজ্য বিধানসভা অধিবেশনে বিশেষ প্রস্তাব আনতে চলেছে শাসকদল। আগামী ১০ জুন অধিবেশনে সেই প্রস্তাব আসতে চলেছে। কিন্তু প্রস্তাব পেশের আগেই গেরুয়া শিবিরে এনিয়ে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। বিজেপি বিধায়কদের দাবি, সেনাকে সম্মান জানানোর ওই প্রস্তাবে নেই অপারেশন সিঁদুরের নামই! যা সেনার কৃতিত্ব খাটো করে দেখানোর শামিল আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার পরিকল্পিতভাবেই তা করতে চলেছে বলে বিজেপির অভিযোগ। তাই আসন্ন অধিবেশন এই ইস্যুতে ক্ষোভ প্রকাশ করতে চলেছে বিরোধী দল। ৯ জুন, সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে বিধানসভার বাদল অধিবেশন। ওইদিন শোকপ্রস্তাব পাঠের পর অধিবেশন মুলতুবি হয়ে যাবে। পরেরদিন, ১০ তারিখ সেনাকে সম্মান জানিয়ে শাসকদলের তরফে বিশেষ প্রস্তাব আনবেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই। খসড়া অনুযায়ী, পহেলগাঁও জঙ্গি হামলায় ২৬ জন নিরীহ মানুষের নিহত হওয়ার প্রতিবাদ, জম্মু-কাশ্মীরের সামগ্রিক পরিস্থিতিতে জনতার পাশে দাঁড়ানো-সহ একাধিক বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে প্রস্তাবে। প্রাথমিকভাবে এই উদ্যোগকে স্বাগত জানালেও পরবর্তী সময়ে বিজেপি অভিযোগ তুলেছে। তাদের বক্তব্য, প্রস্তাবে ভারতীয় সেনার ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর নামটারই উল্লেখ নেই। তার অর্থ সেনার এত বড় কৃতিত্বকে ছোট করা, তাঁদের যথাযথ সম্মান না জানানো। তাই প্রস্তাব পেশের পর বিজেপির বিক্ষোভে অধিবেশন উত্তপ্ত হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। শাসক শিবিরের পাল্টা দাবি, আসলে বিধানসভা অধিবেশন বানচাল করা, বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি করার ছক করছে বিরোধীরা। তাই এমন সাধু উদ্যোগকেও সমালোচনা শুরু করেছে। এ প্রসঙ্গে শাসকদলের নেতাদের আরও বক্তব্য, অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য গোটা বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে কেন্দ্রের পাঠানো সংসদীয় সর্বদল প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নানা দেশে সেনার কীর্তি বর্ণনা করেছেন। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বারবার এই ইস্যুতে কেন্দ্রের পাশে থেকেছেন। এরপরও রাজ্যে বিজেপি বিধায়করা এনিয়ে অযথা জলঘোলা করতে চাইছেন বলে পালটা সরব হতে পারে তৃণমূলও। ফলে মঙ্গলবার বিধানসভা অধিবেশন উত্তপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকছে।

ছাব্বিশের আগে জোর ২১ জুলাইয়ের সভায় আগামী সপ্তাহে প্রস্তুতি বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জুন ঃ চলতি মাসটা পার হলেই তৃণমূলের শহিদ দিবস। ২১ জুলাই । দিনটি প্রতি বছর কলকাতা ও জেলা স্তরে নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শহিদ স্মরণ করে পালন করে থাকে রাজ্যের শাসকদল। মূলত ছাত্র ও যুবদের উপর দায়িত্ব থাকে শহিদ দিবস পালনের। দলের বর্ষীয়ান নেতাদের পরামর্শক্রমে ছাত্র, যুব সংগঠনের সদস্যরা তার আয়োজন করে। এবছরও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। বরং এবার একটু আগেই প্রস্তুতি শুরু হয়ে যাচ্ছে। জানা গিয়েছে, আগামী সপ্তাহে ভবানীপুরের দলীয় কার্যালয়ে বসছে ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি বৈঠক। তাতে যোগ দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই সমস্ত জেলা সভাপতি, চেয়ারম্যানের কাছে চিঠি পৌঁছেছে। ডাকা হয়েছে দুই সাংগঠনিক জেলা - কলকাতা উত্তর ও বীরভূমের কোর কমিটিকেও। তৃণমূলের ২১ জুলাই - শহিদ দিবসের অনুষ্ঠানের দিকে বরাবরই নজর থাকে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলের। ১৯৯৩ সালের আন্দোলনে ১৩ জনের শহিদ হওয়ার ঘটনা স্মরণে রেখে প্রতি বছর নতুন করে লড়াইয়ের শপথ নিতে দেখা যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলকে। কলকাতার ধর্মতলা চত্বরে কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে ছাত্র, যুব সংগঠনের নেতানেত্রী ছাড়াও এই দিনটিতে বার্তা দেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়,

যিনি একসময়ে যুব তৃণমূলের সভাপতির পদও সামলেছেন। আগামী বছর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। চতুর্থবার তৃণমূল সরকারের ক্ষমতায় ফেরার সুযোগ। তার আগে ২১ জুলাইয়ের মঞ্চে সে অর্থে লড়াইয়ের সূচনা হওয়ার বড়সড় সম্ভাবনা। দলের তরুণ সংগঠনকে লড়াইয়ের ময়দানে নামানোর প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হয়। এবছর এই মঞ্চ থেকে প্রচারের সুর বেঁধে দেওয়া হতে পারে। তারই প্রস্তুতি নিতে ১৪ জুন ভবানীপুরের দলীয় কার্যালয়ে সমস্ত জেলা সভাপতি ও জেলা চেয়ারম্যানকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। এই মুহূর্তে কলকাতা উত্তর ও বীরভূম জেলার সংগঠনের দায়িত্ব কোর কমিটির উপর বর্তেছে। সেই কারণে ২১ জুলাইয়ের বৈঠকে দুই জেলার কোর কমিটির সদস্যদেরও ডেকে পাঠানো হয়েছে। তার আগে আজ, শনিবার পুরনো তৃণমূল ভবনের কাছে প্রাক প্রস্তুতি বৈঠকও হয়েছে। ছিলেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি, অন্যতম মুখপাত্র জয়প্রকাশ মজুমদার-সহ একাধিক শীর্ষ নেতা। সুব্রত বক্সির নির্দেশ মেনে জেলা সভাপতি, চেয়ারম্যানদের কাছে ১৪ জুন বৈঠকে হাজির থাকার জন্য চিঠি পাঠিয়েছেন জয়প্রকাশ মজুমদার।

সাহায্য পাননি মহাকুম্ভে পদপিষ্টে মৃতদের পরিবার, প্রশ্নের মুখে যোগী সরকার

নয়াদিল্লি, ৮ জুন ঃ মহাকুম্ভের পদপিষ্টের ঘটনায় এখনও মেলেনি আর্থিক সাহায্য। এলাহাবাদ হাই কোর্টের প্রশ্নের মুখে যোগী সরকার গত ২৯ জানুয়ারি মহাকুম্ভ চলাকালীন পদপিষ্টের ঘটনা ঘটে। বহু পূণ্যার্থীর মৃত্যু হয়। সেই ঘটনার পর আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করে উত্তর প্রদেশ সরকার। কিন্তু চারমাস পেরিয়ে গেলেও কোনও টাকা পাননি নিহতদের পরিবার। এই নিয়ে সম্প্রতি আদালতের দ্বারস্থ হন এক ব্যক্তি। সেই মালার শুনানি চলাকালীন বিচারপতিদের প্রশ্নের মুখোমুখি হন সরকারী আইনজীবী। চার মাস পরেও সরকারের ঘোষণা করা আর্থিক সহায়তার টাকা না পাওয়ায় এলাহাবাদ হাই কোর্টে মামলা দায়ের করেন উদয় প্রতাপ সিং। শুক্রবার সেই মামলার শুনানি হয় বিচারপতি সৌমিত্র দয়াল সিং এবং বিচারপতি সঃ দীপ জৈনের অবকাশকালীন বেঞ্চে। শুনানি চলাকালীন বিষয়টি নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করে দুই বিচারপতির বেঞ্চ জানায়, সরকার যদি আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করে, তাহলে সেটা সময়মতো নিহতদের পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়াটাও সরকারের কর্তব্য। জানা গিয়েছে, পদপিষ্টের ঘটনায় মৃত্যুর পর আবেদনকারীর স্ত্রীর মৃতদেহ চলতি বছরের ৫ ফেব্রুয়ারি তাঁর ছেলের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তারপরেও এখনও পর্যন্ত সরকারে ঘোষণা করা আর্থিক সাহায্যের টাকা না পাওয়ার ঘটনা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে দুই বিচারপতির বেঞ্চ। বিচারপতিদের মন্তব্য, প্রাথমিক দৃষ্টিতে এটা মনে হচ্ছে যে, সরকার নাগরিকদের বিষয়ে উদাসীন। রাজ্যের কর্তব্য ছিল যত দ্রুত সম্ভব নিহতদের পরিবারের হাতে আর্থিক সাহায্যের টাকা তুলে দেওয়া।এদিকে কুম্ভমেলার ব্যবস্থাপনা নিয়েও প্রশ্ন তোলে দুই বিচারপতির বেঞ্চ।

ফের উত্তপ্ত, হাতের বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে মণিপুর! বড়সড় হিংসা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা

নয়াদিল্লি, ৮ জুন ঃ মেইতেই সংগঠনের এক শীর্ষনেতা এবং পাঁচ স্বেচ্ছাসেবকের গ্রেপ্তারি ঘিরে ফের উত্তপ্ত মণিপুর। বড়সড় হিংসা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় পাঁচ জেলায় ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল পুলিশ প্রশাসন। এদিকে, কুকিদের বিঁধে কেন্দ্রের সঙ্গে স্বাক্ষরিত ‘সংঘর্ষ বিরতি’র চুক্তি বাতিল করার আর্জি জানাল মেইতেই গোষ্ঠীগুলি। আসলে সদ্যই আরামবাই টেঙ্গল নামের একটি মেইতেই গোষ্ঠীর এক শীর্ষ নেতা-সহ পাঁচ স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁদের বিরুদ্ধে হিংসায় উসকানি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। ওই পাঁচ নেতার গ্রেপ্তারির পর থেকেই মেইতেই সংগঠনগুলি সোশাল মিডিয়ায় উসকানিমূলক প্রচার চালাচ্ছে বলে অভিযোগ। সেই উসকানিমূলক প্রচার রুখতেই আসরে নামে প্রশাসন। শনিবার রাত পৌনে বারোটা থেকে পাঁচ জেলায় বন্ধ করে দেওয়া হয় ইন্টারনেট। মণিপুর পুলিশের তরফে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইম্ফল পূর্ব, ইম্ফল পশ্চিম, থৌবল, বিষ্ণুপুর এবং কাকচিং জেলায় শনিবার রাত থেকে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করা হয়েছে। আগামী পাঁচদিন ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ থাকবে। পুলিশ বলছে, বড়সড় হিংসার আশঙ্কা এড়াতেই এই সিদ্ধান্ত। সোশাল মিডিয়ায় যে ভাবে উসকানিমূলক প্রচার চলছে, তাতে রাজ্যে ফের হিংসা ছড়িয়ে পড়তে পারে। এদিকে মেইতেই গোষ্ঠীগুলি ইতিমধ্যেই কেন্দ্রের কাছে সংঘর্ষবিরতি চুক্তি বাতিল করতে চেয়ে দরবার করেছে। তাদের দাবি, মণিপুরে সংঘর্ষের মূলে কুকিরাই! গত ফেব্রুয়ারিতে স্বাক্ষরিত ‘সংঘর্ষবিরতি’ চুক্তি (এসওও) বাতিল করতে চাওয়ার নেপথ্যে কারণ হিসাবে মেইতেইদের বক্তব্য, কুকি জনজাতির সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলি লাগাতার নাশকতা চালাচ্ছে এবং ‘এসওও’ ঢাল হিসাবে ব্যবহার করছে। কেন্দ্র অবশ্য সরকারিভাবে এ নিয়ে মুখ খোলেনি। তবে পরিস্থিতি যেদিকে এগোচ্ছে, তাতে মণিপুর ফের উত্তপ্ত হয়ে ওঠার আশঙ্কা রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

কাশ্মীরে রেলভাবনা শুরু মমতারই, বলছে তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জুন ঃ কালের নিয়মে প্রকল্প শেষ হতেই কাশ্মীরে চেনাব রেল সেতু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উদ্বোধন করলেও ১৭ বছর আগে রেলমন্ত্রী থাকাকালীন সংসদে রেল বাজেটের বক্তৃতায় এই ঐতিহাসিক প্রকল্পের পর্যালোচনা করার কথা জানিয়ে বিশেষজ্ঞ টিম পাঠানোর কথা ঘোষণা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চেনাব নদীর উপর রেল সেতু গড়ে কাটরা-কাজিগুন্ড রেল লাইনের সূচনা কার্যত সেদিনই করে দেন তিনি। শুধু তা-ই নয়, সেদিন ২০০৯ সালের বাজেট বক্তৃতায় সংসদে তৎকালীন রেলমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, কাশ্মীরের রেল পরিকাঠামো বিস্তৃতি একাধিক প্রকল্প যেমন বাস্তবায়িত হবে, তেমনই শীঘ্রই অনন্তনাগ-কাজিগুন্ড অংশটি উদ্বোধন হবে। স্পষ্ট কথায়, ভারতীয় রেল মানচিত্রে কাশ্মীরের চেনাব রেলপ্রকল্প দেশবাসীকে চিনিয়েছেন মমতাই। রেলবাজেটে ঘোষণার কিছুদিন পরই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ও ইউপিএ-র চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধীকে সঙ্গে নিয়ে কাশ্মীরের অনন্তনাগ-কাজিগুন্ড অংশে ট্রেন চলাচলের সূচনা করেন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।সেই ঐতিহাসিক সরকারি কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কাশ্মীরের প্রাক্তন ও বর্তমান দুই মুখ্যমন্ত্রী, ফারুখ এবং ওমর আবদুল্লাও। প্রধানমন্ত্রী মোদি যে রেল সেতু ও লাইনের উদ্বোধন করেছেন, সেটি ২০১০ সালের বাজেট বক্তৃতায় তার আগের বছরের পর্যালোচনা রিপোর্ট উল্লেখ করে প্রকল্প অনুমোদন করেন তৎকালীন রেলমন্ত্রী।একইসঙ্গে তিনি সংসদে ঘোষণা করেন, এবার কাশ্মীরবাসীকে আধুনিকতম রেল পরিষেবা পৌঁছে দিতে উধমপুর-কাটরা অংশের কাজ জোরকদমে শুরু হচ্ছে। সংসদে প্রাক্তন রেলমন্ত্রী মমতার পুরনো বাজেট বক্তৃতা এবং প্রশ্নোত্তরপর্ব তুলে ধরে শনিবার চেনাব রেল সেতু মোদি উদ্বোধন করলেও কাশ্মীরে রেলের বিস্তৃতির ভাবনা যে তৃণমূল নেত্রীর, তা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ।তাঁর কথায়, কালের নিয়মে, প্রকল্প শেষ হতে সময় লেগেছে, তাই বর্তমান প্রধানমন্ত্রী চেনাব রেল সেতু উদ্বোধন করেছেন। কিন্তু ভারতীয় রেলের নথি, ইতিহাস ও সংসদের তথ্য বলছে এই ঐতিহাসিক প্রকল্পের সূচনা এবং ভূস্বর্গে আধুনিক রেল পরিকাঠামোর বিস্তৃতির ভাবনা সম্পূর্ণরূপে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কাশ্মীরে রেল পরিকাঠামোকে আরও বিস্তৃতি করার পাশাপাশি রেল কেন্দ্রিক একগুচ্ছ প্রকল্প বাস্তবায়নেরও মূল ভাবনা ও কাজ শুরু রেলমন্ত্রী থাকাকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।এমনকী, ২০১১ সালে রেলের বাজেট বক্তৃতায় জম্মু ও কাশ্মীরে ব্রিজ ফ্যাক্টরি এবং জম্মুতে ইনস্টিটিউট ফর টানেল অ্যান্ড ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং তৈরির কথা

ঘোষণা করা হয়। কারণ, ওই এলাকায় রেল লাইন পাতার জন্য পাহাড় কেটে কেটে অনেকগুলি টানেল নির্মাণের প্রয়োজন ছিল। বস্তুত সে কথা মাথায় রেখেই কাশ্মীরে একটি ইনস্টিটিউট ফর টানেল অ্যান্ড ব্রিজ প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেছিলেন মমতা। রেল মানচিত্রে চেনাব প্রকল্প দেশবাসীকে চিনিয়ে দেওয়ার দু’বছর পর ২০১২ সালে তৃণমূল নেত্রী বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নিলেও রেলমন্ত্রক তৃণমূলের হাতেই ছিল। আর তখন সেই রেল বাজেটও পুরোপুরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবনায় পেশ হয়েছিল। নেত্রীর নির্দেশ মেনেই সেদিন সংসদে রেলমন্ত্রী দীনেশ ত্রিবেদী কাশ্মীরের একাধিক রেল প্রকল্প বৈদ্যুতিকীকরণ খাতে ৮২৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করেন। এ ছাড়াও দুবছর আগে মমতার ঘোষিত ভূস্বর্গের পাশাপাশি বাংলার রেল প্রকল্পগুলিতে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করেছিলেন তৎকালীন রেলমন্ত্রী। বস্তুত এই কারণে এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, চেনাব রেল সেতু নিয়ে যতই প্রধানমন্ত্রীকে তুলে ধরে বিজেপি নির্লজ্জভাবে ঢাক পেটাক না কেন, সংসদের রেকর্ড মেনে নিয়ে এ কথা সকলকেই স্বীকার করতে হবে প্রকল্পের সূচনা হয়েছিল রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরেই। অথচ প্রধানমন্ত্রী মোদি চেনাব-সেতু নিয়ে একা কৃতিত্ব নিতে গিয়ে বেমালুম চেপে গিয়েছেন রেলমন্ত্রী মমতার হাত ধরে প্রকল্প শুরুর কথা। চেপে গিয়েছেন ২০০৯ সালে ইউপিএ সরকারের আমলে যে প্রকল্পটি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষজ্ঞ টিম পর্যালোচনা করতে গিয়েছিল।’’ চেনাব রেল প্রকল্প নিয়ে প্রধানমন্ত্রী যে একক কৃতিত্ব জাহির করছেন, তা খণ্ডন করে এদিন দিল্লিতে ৬ দফা তথ্য তুলে ধরেছেন তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও’ব্রায়েন। বলেছেন, বিশ্বের উচুতম রেল সেতু এবং প্রকল্প মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম অর্থবরাদ্দ করেছিলেন। গোটা কাশ্মীরে রেল প্রকল্পের বিস্তৃতি ও ট্রেন লাইনগুলিকে নতুন জীবন দান করার প্রধান কারিগর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই। সংসদের তথ্য বলছে, ২০০৯ সালের ২৮ অক্টোবর কাজিগুন্ড-বারামুলা রেল লাইনে ট্রেন চলাচল শুরু করান তৃণমূল নেত্রী।প্রকল্পের জন্য অতিরিক্ত অর্থ হিসাবে ১৯৪৯ কোটি টাকা দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সব তথ্য সংসদে থাকা সত্ত্বেও নির্লজ্জভাবে নিজের ক্রেডিট জাহির করেছেন প্রধানমন্ত্রী। কলকাতায় নতুন লাইনে মেট্রো রেলের জমি পাওয়া নিয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ জানিয়েছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে জমি রাজ্য সরকারই ব্যবস্থা করে দিয়েছে। দু-একটি ক্ষেত্রে স্থানীয় বাসিন্দাদের নানা বক্তব্য ও দাবি রয়েছে। সেগুলি সরকার দ্রুত মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করছে। তবে বিজেপির নেতৃত্বে চলা কেন্দ্রীয় সরকার যে কলকাতার মেট্রোয় প্রতিবছর বাজেটে নামমাত্র বরাদ্দ করছে, সেটা গেরুয়া শিবির যেন ভুলে না যায়।

করোনার চেয়েও খারাপ কিছু’, চিনের কৃষি-সন্ত্রাসে ‘সিন্দুরে মেঘ’ দেখছেন বিশেষজ্ঞরা

বেজিং, ৮ জুন ঃ অতিমারীর দিনগুলো এখনও সকলের স্মৃতিতে দগদগে হয়ে রয়েছে। সম্প্রতি করোনার দাপাদাপি ফের বাড়তে শুরু করেছে। এই পরিস্থিতিতে ‘আরও খারাপ পরিস্থিতি’র জন্য সকলকে সতর্ক করলেন মার্কিন বিজ্ঞানীরা। সম্প্রতি ফসল নষ্টকারী মারণ ছত্রাক আমেরিকায় পাচারের চেষ্টায় গ্রেপ্তার হয়েছে এক চিনা দম্পতি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এমনই দাবি বিজ্ঞানীদের। অভিযুক্তদের নাম ৩৩ বছর বয়সি ইউনকিং জিয়ান এবং ৩৪ বছর বয়সি জুনিয়ং লিউ। মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত জিয়ানকে এই ছত্রাক পাঠান লিউ। দুজনের বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্র, চোরাচালান, মিথ্যা বিবৃতি এবং ভিসা জালিয়াতির অভিযোগ আনা হয়েছে। মার্কিন বিচার বিভাগের তরফে জানানো হয়েছে, অভিযুক্ত ওই দুই চিনা বিজ্ঞানী ফুসারিয়াম গ্রামিনিয়ারাম নামের এই ভয়ংকর ছত্রাক আমেরিকায় পাচারের ষড়যন্ত্র করেছিলেন। এই ছত্রাক গম, বার্লি, ভুট্টা ও ধানের মতো ফসলের ‘হেড ব্লাইট’ রোগের কারণ। যার অর্থ কোটি কোটি ডলারের ক্ষতি। বিচার বিভাগের তরফে এই ঘটনাকে ‘কৃষি সন্ত্রাস’

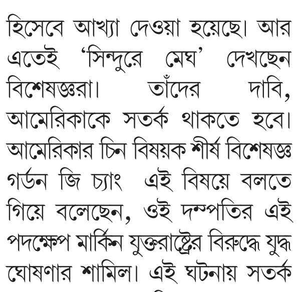

হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আর এতেই ‘সিন্দুরে মেঘ’ দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের দাবি, আমেরিকাকে সতর্ক থাকতে হবে। আমেরিকার চিন বিষয়ক শীর্ষ বিশেষজ্ঞ গর্ডন জি চ্যাং এই বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেছেন, ওই দম্পতির এই পদক্ষেপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। এই ঘটনায় সতর্ক থাকতে হবে আমেরিকাকে। অন্যথায় বড়সড় বিপদের ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে। আসলে নোভেল করোনা ভাইরাস সার্স-কোভ-২-এর দাপটেই অতিমারী সৃষ্টি হয়েছিল। এর উৎস সম্পর্কে একটা ষড়যন্ত্র তত্ত্ব রয়েছে যে, চিনের এক গবেষণাগার থেকে ওই ভাইরাস ছড়ানো হয়েছিল। সেপ্রসঙ্গ উল্লেখ করে চ্যাং বলছেন, ২০১৯ সালের মে মাসে চিনের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সরকারি সংবাদমাধ্যমে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। আমরা যেহেতু মার্কিন, তাই আমরা এমন ষড়যন্ত্র তত্ত্বকে প্রোপাগান্ডা বলেই উড়িয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির তরফে এমন কথার গুরুত্ব দেওয়াই উচিত। এই পরিস্থিতির উল্লেখ করেই আমেরিকার প্রশাসনকে সতর্ক হতে বলছেন চ্যাং। তাঁর দাবি, কোভিডের চেয়েও খারাপ কোনও পরিস্থিতি আমেরিকায় হতেই পারে। চিনের এহেন ষড়যন্ত্র রুখতে তাদের সঙ্গে সবরকম সম্পর্ক ছেদ করার আর্জিও জানান তিনি।

প্রতিটি দেশ পহেলগাম জঙ্গি হামলার নিন্দা করেছেঃশমীক ভট্টাচার্য

নয়াদিল্লি, ৮ জুন ঃ বিজেপি সাংসদ রবিশঙ্কর প্রসাদের নেতৃত্বাধীন গ্রুপ-২ এর প্রতিনিধিদল রবিবার দিল্লি বিমানন্দদরে পৌঁছয়।ওই প্রতিনিধি দলের সদস্য বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য বলেন, আমরা ইউরোপের ছয়টি দেশ পরিদর্শন করেছি। প্রতিটি দেশ পহেলগাম জঙ্গি হামলার নিন্দা করেছে। আমরা একটি বার্তা দিয়েছি যে সীমান্তে যদি কোনও জঙ্গি কার্যকলাপ লক্ষ্য করা যায়, তার প্রতিদান ভিন্ন হবে। আমরা কোনও দেশের কাছ থেকে মধ্যস্থতার দাবি করিনি।উল্লেখ্য, পহেলগামে জঙ্গি হামলা এবং অপারেশন সিঁদুরের পর ভারতের অবস্থান এবং পাকিস্তানের দ্বিচারিতা গোটা বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছে কেন্দ্র।

বাঁশবেড়িয়ায় কুমির, আতঙ্কে স্থানীয়রা

হুগলি, ৮ জুন ঃ বাঁশবেড়িয়ায় কুমিরের দেখা মিলেছে। শনিবার বাঁশবেড়িয়া পঞ্চাননতলায় কুমিরের দেখা পাওয়া যায় বলে খবর।জানা গেছে, বাঁশবেড়িয়া পুরসভা লাগোয়া চুঁচুড়া পুরসভার বিভিন্ন গঙ্গার ঘাটে বহু মানুষ স্নান করতে আসেন। অনেকে গঙ্গা জল নিতেও আসেন প্রতিদিন। ফলে সতর্ক রয়েছে প্রশাসন। সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে এই বিষয়ে প্রচার করা হয় রবিবারও বলে মনে করা হয়েছে।

উত্তর প্রদেশে দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত এক, আহত ৫

বালিয়া, ৮ জুনঃ উত্তর প্রদেশের বালিয়া জেলাতে শনিবার গভীর রাতে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি ঘটেছে, বালিয়া-নগরা সড়কে বচ্ছইপুর গ্রামের কাছে। জানা গিয়েছে, এদিন রাতে দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে এক চালকের মৃত্যু হয়। আহত হয়েছেন আরও ৫ জন।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দুটি গাড়ির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই মারা যান অম্বেশ কুমার সিং। তাঁর গাড়িতে থাকা আরও ৩ জন আহত হন। অন্য গাড়িতে থাকা আরও দুজন নরেন্দ্র সিং ও গোলু সিং গুরুতর আহত হন। আহতদের চিকিৎসার জন্য স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে মনে হয়।

সানডেজ অন সাইকেল-এ বিপুল সাড়া, অংশগ্রহণ অভিনেত্রী, পর্বতারোহীদের

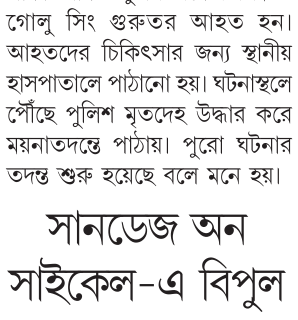

নয়াদিল্লি, ৮ জুন ঃ ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্টের মাধ্যমে ফিটনেস প্রচারে দিল্লিতে রবিবার সাপ্তাহিক সানডেজ অন সাইকেল অনুষ্ঠানের আয়োজন হয় ভারতীয় রেলের উদ্যোগে।এতে অংশগ্রহণ করে অভিনেত্রী মধুরিমা তুলি বলেন, এর অংশ হতে পেরে আমি খুবই গর্বিত। সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট এবং সানডেজ অন সাইকেল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। আমাদের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার জন্য খেলাধুলা অপরিহার্য।এদিন সানডেজ অন সাইকেল-এ যোগ দিয়ে পর্বতারোহী নরেন্দ্র কুমার বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শুরু করা ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট আজ এইসব এলাকায় সক্রিয়ভাবে হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন কত মানুষ এবং তরুণ এতে যোগ দিয়েছেন বলে মনে করা হয়।

রবিশঙ্কর প্রসাদের নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধিদল ফিরলো দেশে

নয়াদিল্লি, ৮ জুন ঃ বিজেপি সাংসদ রবিশঙ্কর প্রসাদের নেতৃত্বাধীন গ্রুপ-২ এর প্রতিনিধিদল রবিবার দিল্লি বিমানবন্দরে পৌঁছয়।উল্লেখ্য, পহেলগামে জঙ্গি হামলা এবং অপারেশন সিঁদুরের পর ভারতের অবস্থান এবং পাকিস্তানের দ্বিচারিতা গোটা বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছে কেন্দ্র।বিজেপি সাংসদ রবি শঙ্কর প্রসাদ এদিন বলেন, দেশে ফিরে এসে দারুণ লাগছে। আমাদের প্রতিনিধিদল ফ্রান্স, ইতালি, ডেনমার্ক, ইংল্যান্ড, ব্রাসেলস এবং জার্মানি সফর করেছে। পহেলগামে জঙ্গি হামলার ঘটনায় বিদেশে প্রচুর ক্ষোভ রয়েছে এবং সমস্ত দেশই এর নিন্দা জানিয়েছে। আমরা ইউরোপীয় সংসদও পরিদর্শন করেছি। প্রবাসী ভারতীয়রা আমাদের সঙ্গে দেখা করতে পেরে খুবই আনন্দিত। ভারত ও ইউরোপের মধ্যে একটি নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হতে চলেছে। এটি একটি অত্যন্ত সন্তোষজনক সফর ছিল। অন্যদিকে বিজেপি সাংসদ রবিশঙ্কর প্রসাদের নেতৃত্বাধীন গ্রুপ-২ এর প্রতিনিধিদল রবিবার দিল্লি বিমানবন্দরে পৌঁছয়।ওই প্রতিনিধি দলের সদস্য বিজেপি সাংসদ দগ্গুবতী পুরন্দেশ্বরী বলেন, আমরা ছয়টি দেশ সফর করেছি, আমরা খুব ভালো সাড়া পেয়েছি। আমরা সরকারি কর্মকর্তা এবং প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করেছি। সন্ত্রাসবাদে পাকিস্তানের ভূমিকা নিয়ে জানানোর চেষ্টা করেছি। আমরা তাঁদের প্রমাণও দিয়েছি এখন তাঁরা পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত। তাঁরা ভারতকে তাদের সমর্থন দিতে প্রস্তুত।উল্লেখ্য, পহেলগামে জঙ্গি হামলা এবং অপারেশন সিঁদুরের পর ভারতের অবস্থান এবং পাকিস্তানের দ্বিচারিতা গোটা বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছে কেন্দ্র।

জিডিপি বৃদ্ধির হারের পূর্বাভাসে বদল আনল না রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মুদ্রানীতি কমিটি

মুম্বই, ৮ জুন ঃদেশের গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট (জিডিপি) বৃদ্ধির হারের পূর্বাভাসে বদল আনল না রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার মুদ্রানীতি কমিটি।২০২৫-২০২৬ অর্থবর্ষের জন্য জিডিপি বৃদ্ধির হার ৬.৫ শতাংশ রেখেছে আরবিআই। ৪ থেকে ৬ জুন পর্যন্ত চলে আরবিআই-এর মুদ্রানীতি কমিটির বৈঠক। সেই বৈঠকের পর গত শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা জানান রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা।চলতি অর্থবর্ষে মুদ্রানীতি কমিটির প্রথম বৈঠকেই এই হারের কথা জানিয়েছিল আরবিআই। দ্বিতীয় বৈঠকের পরও তা অরিবর্তিত থাকল।চলতি অর্থবর্ষের প্রথম তিন মাসে জিডিপি বৃদ্ধির হার ৬.৫ শতাংশ হতে পারে বলে জানিয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। চলতি অর্থবর্ষের দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ কোয়ার্টারের জন্য জিডিপি বৃদ্ধির হারে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে যথাক্রমে ৬.৭ শতাংশ, ৬.৬ শতাংশ এবং ৬.৬ শতাংশ।কেন জিডিপি বৃদ্ধির হারে কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি, তা-ও জানিয়েছেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর। তিনি জানিয়েছেন, বিশ্ব বাণিজ্যে টালমাটাল পরিস্থিতি, ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা, আবহওয়া সংক্রান্ত ঝুঁকির মতো একাধিক বিষয় বিবেচনা করেই জিডিপি বৃদ্ধির হার অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মুদ্রানীতি কমিটি। যদিও তিনি জানিয়েছেন, দেশের শিল্পের পরিস্থিতি চাঙ্গা হচ্ছে। এ বছর মে মাসে একাধিক সেক্টরে বৃদ্ধির মোমেন্টাম ফিরেছে।চলতি অর্থবর্ষে ভারতীয় অর্থনীতির বৃদ্ধি নিয়েও আশাবাদী আরবিআই গভর্নর। তিনি জানিয়েছেন, গ্রামীণ এলাকায় চাহিদা ধারাবাহিক রয়েছে। শহরাঞ্চলেও চাহিদা বাড়ছে।একাধিক ইতিবাচক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণ পরিস্থিতি নেতিবাচক হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়নি আরবিআই। সে জন্যই জিডিপি বৃদ্ধির হারের পূর্বাভাসে বদল আনা হয়নি। এ দিনের সাংবাদিক সম্মেলনে রেপো রেট ৫০ বেসিস পয়েন্ট কমানোর কথা ঘোষণা করা হয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফে।

নারীর ক্ষমতায়নে প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভূমিকার প্রশংসায় শুভেন্দু

কলকাতা, ৮ জুন গত ১১ বছরে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে ভারতে নারীর ক্ষমতায়ন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধিতে এক রূপান্তরমূলক উত্থান প্রত্যক্ষ করেছে। রবিবার এক্সবার্তায় এ কথা লিখলেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।‘ যোজনা’-র মাধ্যমে ২০২৪ সালের মধ্যে ৩২.৮৩ কোটি পরিবারে এলপিজি সংযোগ দ্বিগুণ করে লক্ষ লক্ষ জীবনকে বদলে দিয়েছে, নারীদের ঘন্টার পর ঘন্টপঞ্জ পরিশ্রম থেকে মুক্তি দিয়েছে এবং দেশব্যাপী পরিস্কার ও স্বাস্থ্যকর ঘর তৈরি করেছে।‘ নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম’ মহিলাদের জন্য ৩৩ সংরক্ষিত আসন নিশ্চিত করেছে। এটি মহিলাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যত সুরক্ষিত করার একটি মাইলফলক আইন বলে মনে করা হয়েছে আজ।

নিখোঁজ কিশোরকে উদ্ধারের দাবিতে মাটিকুন্ডায় রাজ্য সড়কে বিক্ষোভ

উত্তর দিনাজপুর, ৮ জুন ঃ ঘটনার ৯ দিন পেরিয়ে গেলেও মহেশতলায় নির্যাতনের শিকার নাবালকের খোঁজ পাওয়া যায়নি। হন্যে হয়ে খোঁজ চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা। এই অবস্থায় তাড়াতাড়ি নিখোঁজ কিশোরকে উদ্ধারের দাবিতে রবিবার ইসলামপুর মাটিকুন্ডায় রাজ্য সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা।মহেশতলা কাণ্ডে নিখোঁজ কিশোরের খোঁজে সিআইডির সাহায্য নিল ডায়মন্ড হারবার পুলিশ। সিআইডির ক্রিমিনাল ইনটেলিজেন্স গেজেটে ছবি-সহ ওই কিশোরের চেহারার বিবরণ ও যাবতীয় তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। এলাকার বিভিন্ন সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।ছেলেকে না পেয়ে উদ্বেগ বাড়ছে পরিবারের। নিখোঁজ কিশোরের মায়ের দাবি, অভিযুক্ত শাহেনশাহ মিথ্যা কথা বলছে। তাঁর করুণ আর্তি, আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। জানি না ও বেঁচে আছে না কি মৃত। ওকে ছাড়া বাঁচব না।

আন্ত ঃরাজ্য মাদকচক্র ফাঁস দিল্লি পুলিশের

নয়াদিল্লি, ৮ জুনঃ মাদক পাচার-যোগে সক্রিয় আন্ত ঃরাজ্য মাদকচক্রের সন্ধান পেয়ে বড়সড় অভিযান চালাল দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৮ কেজি মাদক (আফিম), যার বাজারমূল্য আনুমানিক ৫০ লক্ষ টাকা। গ্রেফতার হয়েছে ৪ জন পাচারকারী। ধৃতদের কাছ থেকে একটি বাইকও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে মনে করেছেন দিল্লী পুলিশ সূত্র খবর থেকে জানা গেছে আজই।

মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ রেবন্ত রেড্ডির

হায়দরাবাদ, ৮ জুন ঃ মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ করলেন তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি। রবিবার জি বিবেক বেঙ্কটস্বামী, আদলুরি লক্ষ্মণ কুমার এবং ভাকিতি শ্রীহরি নামে তিন নতুন মন্ত্রী শপথ নিয়েছেন। ২০২৩ সালে মন্ত্রিসভা গঠনের পরে এই প্রথম তার সম্প্রসারণ করলেন রেবন্ত।তেলেঙ্গানার মন্ত্রিসভার নতুন মন্ত্রীদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান এদিন রাজভবনে রাজ্যপাল জিষ্ণু দেব বর্মা এবং মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডির

অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, প্রশাসনকে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি বিডিএফ-এর

শিলচর, (অসম), ৮ জুন ঃ বরাক নদীর জলস্তর কমতে শুরু করলেও বন্যা পরিস্থিতিকে হাতিয়ার করে অত্যাবশ্যক সামগ্রীর দাম হঠাৎ করে অস্বাভাবিক হারে বেড়ে চলেছে। এ নিয়ে অন্যান্যদের সঙ্গে এবার সরব হয়েছে বরাক ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (বিডিএফ)।এক প্রেস বার্তায় বিডিএফ-এর মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক জয়দীপ ভট্টাচার্য বলেন, বন্যা পরিস্থিতিতে জেলা প্রশাসন তথা ফুড গ্রেইন মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বারবার যথেষ্ট পরিমাণে অত্যাবশ্যক পণ্য মজুত রয়েছে বলে জানানো হয়েছিল। তা সত্ত্বেও হঠাৎ করে এই মূল্যবৃদ্ধির কোনও সংগত কারণ নেই। তিনি বলেন, আলুর দাম কেজি প্রতি ১৫ টাকা বেড়েছে, অন্যান্য শাক-সবজির দামও অগ্নিমূল্য, যার দরুন সাধারণ নাগরিকদের নাভিশ্বাস উঠছে। জয়দীপ বলেন, বন্যা ত্রাণের জন্য সম্প্রতি ফুড গ্রেইন মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে ভালো টাকা তুলে দেওয়া হয়েছে। তাই অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে বাজার থেকে এই টাকা তুলে নিতেই কি হঠাৎ করে মূল্যবৃদ্ধি। অবিলম্বে ফুড গ্রেইন মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে স্পষ্টীকরণের দাবি জানাচ্ছেন তারা।প্রেস বার্তায় তিনি আরও বলেন, ‘ ও অসামরিক পরিবহণ’ দফতরের পক্ষ থেকে অত্যাবশ্যক সামগ্রীর সাপ্তাহিক খুচরো ও পাইকারি বাজার দরের তালিকা প্রকাশ করা হয়ে থাকে। কিন্তু সেই তালিকা বাস্তবে কতটা পালিত হয়, সে ব্যাপারে কোনও নজরদারি রাখা হয় না। এ ব্যাপারে আইনি পদক্ষেপেরও দাবি তুলেছেন তাঁরা।বিডিএফ-র আরেক আহ্বায়ক হৃষীকেশ দে একই প্রেস বার্তায় বলেন, খুচরো ব্যবসায়ীরা যখন পাইকারি ব্যাবসায়ীদের কাছ থেকে পণ্য কেনেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের কোনও রসিদ দেওয়া হয় না। ফলে মূল্যবৃদ্ধির জন্য কারা দায়ী, তা বোঝা সম্ভব হয় না। খুচরো ও পাইকারি উভয় ব্যবসায়ীরা একে অপরের ওপর দোষ চাপান। তিনি বলেন, পাইকারি বাজারে পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্যের বিক্রয়মূল্য সহ উপযুক্ত রসিদ দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হোক। এ ব্যাপারে ফুড গ্রেইন মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন ও সরকার কড়া নির্দেশ জারি করুক। তা হলে হয়-তো অনেকাংশে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে বলে মনে করছেন তারা।

নএফ রেলের ভৈরবী-সাইরং নতুন লাইন রেল প্রকল্পের হরতকি-সাইরং সেকশনের সিআরএস পরিদর্শন শুরু

গুয়াহাটি, ৮ জুন ঃ ভৈরবী-সাইরং নতুন লাইন রেল প্রকল্পের হরতকি-সাইরং সেকশনের কমিশনার অব রেলওয়ে সেফটি (সিআরএস) পরিদর্শন শুরু করেছে। পাশাপাশি উত্তরপূর্ব ভারতের রেল সংযোগ অভিযানে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জন করা হয়েছে। উত্তরপূর্ব সীমান্ত সার্কলের সিআরএস সুমিত সিংঘল ৬ থেকে ১০ জুন পর্যন্ত সাইরাং সেকশন পরিদর্শন করছেন। ৩৩.৮৬৪ কিলোমিটার অংশ ৫১.৩৮ কিলোমিটার ভৈরবী-সাইরাং নতুন লাইনের অংশ, যা উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের একটি কৌশলগত রাজ্য রাজধানী সংযোগ প্রকল্প হিসেবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই সেকশনের সফলভাবে সম্পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে মিজোরাম শীঘ্রই অসম, ত্রিপুরা এবং অরুণাচল প্রদেশের পর চতুর্থ উত্তরপূর্ব রাজ্যে পরিণত হবে, যা রাজধানী রাষ্ট্রীয় রেল নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত হবে। প্রকল্পটিকে চারটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। ভৈরবী-হরতকি (১৬.৭২ কিমি, জুলাই ২০২৪-এ চালু), হরতকি-কাউনপুই (৯.৭১ কিমি), কাউনপুই-ময়ালখাং (১২.১১ কিমি) এবং মুয়ালখাং-সাইরাং (১২.৮৪ কিমি)।এক প্রেস বার্তায় এ খবর দিয়ে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা জানান, প্রকল্পটির প্রকৌশলগত স্কেল উল্লেখযোগ্য। এখানে ১২,৮৫৩ মিটার দৈর্ঘ্যের ৪৮টি টানেল, ৫৫টি প্রধান ব্রিজ, ৮৭টি ছোট ব্রিজ, ৫টি রোড ওভার ব্রিজ (আরওবি) এবং ৬টি রোড আন্ডার ব্রিজ (আরইউবি) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।উল্লেখনীয় কাঠামোর মধ্যে রয়েছে ব্রিজ নং ১৯৬, (একটি রেল পিয়ার ব্রিজ), যা ১০৪ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত, অর্থা দিল্লির কুতুব মিনারের চেয়ে ৪২ মিটার উঁচু, যা মিজোরামের প্রত্যাহ্বানপূর্ণ ভূখণ্ড জয় করার জন্য প্রকৌশলগত উৎকৃষ্টতার প্রদর্শন। এই রুটে একটি সফল ট্রায়াল রান ইতিমধ্যেই ১ মে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার (নির্মাণ)-এর উপস্থিতিতে করা হয়, যা আইজলের রেল সংযোগ যাত্রার জন্য একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত।২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত প্রকল্পটি ৯৪.৫২ শতাংশ ভৌত অগ্রগতি অর্জন করা হয়েছে, যা অপারেশনাল প্রস্তুতির দিকে নিরন্তর অগ্রগতির প্রতিফলন।ভৈরবী-সাইরাং রেলপথটি চালু হওয়ার পর মিজোরামের জন্য এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। উন্নত সংযোগ ব্যবস্থার ফলে প্রয়োজনীয় সরবরাহের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে, দূরপাল্লার ভ্রমণ (যাত্রী ও মালবাহী উভয়) বৃদ্ধি পাবে এবং পরিবহণ খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে। এই লাইন স্থানীয় পর্যটন বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র শিল্পকে উৎসাহিত করা এবং সমগ্র অঞ্চলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্যও আশা করা হচ্ছে।সিআরএস পরিদর্শন এবং প্রয়োজনীয় সেফটি ক্লিয়ারেন্স সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর নতুন লাইনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন সম্ভবত ১৭ জুন (২০২৫)-এর পর হবে। মিজোরাম এবং বৃহত্তর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনগণের জন্য এই রূপান্তরমূলক প্রকল্পটি দ্রুত চালু করার জন্য উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, বলা হয়েছে প্রেস বার্তায়।

সন্ত্রাসবাদের আতঙ্ক গোটা বিশ্ব বোঝেঃপ্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদী

নয়াদিল্লি, ৮ জুন ঃ বিজেপি সাংসদ রবিশঙ্কর প্রসাদের নেতৃত্বাধীন গ্রুপ-২ এর প্রতিনিধিদল রবিবার দিল্লি বিমানবন্দরে পৌঁছয়।ওই প্রতিনিধি দলের সদস্য শিবসেনা (ইউবিটি) সাংসদ প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদী বলেন, জার্মানির বিদেশমন্ত্রী, সংসদের ভাইস চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে আমাদের খুব ভালো বৈঠক হয়েছে। ভারত এবং আমাদের প্রতিনিধিদল খুবই ইতিবাচক সাড়া পেয়েছে। বিশ্ব সন্ত্রাসবাদের আতঙ্ক বোঝে এবং এই সমস্যা মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সবাই ঐক্যবদ্ধ। সকল ধরণের সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করা উচিত।উল্লেখ্য, পহেলগামে জঙ্গি হামলা এবং অপারেশন সিঁদুরের পর ভারতের অবস্থান এবং পাকিস্তানের দ্বিচারিতা গোটা বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছে কেন্দ্র।

মৃদু ভূমিকম্প দিল্লিতে

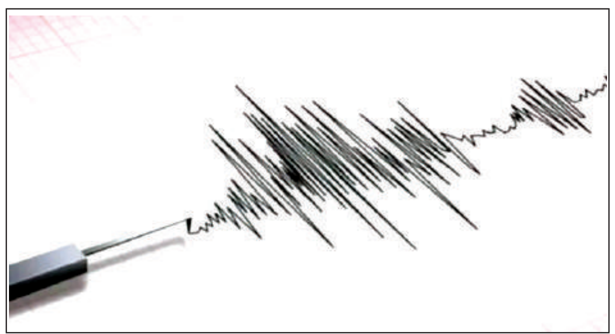

নয়াদিল্লি, ৮ জুন ঃ দিল্লিতে মৃদু ভূমিকম্প। উৎসস্থল শহরের দক্ষিণ পূর্ব অংশ। শনিবার গভীর রাতে কেঁপে ওঠে রাজধানী।জানা গেছে, এদিন রাত ১টা ২৩ নাগাদ কম্পন অনুভূত হয়। কম্পনের তীব্রতা রিখটার স্কেলে ছিল ২.৩ ম্যাগনিটিউড। উৎসস্থল মাটির ৫ কিমি গভীরে। ঘটনায় কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলেই জানা গেছে মনে করা হয়েছে আজই।

ভোপালে রবিবারও সরকারি হাসপাতালে মিলবে তিন ঘণ্টার আউটডোর পরিষেবা

ভোপাল, ৮ জুন ঃরবিবার ছুটির দিনেও সরকারি হাসপাতালে সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত তিন ঘণ্টা আউটডোর (ওপিডি) পরিষেবা মিলবে। এই বিষয়ে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ প্রভাকর তিওয়ারি বলেন, টানা দুদিন ছুটি থাকার কারণে আজ অন্যান্য দিনের মতোই ওপিডিতে সকল পরিষেবা প্রদান করা হবে।তিনি বলেন, শনিবার ঈদ-উল-আজহা ছিল এবং রবিবার ছুটি। টানা দুদিন ছুটির কারণে, রোগীদের চিকিৎসা নিতে যাতে কোনও অসুবিধা না হয় সেজন্য ওপিডি তিন ঘণ্টা চালু রাখার নির্দেশ জারি করা হয়েছে। ডাক্তার এবং প্যারামেডিক্যাল কর্মীদের উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হয়েছে আজই থেকে।

ফ্রেঞ্চ ওপেনের নতুন রানি কোকো গফ

প্যারিস, ৮ জুনঃ ফ্রেঞ্চ ওপেনে মেয়েদের টেনিসে এক নম্বর সাবালেঙ্কাকে কাঁদিয়ে নতুন রানি হলেন কোকো গফ। শনিবার ফাইনালে প্রথম সেটে দারুণ শুরু করেছিলেন সাবালেঙ্কা।ল।ইটা ফাইনালে ছিল বিশ্বের এক ও দুই নম্বর খেলোয়াড়ের। রোলাঁ গারোতে বিশ্বের সেরা দুই মহিলা খেলোয়া। কোর্টে নেমেছিলেন প্রথমবার ফ্রেঞ্চ ওপেনের ট্রফি জিততে। তিন সেট ও ২ ঘণ্টা ৩৮ মিনিটের ল।ইয়ে শেষে ট্রফিটা জিতলেন দুই নম্বর খেলোয়া। কোকো গফ। বিশ্বের এক নম্বর মহিলা খেলোয়া। আরিনা সাবালেঙ্কাকে গফ হারিয়েছেন ৬-৭ (৫৭), ৬-২, ৬-৪ গেমে।২১ বছর বয়সী মার্কিন তারকার এটি দ্বিতীয় গ্র্যান্ড স্লাম জয়। গফ প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম জিতেছেন ২০২৩ সালে ইউএস ওপেনে। সেই ফাইনালেও গফের প্রতিপক্ষ ছিলেন সাবালেঙ্কা। সেই ম্যাচটাও প্রথম সেটে হারের পর ঘুরে দাঁড়িয়ে জিতেছিলেন গফ।গফের আগে সর্বশেষ মার্কিন খেলোয়া। হিসেবে ফ্রেঞ্চ ওপেনের মহিলা এককে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন সেরেনা উইলিয়ামস। ২০১৫ সালের সেই ফাইনালে চেক প্রজাতন্ত্রের লুসি সাফারোভাকে হারিয়ে তৃতীয়বার রোলাঁ গারো জয় করেছিলেন সেরেনা।শনিবার ফাইনালে প্রথম সেটে দারুণ শুরু করেছিলেন সাবালেঙ্কা। এগিয়ে গিয়েছিলেন ৪-১ গেমে। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে সেটটাকে টাইব্রেকারে নিয়ে যান গফ। সেখান থেকে আর পেরে ওঠেননি তিনি।

২৪০টি পরিবেশবান্ধব-বাসের প্রস্তাব নাগপুর পুরনিগমের

নাগপুর, ৮ জুন ঃপ্রধানমন্ত্রীর ই-বাস সেবা প্রকল্পের আওতায় ২৪০টি নতুন ইলেকট্রিক বাসের জন্য মহারাষ্ট্র সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠাল নাগপুর পুরনিগম (এনএমসি)। ১০বছর ধরে চলা পুরনো ২৩৭টি ডিজেল বাসের বদলে এই পরিবেশবান্ধব ই-বাস চালু করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, এর আগেই নাগপুরের জন্য ১৫০টি ই-বাস বরাদ্দ হয়েছিল। এবার চার্জিং পরিকাঠামো ও বিদ্যু সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন হওয়ায় আরও বাস সংযোজনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। এক প্রশাসনিক আধিকারিক জানান, প্রযুক্তিগত বিশদ, পরিকাঠামোর প্রস্তুতি সহ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব রাজ্য স্টিয়ারিং কমিটির কাছে পাঠানো হয়েছে। তাঁর কথায়, নতুন ই-বাস পরিবেশ দূষণ কমাবে এবং যাত্রীদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্যও বাড়াবে।বর্তমানে নাগপুরে ১৮৪টি এসি ও ৪৬টি নন-এসি মিলিয়ে মোট ২৩০টি ইলেকট্রিক বাস চলছে। এর পাশাপাশি রয়েছে ১৫০টি মিডি ও ৪৫টি মিনি বাস। ১২৯টি রুটে প্রতিদিন প্রায় এক লক্ষ কিলোমিটার যাতায়াত করে এই বাসগুলো, যা প্রায় ১.১৭ লক্ষ যাত্রীকে পরিষেবা দেয়।

ভুয়ো পরিচয়পত্র তৈরির অভিযোগে ইকোপার্ক থেকে গ্রেফতার যুবক

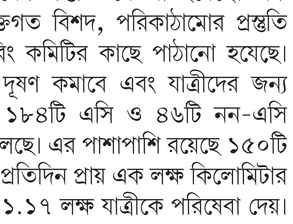

কলকাতা, ৮ জুন ঃভুয়ো পরিচয়পত্র তৈরির অভিযোগে ইকোপার্ক থেকে গ্রেফতার যুবক। ধৃতের নাম মহম্মদ জিয়াউদ্দিন মণ্ডল। অভিযোগ, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের নকল পরিচয়পত্র বানাত সে। পানিহাটি থেকে ধৃত তিন অনুপ্রবেশকারীকে জেরা করে এই অভিযুক্তের হদিশ মেলে।জানা গেছে, রবিবার আদালতে পাঠানো হবে তাকে। উল্লেখ্য, এর আগে ৩ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেফতার করেছিল রহড়া থানার পুলিশ। তাদের জেরা করে উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। জানা যায়, অনুপ্রবেশকারীদের মোটা টাকার বিনিময়ে জাল পরিচয়পত্র বানিয়ে দিত জিয়াউদ্দিন। তার সঙ্গে পাসপোর্ট কাণ্ডে ধৃতদের কোনও যোগ রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি জাল পরিচয়পত্র বানানোর চক্রের সঙ্গে আর কে বা কারা যুক্ত তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

রাশিফল

মেষঃ মেষ রাশির লোকেদের জন্য সাধারণভাবে ভালোই থাকতে পারে, যদিও ঋতু পরিবর্তনের কারণে স্বাস্থ্যে উদ্বেগের কারণ হতে পারে। কাশি এবং সর্দির মতো সমস্যাগুলি আপনাকে সমস্যায় ফেলতে পারে, তাই প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করুন। ব্যবসায়, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস সমস্যার কারণ হতে পারে - সতর্ক থাকুন এবং তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন। চাকরিজীবীরা পরিবর্তনের সুযোগ পেতে পারেন, খুঁজলে পরে নতুন চাকরি পাওয়ারও সম্ভাব্য থাকতে পারে। আর্থিকভাবে, অতিরিক্ত ব্যয়ের কারণে আপনি চাপ অনুভব করতে পারেন, যা উদ্বেগের কারণ হতে পারে - আপনার বাজেটের বিষয়ে সচেতন থাকুন।

বৃষঃ বৃষ রাশির লোকেদের জন্য অনুকূল থাকতে পারে। স্বাস্থ্য চমকার থাকতে পারে এবং আপনি সপ্তাহের শুরুটা উদ্দীপ্ত এবং বন্ধুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে শুরু করতে পারেন। ব্যবসা এবং কর্মজীবনের ক্ষেত্রে, অফিসে এবং ব্যবসায় উভয় ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টার প্রয়োজন হতে পারে। চা

মিথুনঃআপনার স্বাস্থ্য সমর্থ থাকতে পারে এবং আপনি উদ্যম এবং প্রাণশক্তিতে ভরপুর বোধ করতে পারেন। প্রেমের ক্ষেত্রে, আপনি আপনার সঙ্গীর সঙ্গে ভালো সময় উপভোগ করতে পারেন, আপনার বন্ধনকে আরও দৃঢ় করতে পারে।

কর্কটঃআপনার স্বাস্থ্যের প্রতি শেষ মনোযোগ প্রয়োজন, বিশেষ করে আপনার চোখের দিকে। যে কোনও অবহেলার ফলে চোখের ব্যথা বা আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে ঠান্ডা লাগার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। শুভ দিন হবে।

সিংহঃ এই সপ্তাহটি সিংহ রাশির লোকেদের জন্য অনুকূল থাকতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে, বাইরের খাবার খাওয়ার কারণে আপনার পেট খারাপ হতে পারে, তাই আপনার খাদ্যাভ্যাসের প্রতি সতর্ক থাকা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

কন্যাঃ প্রেমিকেরা একে অন্যের সান্নিধ্য উপভোগ করবেন এবং তাদের প্রেম জীবন সম্বন্ধে হয়তো কিছু ব্যবহারিক সিদ্ধান্ত নেবেন।

তুলাঃএই সমস্যাগুলি থেকে বেরিয়ে আসা আপনার জন্য তুলনামূলক ভাবে সহজ হবে, যারা এর অন্যথা চান, তারা যতই অখুশি হন না কেন। আপনার হয়তো সময় কম পড়বে। এটি আপনার জন্য কঠিন হতে পারে।

বৃশ্চিকঃকাজের জায়গায় আপনার দাবি করা প্রতারণাগুলির কারণে মোটা পুরস্কার পাওয়ার সুযোগ আছে।

ধনুঃআজকে আপনি সব চিন্তা ও কাজ পরিবারকে নিয়েই করবেন। আপনি প্রিয়তমের সঙ্গেও অসাধারণ সময় কাটাবেন ও ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরা আজ আপনাকে সমর্থন করবেন ও বেশি অর্থ উপার্জনে সাহায্য করবেন।

মকরঃএটি হয়তো একটি অস্বাভাবিক সমন্বয় মনে হতে পারে, কিন্তু আপনি আজকে একই পরিমাণে আনন্দ এবং দু ঃখ পাবেন।

কুম্ভঃ আজকে আপনি লক্ষ্যভেদ করতে চাইবেন। আজকে যাই করবেন, লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে করবেন।

মীনঃএই সপ্তাহে, মীন রাশির লোকেদের স্বাস্থ্যের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়া উচিত। বাইরের খাবারের সম্পর্কে সতর্ক থাকুন, কারণ এটি আপনাকে প্রলুব্ধ করলেও, স্বাস্থ্যগত সমস্যার কারণ হতে পারে। ব্যবসায়, আপনি অনুকূল ফলাফল আশা করতে পারেন এবং আপনার প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন করতে পারেন। বৈবাহিক সম্পর্ক ইতিবাচক হতে

আবহাওয়া

রবিবার আংশিক মেঘলা আকাশ। বিকেল বা সন্ধ্যার দিকে কিছু এলাকায় বজ্রগর্ভমেঘের সঞ্চার হতে পারে। দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকবে। শনিবারের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৩.৭ এবং সর্বনিম্ন ২২.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বাধিক ৯৮ ও ন্যূনতম ৬৫ শতাংশ।হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, রবিবার গরম আরও বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। আগামী সোমবার পর্যন্ত তাপমাত্রা কয়েক ডিগ্রি বাড়তে পারে। এই গরমের সঙ্গে ঘন ঘন আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিও অনুভূত হবে। উত্তরবঙ্গের উপরের কিছু এলাকায় সামান্য বৃষ্টি হতে পারে, তবে দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ অঞ্চলে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশ কম। জোয়ার-সকাল ১১টা ৫২মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫২ মিনিট। ভাটা-সকাল ১০টা৫২মনিট এবং রাত ১১টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ০২মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০২মিনিটে হতেপারে।

নাদনঘাট থানার আইসি'র উদ্যোগে হসপিটাল পরিষ্কার অভিযান

দুরন্তবার্তা, পূর্বস্থলী, প্রসেনজিৎ দেবনাথ, ৮ জুন ঃ রবিবার এক নজিরবিহীন উদ্যোগে নিজ হাতে ঝাঁট ধরে শ্রীরামপুর গ্রামীণ হাসপাতাল চত্বর পরিষ্কার করলেন নাদনঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক (আইসি) বিশ্ববন্ধু চট্টরাজ। তার সঙ্গে ছিলেন থানার অন্যান্য পুলিশ কর্মী ও সিভিক ভলেন্টিয়াররা। এই উদ্যোগ শুধু এবার নয়, এর আগেও তিনি একাধিকবার একইভাবে হাসপাতাল প্রাঙ্গণের সাফাই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন।হাসপাতালের বর্জ্য ও ধুলোবালি সরিয়ে পরিচ্ছন্নতার বার্তা দিতে সকাল থেকেই সক্রিয় হয়ে ওঠেন আইসি চট্টরাজ ও তার টিম। হাসপাতাল চত্বরের প্রতিটি কোণা তাঁরা পরিষ্কার করেন নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে। এই প্রসঙ্গে আইসি বিশ্ববন্ধু চট্টরাজ জানান, 'শ্রীরামপুর গ্রামীণ হাসপাতাল এলাকার মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা কেন্দ্র। একে পরিষ্কার রাখা শুধু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাজ নয়, আমাদেরও নৈতিক দায়িত্ব। স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, হসপিটালের বিএমওএইচ এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরাও আমাকে এই কাজে সবসময় উৎসাহ দিয়ে থাকেন।' তিনি আরও বলেন, 'পরিচ্ছন্নতা একটা অভ্যাস, এবং তা ছড়িয়ে দিতে হলে প্রথমে আমাদেরই উদ্যোগ নিতে হয়। সমাজের সকল স্তরের মানুষ যদি একসঙ্গে এগিয়ে আসে, তাহলে এই হাসপাতালকে আমরা রাজ্যের অন্যতম পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র করে তুলতে পারব'। এই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও জনসেবামূলক কাজের জন্য এলাকায় প্রশংসার স্রোত বইছে। সাধারণ মানুষ থেকে স্বাস্থ্যকর্মী; সবাই এই উদ্যোগকে কুর্নিশ জানিয়েছেন।

কোচবিহারে আত্মসমর্পণকারী ১৬ বাংলাদেশি আদালতে

দুরন্তবার্তা, কোচবিহার ঃ কোচবিহার কোতোয়ালি থানায় আত্মসমর্পণকারী ১৬ জন বাংলাদেশিকে আদালতে পেশ করল পুলিশ। দুপুর ১টা নাগাদ কোতোয়ালি থানার আধিকারিকরা প্রথমে তাদের নিয়ে যান কোচবিহার সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। সেখানে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ার পর, ওই ১৬ জনকে নিয়ে যাওয়া হয় কোচবিহার জেলা আদালতে। আদালতে শুনানির পর বিচারক নির্দেশ দেন, ওই ১৬ জনের মধ্যে দু'জনকে ১০ দিনের জন্য পুলিশ হেফাজতে রাখা হবে। বাকি ১৪ জনকে ১৪ দিনের জন্য জেল হেফাজতে পাঠানো হয়েছে। এদের বিরুদ্ধে ভারতীয় সংবিধানের বিভিন্ন ধারা অনুযায়ী বেআইনি অনুপ্রবেশের অভিযোগ আনা হয়েছে। এই বিষয়ে সরকারি কৌঁসুলি সঞ্জয় বর্মন জানান, প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ব্যক্তিরা কীভাবে সীমান্ত পেরিয়ে এ দেশে প্রবেশ করল, তাতে কোনও চোরাপথ বা পাচারচক্র জড়িত রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এছাড়া, এদের সঙ্গে স্থানীয় কারও যোগাযোগ রয়েছে কি না, সেটিও পুলিশ জানতে চাইছে।

নবান্নের সামনে মর্মান্তিক মৃত্যু মহিলা সিভিক ভলেন্টিয়ারের

দুরন্তবার্তা, হাওড়া, ৮ জুন ঃ নবান্নের সামনে টোটোর দৌড়াত্ম বেড়েই চলেছে। এই নিয়ে পুলিশ বার বার পদক্ষেপ নিলেও বিশেষ কিছু সুবিধা হয় নি। নবান্নের সামনেও বেপরোয়া টোটোর দৌরাত্ম টোটোর ধাক্কায় মৃত্যু হল কলকাতা পুলিশে কর্মরত এক মহিলা সিভিক ভলেন্টিয়ারের অভিযুক্ত টোটো চালককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত ওই মহিলা সিভিক ভলেন্টিয়ারের নাম নূপুর চট্টোপাধ্যায় তাঁর বাড়ি হাওড়ার ডোমজুড়ে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, এ দিন দুপুর দুটো নাগাদ নবান্নের সামনের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন ওই মহিলা সিভিক ভলেন্টিয়ার তখনই দ্রুত গতিতে আসা একটি টোটো পিছন থেকে এসে নূপুরদেবীকে ধাক্কা মারে। টোটোটির গতি এতটাই বেশি ছিল যে ধাক্কার অভিঘাতে ছিটকে গিয়ে রাস্তার পাশের দেওয়ালের উপর গিয়ে পড়েন ওই মহিলা সিভিক ভলেন্টিয়ার দেওয়ালে ঠুকে যায় নূপুরদেবীর কপাল রক্তাক্ত অবস্থায় ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়েন তিনি সঙ্গে সঙ্গেই নবান্নের সামনে কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা আহত সিভিক ভলেন্টিয়ারকে উদ্ধার করে কাছের একটি নার্সিং হোমে নিয়ে যান সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন

প্রগ্রেসিভ হেলথ অ্যাসোসিয়েশনের কোচবিহারে বিশেষ বৈঠক

দুরন্তবার্তা, শিল্পী দত্ত কোচবিহার ৮ জুন ঃ রবিবার কোচবিহারের পিলখানা সংলগ্ন মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হলো প্রগ্রেসিভ হেলথ অ্যাসোসিয়েশনের কোচবিহার জেলার ২ বৈঠক। এই মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসম্পাদক ডক্টর করবি বড়াল সহ অন্যান্য রাজ্য নেতৃত্ব এবং জেলা নেতৃত্ব জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিক ও কর্মীবৃন্দরা। মূলত সংগঠনটি কিভাবে আরো বৃদ্ধি করা যায় এবং ডাক্তার ও ডাক্তারি পড়ুয়াদের নিরাপত্তা সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় এই বৈঠকে।মন্ত্রী শশী পাঁজার নির্দেশে মূলত এই মিটিং বলে জানান রাজ্য সম্পাদক ডঃ করবী বরাল। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন - আমরা বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করলাম মন্ত্রী শশীবাজার নির্দেশেই আমাদের এই আলোচনা। আমরা স্বাস্থ্য দপ্তর নই তবে যে কোনো রকম অসুবিধায় আমরা স্বাস্থ্য দপ্তরকে সাহায্য করবো যদি আমাদের কাছে সাহায্য চায় তবে কিভাবে আমাদের আরো সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি সহ দৈনন্দিন সমস্যা গুলি সমাধান করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা হলো। উত্তরবঙ্গে চিকিৎসকের অভাব রয়েছে প্রসঙ্গে তিনি বলেন আমরা অবশ্যই এ বিষয়ে আলোচনা করেছি তবে আমরা স্বাস্থ্য দপ্তরকে জানাবো পরবর্তীতে স্বাস্থ্য দপ্তর যেভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার তা নেবে। ডাক্তার এবং ডাক্তারি পড়ুয়াসহ রোগীদের নিরাপত্তার প্রশ্নেও তিনি জানান এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

২১ জুলাই শহীদ দিবসের প্রস্তুতি তৃণমূলের

দুরন্তবার্তা, কলকাতা, ৮ জুন ঃ ২১ জুলাই মানেই তৃণমূলের কাছে মেঘা ইভেন্ট। আর সামনে বছর বিধানসভা নির্বাচন। তাই এ বছর ২১ জুলাইয়ের সভার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে তৃণমূল। মূলত ছাত্র ও যুবদের উপর দায়িত্ব থাকে শহিদ দিবস পালনের। দলের বর্ষীয়ান নেতাদের পরামর্শক্রমে ছাত্র, যুব সংগঠনের সদস্যরা তার আয়োজন করে। এবছরও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। বরং এবার একটু আগেই প্রস্তুতি শুরু হয়ে যাচ্ছে। জানা গিয়েছে, আগামী সপ্তাহে ভবানীপুরের দলীয় কার্যালয়ে বসছে ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি বৈঠক। তাতে যোগ দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই সমস্ত জেলা সভাপতি, চেয়ারম্যানের কাছে চিঠি পৌঁছেছে। ডাকা হয়েছে দুই সাংগঠনিক জেলা, কলকাতা উত্তর ও বীরভূমের কোর কমিটিকেও। তৃণমূলের ২১ জুলাই, শহিদ দিবসের অনুষ্ঠানের দিকে বরাবরই নজর থাকে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলের। ১৯৯৩ সালের আন্দোলনে ১৩ জনের শহিদ হওয়ার ঘটনা স্মরণে রেখে প্রতি বছর নতুন করে লড়াইয়ের শপথ নিতে দেখা যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলকে। কলকাতার ধর্মতলা চত্বরে কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে ছাত্র, যুব সংগঠনের নেতানেত্রী ছাড়াও এই দিনটিতে বার্তা দেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি একসময়ে যুব তৃণমূলের সভাপতির পদও সামলেছেন। আগামী বছর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। চতুর্থবার তৃণমূল সরকারের ক্ষমতায় ফেরার সুযোগ। তার আগে ২১ জুলাইয়ের মঞ্চে সে অর্থে লড়াইয়ের সূচনা হওয়ার বড়সড় সম্ভাবনা। দলের তরুণ সংগঠনকে লড়াইয়ের ময়দানে নামানোর প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হয়।

বেহালা পর্ণশ্রীতে পুকুরে সদ্যোজাত

দুরন্তবার্তা, বেহালা, ৮ জুন ঃ আজ সকালে বেহালা পর্ণশ্রী থানার অন্তর্গত বাহাদুর পুকুর থেকে একটি সদ্যোজাত বাচ্চার দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। স্থানীয় সূত্রে খবর ভোরবেলায় এই সদ্যোজাতকে পুকুরের ধারে পড়ে থাকতে দেখে এবং স্থানীয় মানুষ এবং থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে বিদ্যাসাগর হাসপাতালে নিয়ে যায়। কে বা কারা এই ঘটনা ঘটালো সেটা পুলিশ স্থানীয় সিসিটিভি ফুটেজ দেখে বের করার চেষ্টা করছে।

নর্থ পোর্ট থানার এসআই-কে অস্ত্রের কোপ

দুরন্তবার্তা, ৮ জুন ঃ ফের আক্রান্ত পুলিশ। নর্থ পোর্ট থানার অন্তর্গত এসআই এর ওপর ধারালো অস্ত্র এর কোপ। নেশা করতে বাধা দিতেই ফুটপাতের বাসিন্দা সুলতান নামে এক ব্যক্তি এ এস আই পার্থচাঁদ এর ওপর চড়াও হয়। কনস্টেবল সুখেন্দু মাঝি বাধা দিলে তার ওপরো চড়াও হয়,ওই পুলিশ কনস্টেবল গুরুতর আহত হয়। ঘটনাটি ঘটে নর্থ পোর্ট থানার অন্তর্গত ৬৭/৫ ট্রেন্ড ব্যাংক রোড এলাকায়। দুই পুলিশ আধিকারিক কে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় গুরুতর আহত অবস্থায়। অভিযুক্ত সুলতানের বিরুদ্ধে আইনের যথাযথ ধারায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

বাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় বঞ্চনা

দুরন্তবার্তা, বামনগোলা, ৮ জুন ঃ বামনগোলা, বাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা বাংলার, আবাস ও ১০০ দিনের কাজের সমস্ত বকেয়া পরিশোধের দাবী, বিভিন্ন জনবিরোধী নীতি, গনতন্ত্রের হত্যা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার প্রতিবাদে ১২ জুন মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির ডাকে-মহা মিছিল অনুষ্ঠিত হবে। তারই অঙ্গ হিসাবে এদিন বামনগোলা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে মালদা চলো কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন তৃণমূলে কর্মী সমর্থকরা মিছিল করে গোটা পাকুয়াহাট এলাকা পরিক্রমা করে রবীন্দ্র মোড়ে এসে পথসভার মধ্যে দিয়ে মিছিলটি শেষ হয়। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তৃণমূলের নেতাকর্মীরা একরাশ ক্ষোভ উপড়ে দেন। এদিন ওই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি, চৈতালি সরকার, বামনগোলা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অশোক সরকার সহ তৃণমূলের নেতাকর্মীরা।

উত্তরবঙ্গ থেকে দিঘার বাসের ব্যাপক সাফল্য

দুরন্তবার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ৮ জুন ঃ দিঘায় মুখ্যমন্ত্রীর প্রিয় জগন্নাথ মন্দির স্থাপিত হওয়ার পরে দিঘাতে মানুষের ঢল নেমেছে। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গ থেকে দিঘায় প্রতিদিন আসছেন হাজার হাজার মানুষ। সেই সঙ্গে সম্প্রতি চালু হওয়া উত্তরবঙ্গের ছয়টি জেলার সঙ্গে দিঘা এখন অত্যাধুনিক ভলভো বাস পরিষেবা পাহাড় ও সমুদ্রকে একই সুতোয় বেঁধে ফেলেছে। এই পরিবহণ ব্যবস্থা চালুর মাত্র ছয় দিনের মধ্যেই অভাবনীয় সাফল্য লাভ করেছে, যার ফলস্বরূপ উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম (এনবিএসটিসি) রেকর্ড পরিমাণ আয় করেছে। দিঘা-দার্জিলিং এক সূত্রে বাঁধা পড়ায় পর্যটকের জোয়ার এসেছে দিঘায়। বাসগুলি বাতানুকূল এবং পুশব্যাক আসনের সুবিধা সহকারে নকশা করা হয়েছে, যেখানে চালক ও কন্ডাক্টর সহ মোট ৪৫টি আসন রয়েছে। উদ্বোধনের পর থেকেই শিলিগুড়ি, মালদহ, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং রায়গঞ্জ থেকে এই বাসগুলি দিঘায় নিয়মিত যাতায়াত করছে। শুরুর এই ছয় দিনেই যাত্রীদের কাছ থেকে অভূতপূর্ব সাড়া মিলেছে। প্রতিটি বাসে প্রায় ১০০ শতাংশ যাত্রী নিয়ে যাতায়াত করায় এনবিএসটিসি-র আয় উল্লেখ যোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে দিঘায় এনবিএসটিসি-র নিজস্ব কোন ডিপো না থাকায়, তারা প্রাথমিকভাবে দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা (এসবিএসটিসি)-এর ডিপোর ওপর নির্ভরশীল। সেখানেই তাদের বাস টার্মিনাস এবং টিকিট কাউন্টার খোলা হয়েছে। পাশাপাশি, উত্তরবঙ্গের ছয়টি জেলা শহরের বাস টার্মিনাসগুলি থেকেও দিঘা আসার বাসের টিকিট বিক্রি হচ্ছে এবং অনলাইন বুকিং পরিষেবাও চালু রয়েছে, যা যাত্রীদের জন্য সুবিধা বয়ে এনেছে।

মহিষাদল রাজ বাড়িতে থেকেই উপভোগ করুন রথযাত্রা

দুরন্তবার্তা, মহিষাদল, ৮ জুন ঃ পুরী ও মাহেশের রথের পরেই বাংলার অন্যতম রথ হলো মহিষাদলের রাজবাড়ির রথ। বহু দূর দূরান্ত থেকে মানুষ আসে সেই রথযাত্রা দেখতে। এবার সেই রাজবাড়ির অতিথি হয়ে আপনিও যুক্ত হতে পারেন রথ যাত্রায়। প্রায় ২৫০ বছরেরও বেশি পুরনো মহিষাদলের রথযাত্রা দর্শন ও রাজকীয় ভাবে রাজবাড়িতে রাত্রিযাপন করতে হলে আসতে হবে মহিষাদল রথের সময় রাজপ্রাসাদে রাজকীয়ভাবে রাত্রিযাপন করতে চাইলে গন্তব্য হোক মহিষাদল। কলকাতা থেকে মহিষাদল রাজবাড়ির দূরত্ব মাত্র ১১০ কিলোমিটার। হলদিয়া মেচেদা রাজ্য সড়কের মহিষাদল বাসস্ট্যান্ডে নেমে ৫ থেকে ৭ মিনিটের হাঁটা রাস্তা। হলদিয়া মেচেদা ১১৬ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে কাপাসএ্যাড়ায়। সেখান থেকে বাসে বা টোটোয় করে সিনেমা মোড় হয়ে রাজবাড়ী। এছাড়াও প্রাইভেট কারে সরাসরি রাজবাড়ীর গেটে আসা যায়। ট্রেনে আসতে চাইলে হাওড়া থেকে সাউথইস্টার্ন লাইনের ট্রেন ধরে নামতে হবে সতীশ সামন্ত হল্ট বা মহিষাদল স্টেশনে। আর স্টেশন থেকে থেকে মাত্র ২ কিমি গেলেই রাজবাড়ি। তিনটি প্রাসাদ নিয়ে তৈরি এই রাজবাড়ি। কেবল মাত্র ফুলবাগেই পর্যটকরা থাকতে দেওয়া হয়। বর্তমানে এই ফুলবাগ প্রাসাদের ভেতরে একটি ছোট মিউজিয়ামে ও তৈরি হয়েছে পর্যটকদের জন্য। যেখানে রাখা হয়েছে রাজ পরিবারে এর ব্যবহৃত বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র, আঙ্গ সবাবপত্র ও কামান। রাতে থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। ৬ জনের সুইট, ৩ শয্যার ঘর ও ২ শয্যার ঘর। ভাড়া পড়বে ৫-৮ হাজার টাকা। প্রাতরাশ কমপ্লিমেন্টারি। সকাল থেকে বিকেল অবধি থাকারও ব্যবস্থা রয়েছে। মহিষাদল রাজবাড়ির ফুলবাগ প্যালেসে রাত্রিবাসের জন্য বুকিং নম্বর - ৯৮৩১০৪৯৮১৬। এছাড়াও অনলাইন বুকিং এর জন্য রয়েছে ওয়েবসাইট।

হিঙ্গলগঞ্জে বর্জ্য পদার্থ থেকে সার তৈরির প্রকল্পের সূচনা

দুরন্তবার্তা, উঃ ২৪ পরগনা, ৮ জুন ঃ সুন্দরবন অঞ্চলের পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে একাধিক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে আগেও। এবার আঙ্গ বার নতুন পরিকল্পনা। সুন্দরবনে বর্জ্য পদার্থ থেকে সার তৈরির প্রকল্পের সূচনা। প্লাস্টিক ও অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ এবার শুধু পরিবেশ দূষণের কারণ নয়, বরং হয়ে উঠবে সম্পদ। সুন্দরবনের হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকে শুরু হলো এক যুগান্তকারী উদ্যোগ। বর্জ্য পদার্থ থেকে জৈব সার তৈরির প্রকল্প।এতদিন শহরাঞ্চল ও শহরতলির বিভিন্ন এলাকায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরিকাঠামো থাকলেও, সুন্দরবনের মতো প্রত্যন্ত অঞ্চলে তা ছিল একপ্রকার অদৃশ্য। এবার সেই ফাঁক পূরণ করতে এগিয়ে এলেন প্রশাসন ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। হিঙ্গলগঞ্জের কালিতলা, যোগেশগঞ্জ ও গোবিন্দকাটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তৈরি হয়েছে বর্জ্য পদার্থ থেকে সার তৈরির বিশেষ কেন্দ্র। এই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বসিরহাট মহকুমা শাসক আশীষ কুমার এবং হিঙ্গলগঞ্জের বিধায়ক দেবেশ মন্ডল, বিডিও দেবদাস গাঙ্গুলী। এই প্রকল্পের ফলে, একদিকে যেমন পরিবেশ দূষণ রোধ করা যাবে, অন্যদিকে কৃষকদের জন্য জৈব সার পাওয়া সহজ হবে। স্থানীয় বাসিন্দারাও আশাবাদী, এই উদ্যোগ আগামী দিনে এলাকার বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় এক নতুন দিশা দেখাবে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতে সুন্দরবনের আরও এলাকায় এই প্রকল্প সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।

প্রকাশ্য দিবালোকে মন্দিরে বিগ্রহ ভাঙ্গলো অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীরা

দুরন্তবার্তা, মহিষাদল, ৮ জুন ঃ মহিষাদলের পুরাতন বাসস্ট্যান্ডে দীর্ঘদিন একটি হনুমান মন্দিরে রাম সীতার এবং অনুমানজির বিগ্রহ পূজিত হয়ে আসছে। গতকাল সকাল ১১টায় নিত্যপূজো অব্দি সব ঠিকই ছিল, গোল বাধে তার পরেই, বিকালে দেখা যায় মন্দিরের সীতার বিগ্রহ ভাঙ্গা এবং বিগ্রহের উপরিভাগ অমিল। মহিষাদল এর হিন্দু জাগরণ মঞ্চের পক্ষ থেকে মহিষাদল থানায় একটি এফআইআর দায়ের করা হয়, হিন্দু জাগরণ মঞ্চের মহিষাদল শাখার সভাপতি ও সহসভাপতি বলেন এর আগেও মহিষাদল এর বিভিন্ন জায়গায় মন্দির এবং মূর্তি ভাঙচুর হয়েছে, বেশ কিছু দুষ্কৃতি বারে বারে এই ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে। এর প্রতিবাদে গতকাল সন্ধ্যায় হিন্দু জাগরণ মঞ্চ এবং বিজেপির ডাকে মহিষাদলে ধিক্কার মিছিল করা হয়। ঘটনা ঘিরে শুরু রাজনৈতিক তরজা। মহিষাদল এর বিধায়ক তিলক কুমার চক্রবর্তী বলেন এই কাজ বিজেপির, দিনের বেলায় দুষ্কৃতীদের দ্বারা এই কাজ করা সম্ভব নয়, বিজেপি কর্মীরা তৃণমূলকে কালীমালিপ্ত করতে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টের চেষ্টায় এই কাজ করেছে। যদিও বিজেপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে তৃণমূল-আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই এবং তাদেরকে সাহায্য করছে মহিষদলের বিধায়ক।

বাড়ি ভেঙে আহত বউবাজারে

দুরন্তবার্তা, কলকাতা, ৮ জুন ঃ বউবাজারে ভেঙে পড়ল পুরনো বাড়ির একাংশ। সামনের দিকে ঝোলা বারান্দা বা ব্যালকনি সহ একটা বড় অংশ উপর থেকে ভেঙে পড়ে। সংস্কারের কাজ চলাকালীন পুরনো বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়ে। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার বেলায় শ্রীনাথ দাস লেনে। ঘটনায় গুরুতর আহত অবস্থায় একজনকে উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, পুরনো বাড়িটির সংস্কার করা হচ্ছিল। বাড়ির অংশ ভেঙ্গে একজন চাপা পড়েন বলে এখনো সূত্রের খবর। আহত ব্যক্তির নাম আঙ্গ শুতোষ অধিকারী। ঘটনা স্থল থেকে তাকে বার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কলকাতা মেডিকেল কলেজে। সংস্কারের কাজ চলাকালীন শ্রমিকদের মধ্যে ৫ থেকে ৬ জন কাজ করছিল। ঘটনাস্থলে রয়েছে বিল্ডিং বিভাগের কর্মীরা, Disaster Management Group (DMG)-এর কর্মীরা রয়েছে, রয়েছে দমকল কর্মীরা। এছাড়া রয়েছে বউ বাজার থানার পুলিশ।

গড়িয়াহাট সংলগ্ন সংহতি স্কুল প্রাঙ্গণে 'অভয়া ক্লিনিক'

দুরন্তবার্তা, কলকাতা, ৮ জুন ঃ পথেই আছি ; পথেই মোরা থাকবো, সত্যের সাথে, ন্যায়ের পথে, একসাথে মোরা লড়বো ! বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা ও CBI তদন্তের শ্লথ গতি, আন্দোলনে থাকা সহকর্মীদের অনৈতিকভাবে স্থানান্তর; এই সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও আমরা একজোট হয়ে পেরিয়ে এসেছি ১০টি মাস। অথচ আজও আর জি করে সংগঠিত প্রাতিষ্ঠানিক নৃশংস ঘটনার বিচার অধরা, অসংখ্য প্রশ্ন রয়ে গেছে উত্তরহীন। West Bengal Junior Doctorsó Front (WBJDF) জনস্বাস্থ্য ও ন্যায়বিচারের দাবিতে রবিবার সকালে গড়িয়াহাট সংলগ্ন সংহতি স্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজন করা হচ্ছে 'অভয়া ক্লিনিক'।যেখানে এলাকার বহু নিম্নবিত্ত ও বস্তিবাসী মানুষকে স্বাস্থ্যপরিষেবা প্রদান করা হয়।

চাটেন এলাকা থেকে ২৮ জনকে উদ্ধার করলো সিকিম প্রশাসন

দুরন্তবার্তা, সিকিম, ৮ জুন ঃ একটানা বৃষ্টির পর কিছুটা বৃষ্টি কম থাকায় স্বস্তি সিকিম প্রশাসনিক আধিকারিকদের। নতুন করে বৃষ্টি না থাকায় যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে চলছে উদ্ধার কাজ। রবিবার চাটেন থেকে ২৮ জনকে উদ্ধার করল সিকিম প্রশাসন। এদিন ভারতীয় বায়ুসেনার হেলিকপ্টার করে তাদের উদ্ধার করে পাকিয়ং গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দরে নিয়ে আসা হয়। নিরাপদ স্থানে ফিরতে পেয়ে খুশি উদ্ধার হওয়া মানুষরা। উদ্ধার হওয়া ২৮ জনের মধ্যে রয়েছে পর্যটক, ট্যাক্সিচালক সহ অন্যান্যরা। উল্লেখ্য একটানা বৃষ্টিতে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল সিকিম। বন্ধ হয়ে যায় একাধিক রাস্তা, আটকে পড়ে বহু পর্যটক। যদিও পর্যটক মরশুমে চিন্তার ভাঁজ বাড়ায় প্রশাসনিক আধিকারিকদের। তবে যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে পর্যটকদের উদ্ধার করে সিকিম প্রশাসন।ইতিমধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা মেরামতির পাশাপাশি আটকে থাকা পর্যটকদের উদ্ধারের কাজ শুরু করেছে সিকিম প্রশাসন। কার্যত ছন্দে ফেরার চেষ্টা সিকিমের। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে একদিকে যেমন ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে একাধিক জায়গায়,পাশাপাশি ক্ষতি হয়েছে পর্যটন শিল্পেও। ঘুরে দাঁড়াতে কিছুটা সময় লাগবে সিকিমের।

আবার বলরামপুর হাতজোড়া গ্রামে ভূতের আতঙ্ক

দুরন্তবার্তা, পুরুলিয়া, ৮ জুন ঃ পুরুলিয়া প্রধানত আদিবাসী প্রধান অঞ্চল। সেখানে মাঝে মাঝেই ভূতের আতঙ্ক তৈরী হয়। এবার হাতজোড়া গ্রামে। এই ভূতের আতঙ্কে ঘর ছাড়া হলেন এক গৃহবধূ। স্বামীর মৃত্যুর পর ভূতের ভয়ে ঘর ছাড়লেন স্ত্রী। ওঝা গুনিনের কথা শুনে দুই ছেলে মেয়েকে রেখে মৃতের স্ত্রী থাকেন বাপের বাড়িতে। জানা গিয়েছে গত সেপ্টেম্বর মাসে বলরামপুর হাড়জোড়া গ্রামের শবর পাড়ায় ৩৯ বছর বয়শী শঙ্কর শবরের মৃত্যু হয়। তাকে অসুস্থ অবস্থায় প্রথমে বাঁশগড় হাসপাতালে পরে পুরুলিয়া দেবেন মাহাতো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসারত অবস্থায় মৃত্যু হয় শঙ্করের। আর তারপরেই ভয় পেতে শুরু করেন শংকর বাবুর স্ত্রী। ভয়ে আর সেই বাড়িতে থাকতেই পারেনি তিনি। ওঝার কথা মত তুলশি থানে একটি পতাকা লাগিয়ে বাড়িতে তালা দিয়ে চলে যান তিনি। সেই থেকে আজও আর বাড়ি ফেরেনি বাসন্তী দেবী। এক আত্মীয়ের বাড়িতে রয়েছে তার ছেলে মেয়ে। এই বিষয়ে এলাকার মানুষজন বলেন , শংকর শবর শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। তারপর তার পেটের সমস্যা দেখা দেয়। চিকিৎসা চলতে চলতেই তিনি মারা যান। তারপর থেকেই তাদের পরিবারের সদস্যরা ভূতের আতঙ্কে ভুগছেন। যদিও এলাকার মানুষজন কেউ ভূত দেখতে পায়নি। কিন্তু পরিবারের সদস্যদের দাবি, তারা ভূত দেখেছেন। আর সেই আতঙ্ক থেকেই বাসন্তি শবর এই বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের জেলা সম্পাদক ডক্টর নয়ন মুখার্জী বলেন , এটা সম্পূর্ণই অপপ্রচার হচ্ছে। ভূতের কোনও অস্তিত্ব নেই। মানুষ এইসবের উপর বিশ্বাস করে কুসংস্কারে আবদ্ধ হয়ে পড়ছেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্তবার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ১৮৮ সংখ্যা, সোমবার ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

দিল্লির দিনলিপি — রাজধানীর রাজনীতি, প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়ার এক বহুমাত্রিক চিত্র

দিল্লি, কেবল একটি শহর নয়; এটি ভারতের রাজনৈতিক হৃদপিণ্ড, প্রশাসনিক কেন্দ্রবিন্দু এবং জনবিক্ষোভের প্রধান মঞ্চ। প্রতিদিনই এখানে ঘটে চলেছে এমন সব ঘটনা, যা গোটা দেশের মনোযোগ আকর্ষণ করে। সংসদের বিতর্ক, জনআন্দোলন, আদালতের রায়, প্রশাসনিক বৈঠক কিংবা রাস্তার মোড়ে মোড়ে প্রতিবাদের আওয়াজ;সব মিলিয়ে দিল্লি যেন প্রতিনিয়ত নিজের গল্প বলে চলে। এই দিনলিপি কেবল ঘটনাপ্রবাহের রূপরেখা নয়, বরং এক অস্থির সময়ের প্রতিচ্ছবি। গত কয়েক সপ্তাহে দিল্লির রাজনীতির চেহারায় দেখা দিয়েছে নতুন মাত্রা। একদিকে সংসদে বিরোধী দলগুলির সরব উপস্থিতি, অন্যদিকে সরকারের নানা নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক;রাজনৈতিক উত্তেজনার পারদ ক্রমশ চড়ছে। সংসদের গ্রীষ্মকালীন অধিবেশনে গুরুত্বপূর্ণ বিল পাস হওয়া যেমন ঘটছে, তেমনি বিতর্কিত কিছু প্রস্তাব নিয়ে বিরোধীরা লাগাতার বিক্ষোভ দেখিয়ে চলেছে। মূলত বিরোধীরা অভিযোগ করছে, সংসদীয় প্রক্রিয়া মেনে চলার ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় সরকার উদাসীন হয়ে পড়েছে। আলোচনার পরিবেশ না থাকায় তারা পথে নেমে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করছে। একই সঙ্গে দিল্লির রাজপথে নিত্যদিনই দেখা যাচ্ছে ছাত্রদের, কৃষকদের কিংবা বেকার যুবকদের প্রতিবাদ মিছিল। কখনও শিক্ষা নীতির বিরুদ্ধে, কখনও চাকরির নিয়োগে দুর্নীতি নিয়ে, আবার কখনও বা সরকারের নিস্পৃহ আচরণ ঘিরে আন্দোলন। এইসব প্রতিবাদ শুধু একটি গোষ্ঠীর আর্থিক বা সামাজিক দাবিকে সামনে আনে না, বরং একটি বৃহত্তর ব্যবস্থার প্রতি ক্ষোভকেও প্রকাশ করে। রামলীলা ময়দান, যন্তর মন্তর কিংবা ইন্ডিয়া গেট; এই স্থানগুলো শুধুই ভূগোল নয়, তারা হয়ে উঠেছে অসন্তোষের মানচিত্র। দিল্লির দিনলিপিতে বারবার উঠে আসে আইন-শৃঙ্খলা প্রসঙ্গও। শহরের জনসংখ্যা ও চাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অপরাধের সংখ্যাও বেড়েছে। একদিকে পুলিশ প্রশাসনের সক্রিয়তা, অন্যদিকে নাগরিকদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ;এই দ্বৈত বাস্তবতা দিল্লির প্রতিদিনের বাস্তব। বিশেষত নারী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে আবারও, কয়েকটি সাম্প্রতিক ঘটনা দেখে শহরের মানুষ ক্ষুব্ধ এবং উদ্বিগ্ন। দিল্লি পুলিশ যদিও তাদের কর্মতৎপরতা নিয়ে আত্মবিশ্বাসী, তবু জনমানসে সেই আস্থার পরিমাণ কমছে। আদালতের ভূমিকাও দিল্লির জীবনচক্রে প্রতিদিন গুরুত্ব পাচ্ছে। সুপ্রিম কোর্ট এবং দিল্লি হাই কোর্টের একাধিক রায় দেশের প্রশাসনিক কাঠামো ও নাগরিক অধিকারকে প্রভাবিত করছে। এইসব রায় যেমন কখনও সরকারের নীতির বিরুদ্ধতা করেছে, তেমনই কখনও মৌলিক অধিকার রক্ষায় এগিয়ে এসেছে। সাম্প্রতিক সময়ে দিল্লি সরকারের উপর উপরাজ্যপালের প্রভাব নিয়ে যে বিতর্ক শুরু হয়েছে, তা নিয়ে আদালতের পর্যবেক্ষণ দেশের কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক নিয়ে নতুন করে আলোচনা তৈরি করেছে। এছাড়াও দিল্লির পরিবেশগত সংকটও প্রতিদিনের শিরোনামে। বায়ুদূষণ, জলসংকট, গ্রীষ্মে অসহনীয় তাপপ্রবাহ;এইসব নিয়ে শহরের নাগরিকরা যেমন উদ্বিগ্ন, তেমনি পরিবেশবিদরাও ক্রমাগত সতর্ক করছেন। প্রতিবারই দূষণমুক্ত দিল্লি গঠনের কথা উঠলেও বাস্তবে সমস্যার তেমন কোনও স্থায়ী সমাধান দেখা যাচ্ছে না। গাছ কাটা, নির্মাণকাজ, যানবাহনের অতিরিক্ত চাপ; সব মিলিয়ে রাজধানী শহর আজ একটি পরিবেশগত বিপদের সামনে দাঁড়িয়ে। দিল্লির দিনলিপি থেকে বাদ যায় না মিডিয়ার ভূমিকাও। প্রতিটি মুহূর্তের খবরে চোখ রাখছে সংবাদমাধ্যম, তাদের ভাষ্যই তৈরি করছে জনমত। কিন্তু সেই মিডিয়াও আজ বিভাজিত। কেউ নিরপেক্ষতার দাবিতে যুক্ত, কেউ আবার পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে ঘেরা। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ নাগরিকদের জন্য সঠিক তথ্যের উৎস বেছে নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে। সোশ্যাল মিডিয়ার ভূমিকাও এখানে অনস্বীকার্য;খুব দ্রুত খবর ছড়ালেও তার সত্যতা যাচাইয়ের সুযোগ প্রায় নেই বললেই চলে। সব মিলিয়ে, দিল্লির দিনলিপি এক বহুরৈখিক বাস্তবতার দলিল। এখানে একইসঙ্গে রাজনীতি ও প্রতিবাদ, প্রশাসন ও আইন, পরিবেশ ও মিডিয়া, জনজীবন ও চিন্তার প্রতিচ্ছবি খুঁজে পাওয়া যায়। দিল্লি কেবল রাজধানী নয়, এক চলমান সংলাপ; যেখানে দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রতিদিনই নতুন প্রশ্ন উঠে আসে, নতুন মতামত তৈরি হয়, এবং নতুন পথ খোঁজার চেষ্টা চলে।

বিরাট কোহলির আকস্মিক বিদায়ে ক্রিকেটভক্তদের হৃদয়ে অপূরণীয় শূন্যতা

ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো বিরাট কোহলির আকস্মিক টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণায়। তিনি এমন একজন ক্রিকেটার, যিনি কেবল ব্যাট হাতে রানই করেননি, বরং ভারতীয় ক্রিকেটের মানসিক কাঠামোই বদলে দিয়েছেন। এই বিদায় শুধুমাত্র এক জন প্লেয়ারের খেলার মঞ্চ থেকে সরে যাওয়া নয়, বরং একটি যুগের অবসান। টেস্ট ক্রিকেটকে যখন বিশ্বজুড়ে ধীরে ধীরে পিছনের সারিতে ঠেলে দিচ্ছে সীমিত ওভারের ফরম্যাট, তখন বিরাট কোহলি ছিলেন এক অনন্য ব্যতিক্রম। তাঁর চোখেমুখে টেস্টের প্রতি এক অদম্য ভালোবাসা, অদম্য যুদ্ধের স্পৃহা এবং দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আগ্রহ দেখেছেন সকলে। তিনি প্রায় একাই নতুন প্রজন্মকে টেস্ট ক্রিকেটের প্রতি আগ্রহী করে তুলেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে ভারত জয় করেছে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট সিরিজ, ইংল্যান্ডেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে দারুণভাবে। এমন একজন যোদ্ধার হঠাৎ এই অবসর ঘোষণায় দেশজুড়ে একধরনের বিষন্নতা নেমে এসেছে। এই অবসরের পেছনে কারণ নিয়ে অনেক জল্পনা চলছে। কেউ বলছে শরীর আর টানতে পারছে না, কেউ বলছে পরিবারকে সময় দিতে চান কোহলি, কেউ আবার বলছেন মানসিক ক্লান্তি। তবে যাই হোক না কেন, একটি বিষয় স্পষ্ট; এই সিদ্ধান্ত খুব সহজে আসেনি। কোহলির চোখেমুখে, শরীরী ভাষায় সবসময় ফুটে উঠেছে প্রতিটি টেস্ট ম্যাচের প্রতি তাঁর আবেগ। টেস্ট ক্রিকেটকে ঘিরে তাঁর যেটুকু অঙ্গীকার ছিল, তা আজকের ক্রিকেটজগতের বাণিজ্যিক ধারা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বিরাট কোহলির টেস্ট ক্যারিয়ার কেবল পরিসংখ্যান দিয়ে বিচার করলে ভুল হবে। তাঁর আক্রমণাত্মক ব্যাটিং, শরীরী ভাষায় আত্মবিশ্বাস, মাঠে ফিল্ডিংয়ের ছন্দ, প্রতিপক্ষকে চাপে রাখার কৌশল; সব মিলিয়ে তিনি ছিলেন এক বলিষ্ঠ নেতা। কোহলি নেতৃত্ব পেয়েছিলেন এমন এক সময়ে, যখন ধোনির ক্যারিশমার পর খুঁজছিল ভারত নতুন দিশা। সেই শূন্যতা পূরণ করেছিলেন কোহলি নিজের স্বকীয়তায়। তাঁর সময়ে ভারত শুধু নিজেদের ঘরের মাঠেই নয়, বিদেশের কঠিন কন্ডিশনেও দাপট দেখিয়েছে। অবশ্য এই বিদায় এক অর্থে নতুন প্রজন্মের জন্য পথ খুলে দিলেও, তা যেনো ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে এক আবেগঘন বিচ্ছেদ। কোহলির অনুরাগীরা যেভাবে সামাজিক মাধ্যমে বিদায় জানাচ্ছেন, তা দেখে বোঝা যায় কতটা গভীরভাবে তাঁর প্রভাব ছিল মানুষের হৃদয়ে। তাঁর প্রতিটি শতরান, প্রতিটি জয়, প্রতিটি স্লেজিং মুহূর্ত হয়ে থাকবে স্মৃতির পাতায়। কোহলির টেস্ট ক্যারিয়ারের সবচেয়ে উজ্জ্বল দিক হলো, তিনি একজন ‘চেজার’ নন, বরং একজন ‘চেঞ্জার’। তিনি পরিসংখ্যানের পিছনে দৌড়াননি, বরং প্রতিটি ম্যাচে দলকে কীভাবে জেতানো যায়, সেই ভাবনাই তাঁকে চালিত করেছে। একসময় যখন অনেক ক্রিকেটার টেস্ট থেকে দূরে সরে গেছেন আইপিএল বা একদিনের ক্রিকেটে বেশি মনোযোগ দিয়ে, তখন কোহলি টেস্টকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি ছিলেন সেই বিরল ক্রিকেটার, যিনি বলে গেছেন, ‘টেস্ট ক্রিকেটই ক্রিকেটের আসল ফরম্যাট।’ কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়;এমন একজন যোদ্ধার অবসর কি কেবল ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত, না কি এর পেছনে আরও গভীর কিছু কারণ আছে? ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে কিংবা টিম ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে কোনও মন্তব্য না আসায় জল্পনা বাড়ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কোহলির এই সিদ্ধান্ত ক্রিকেট প্রশাসনের মধ্যে থাকা কিছু অদৃশ্য চাপের ফল হতে পারে। আবার কেউ কেউ মনে করছেন, দীর্ঘদিন পরিপূর্ণ ফর্মে না থাকার হতাশাও এই সিদ্ধান্তের নেপথ্যে থাকতে পারে। যাই হোক, বিরাট কোহলি নিজের ক্রিকেটীয় জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছেন, তিনি কেবল এক ব্যাটসম্যান নন, বরং এক আন্দোলনের প্রতীক। তিনি মাঠে নেমেছেন জেতার জন্য, আত্মসমর্পণ তাঁর অভিধানে ছিল না। এমন একজন ক্রীড়াবিদের টেস্ট ক্রিকেট থেকে সরে যাওয়া নিঃসন্দেহে ভারতের জন্য বড় ধাক্কা। তবে তাঁর প্রভাব, তাঁর শিক্ষাগুলো আগামী প্রজন্মের ক্রিকেটারদের অনুপ্রেরণা জোগাবে। শেষ পর্যন্ত, টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে বিরাট কোহলির নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এই সিদ্ধান্ত হয়তো তার সময়ের বাস্তবতা, কিন্তু তাঁর স্মৃতি রয়ে যাবে ক্রিকেটভক্তদের অন্তরে চিরকাল। একদিন যখন কোনো তরুণ ক্রিকেটার বলে উঠবে, ‘আমি বিরাট কোহলিকে দেখে টেস্ট ক্রিকেটে আগ্রহ পেয়েছিলাম,’ তখনই বোঝা যাবে, তাঁর এই বিদায় সত্যিই এক যুগের সমাপ্তি।

অনুকুলচন্দ্রের বাণী

শাশ্বতী

আদর্শনিষ্ঠ উদ্যম, যা'দের চরিত্রে উদ্দাম হয়েই থাকে, সিদ্ধান্তমুখর কথাই তা'দের স্বতঃপ্রতিজ্ঞ, প্রচেষ্টাপরায়ণ, সিদ্ধিপ্রসূ, আর, এই-ই তা'দের মোক্ষম পরিচয় ; এমন লোক যদি পাও; বাজিয়ে নিও; দেখো কেমন। শান্তি ও সৌহার্দ্যের ধান্ধাই যা'দের পরিচালক; বুঝে নিও তা'রা ঢের খাঁটি;অন্তঃকরণে; আর, উল্টো যা'দের প্রবৃত্তি; কথা ও ব্যবহার তা'দের যতই উপাদেয় হোক; সন্দেহ ক'রো, বুঝো, আর, সে-চলনেও বিরত থেকো,- এড়াবে অনেক জঞ্জাল। পা'ক বা না পা'ক দেওয়ার ধান্ধায় যে উৎফুল্ল, অক্লান্ত,; দেওয়ায় যা'র উপচানী ঝোঁক, দিয়ে সার্থক আত্মপ্রসাদ উপভোগ করে অবিচ্ছিন্ন অটুট দায়িত্ব যা'র সানন্দ এবং সক্রিয়; অন্য বিষয়ে যেমনি হোক না কেন; আদর যা'তে স্বতঃস্ফূর্ত্ত; সে-মানুষ তোমার গৌরবের। যা'র চলন-বলন এমনতরই- আদৃত না হ'য়েই পারে না, তৃপ্ত ও দীপ্ত হ'য়ে ওঠে সে সৌন্দর্য্যে।

নীরব বিপর্যয় বিশ্বজুড়ে কীটপতঙ্গের সংখ্যা হ্রাস এবং জীববৈচিত্র্যের আশঙ্কাজনক সংকট

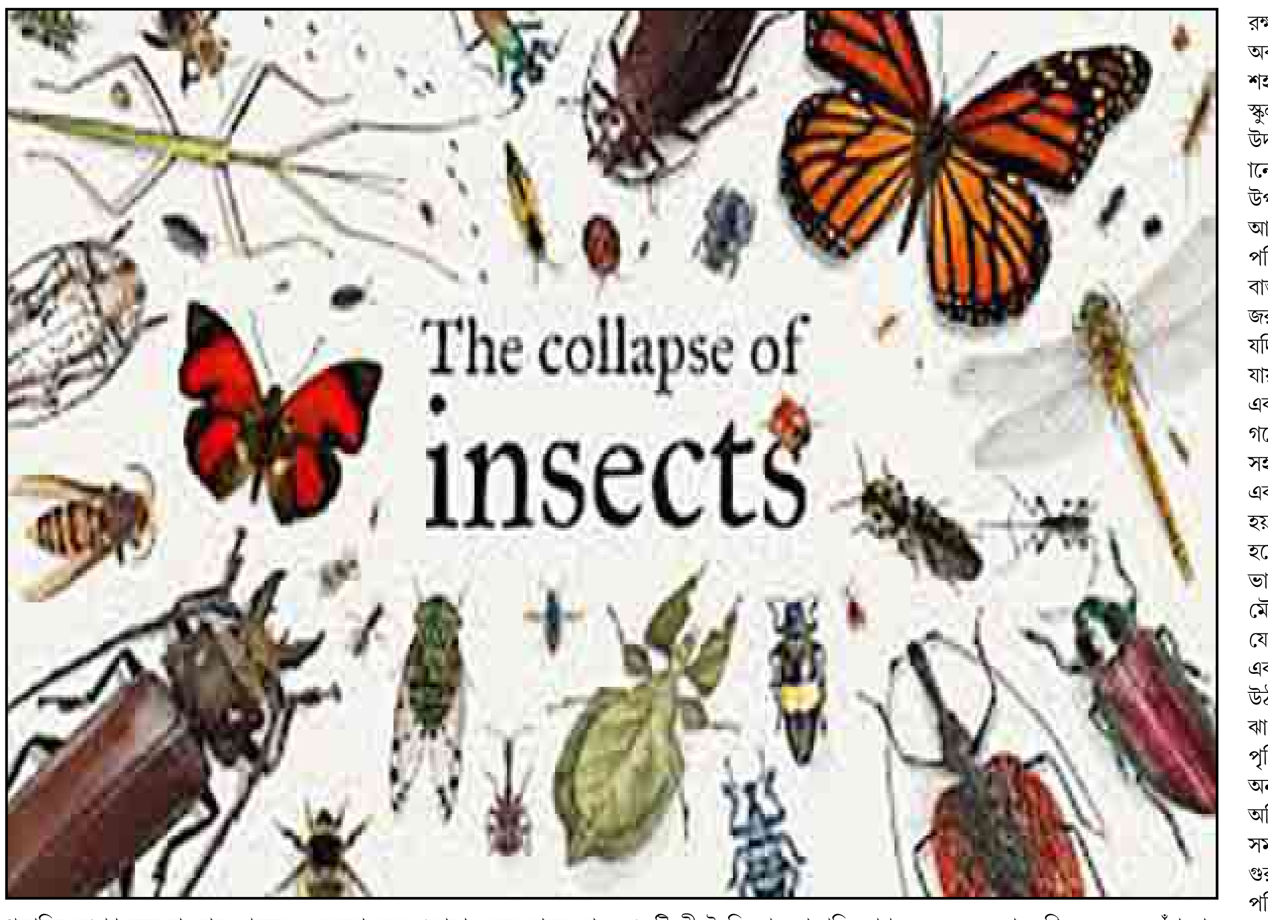

এই পৃথিবী শুধুই মানুষের জন্য নয়; এটি কোটি কোটি জীবের সম্মিলিত বসবাসের স্থান। কিন্তু ধীরে ধীরে এক ভয়াবহ নিঃশব্দ বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বিশ্ব কীটপতঙ্গের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে কমে যাচ্ছে। পাখির কিচিরমিচির নেই, ফুলে পরাগ পড়ছে না, মাঠে-ঘাটে শূন্যতা। বিশ্বজুড়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা বলছে, গত কয়েক দশকে কীটপতঙ্গের সংখ্যা ব্যাপক হারে কমেছে, এবং এই ধারা অব্যাহত থাকলে শুধু প্রাকৃতিক খাদ্যচক্র নয়, মানব সভ্যতাও বিপদের মুখে পড়বে। একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, বিশ্বজুড়ে প্রায় ৪০% কীটপতঙ্গ প্রজাতি বিলুপ্তির মুখোমুখি। প্রজাপতি, মৌমাছি, পিঁপড়ে, বিটলস, ফড়িং, এমনকি মশাও; যারা আমাদের চিরপরিচিত, তারা অনেক এলাকায় হারিয়ে যাচ্ছে। এই প্রক্রিয়া দ্রুত, নিরব এবং প্রায় অদৃশ্যভাবে ঘটছে, যার জন্য একে ‘নীরব বিপর্যয়’ বলা হচ্ছে। অথচ এই ক্ষুদ্র প্রাণীরাই জীববৈচিত্র্য রক্ষার মূল চাবিকাঠি। মূলত কৃষিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার, কীটনাশক, এবং ক্রমাগত বন উজাড় ও নগরায়নের কারণে এসব কীটপতঙ্গের প্রাকৃতিক বাসস্থান ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। মৌমাছির মতো পরাগবাহী পোকামাকড়ের উপর নির্ভর করেই দাঁড়িয়ে আছে আমাদের খাদ্য উৎপাদনের একটি বিশাল অংশ। গবেষণায় বলা হয়েছে, বিশ্বের ৭৫% খাদ্য ফসল পরাগায়নের জন্য নির্ভর করে এই কীটপতঙ্গগুলোর ওপর। সেই মৌমাছি যদি না থাকে, তবে আপেল, কফি, বাদাম, এমনকি ধান বা গম উৎপাদনেও মারাত্মক প্রভাব পড়বে। কীটপতঙ্গের হ্রাসের পরিণতি শুধুমাত্র কৃষিতে সীমাবদ্ধ নয়। খাদ্যচক্রের পরবর্তী ধাপে যারা আছে;যেমন পাখি, ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণী কিংবা মাছ; তাদের জীবনধারাও বিপন্ন হয়ে পড়ছে। একাধিক পাখির প্রজাতির সংখ্যা কমে যাওয়ার পেছনে প্রধান কারণ হিসেবে দেখা যাচ্ছে খাদ্য সংকট, যা মূলত পোকামাকড়ের হ্রাসের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃতির জৈবিক সমতা ভেঙে গেলে তা পরিবেশের উপর দীর্ঘমেয়াদী ও অপূরণীয় ক্ষতি ডেকে আনবে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক জলবায়ু পরিবর্তন। তাপমাত্রার পরিবর্তন, অপ্রত্যাশিত মৌসুমী বর্ষণ, খরা অনেক ক্ষেত্রেই কীটপতঙ্গের জীবনচক্রে বড় ধরণের বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। কিছু প্রজাতি হয়তো অন্য এলাকায় চলে যাচ্ছে বা অভিযোজিত হচ্ছে, কিন্তু অধিকাংশ ছোট কীটপতঙ্গ এমন পরিবর্তন সহ্য করতে না পেরে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আমরা যে শহরে থাকি, যে সবজি খাই, যে ফলের স্বাদ উপভোগ করি; তার প্রতিটি স্তরেই এই ক্ষুদ্র প্রাণীদের অবদান অবিচ্ছেদ্য। কিন্তু আজ আমরা কেবল নিজেদের স্বার্থে প্রকৃতিকে ব্যবহার করছি, তাকে ধ্বংস করছি, এবং সেইসঙ্গে নিজের পায়ের নিচের মাটিও কেটে ফেলছি। এই সংকট শুধু একটি জীববৈচিত্র্যগত বা পরিবেশগত সমস্যা নয়; একটি আর্থ সামাজিক সংকটও। কীটনাশকের ব্যবহার, বিশেষত নিওনিকোটিনয়েড জাতীয় রাসায়নিক, মৌমাছি সহ অনেক উপকারী পোকামাকড়ের মৃত্যুর কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এই সব রাসায়নিকের উপর কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে, কিন্তু বিশ্বের অন্যান্য অংশে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এখনো ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কৃষকেরা যেমন তাৎক্ষণিক ফসল বাঁচানোর জন্য এগুলো ব্যবহার করছেন, তেমনি দীর্ঘমেয়াদে তারা নিজের কৃষিভিত্তিক ভবিষ্যৎ ধ্বংস করছেন। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ হলো সচেতনতা ও সমন্বিত উদ্যোগ। সরকার, কৃষক, বিজ্ঞানী এবং সাধারণ নাগরিক;সবারই এ বিষয়ে দায়িত্ব রয়েছে। জৈব কৃষিচর্চা, পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে উৎপাদন, কীটনাশকের সীমিত ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার, এবং প্রাকৃতিক বাসস্থান রক্ষার মাধ্যমে আমরা অন্তত এই অবক্ষয়কে মন্থর করতে পারি। শহরে ঘরের ছাদে, বারান্দায় বা স্কুল-কলেজে ছোট ছোট পরাগবান্ধব উদ্যান গড়ে তুলতে পারি, যেখানে মৌমাছি, প্রজাপতি ও অন্যান্য উপকারী পোকামাকড় আবার ফিরে আসতে পারে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য নিয়ে বাস্তবভিত্তিক পাঠ অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি। শিশুদের ছোটবেলা থেকেই যদি এই প্রাণীগুলোর গুরুত্ব বোঝানো যায়, তবে তারা আগামী দিনের একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে, যারা প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থান শিখবে, শাসন নয়। একটি ছোট পতঙ্গের হারিয়ে যাওয়া হয়তো এখন বড় কিছু মনে না-ও হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতির জটিল ভারসাম্যে প্রতিটি কণাই গুরুত্বপূর্ণ। মৌমাছির গুঞ্জন থেমে গেলে শুধু যে মধু পাওয়া বন্ধ হবে তা নয়, একটি খাদ্য ব্যবস্থার ভিত কেঁপে উঠবে। এক প্রজাপতির ডানার ঝাপটায় যেমন বদলে যেতে পারে পৃথিবীর জলবায়ু, তেমনি তার অনুপস্থিতিতেও ঘটতে পারে অচিন্তনীয় বিপর্যয়। সুতরাং এখনই সময়;এই নিঃশব্দ সংকেতকে গুরুত্ব দিয়ে আমাদের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনার। প্রকৃতির প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা আছে, এবং সেই দায়িত্ব পালনে দেরি করলে মাশুল দিতে হবে আমাদেরই; জল, হাওয়া, খাদ্য ও ভবিষ্যৎ দিয়ে। একটা পৃথিবী আমরা পেয়েছি, আরেকটা নেই। তাই আজকের এই গম্ভীর নিস্তব্ধতা যেন কাল হয়ে না দাঁড়ায় এক চরম নিঃসঙ্গতায়। ক্ষুদ্র পোকামাকড়ের অস্তিত্ব রক্ষা মানেই বৃহৎ পৃথিবীর টিকে থাকার নিশ্চয়তা। এই নীরব বিপর্যয়কে আর অবহেলা নয়; এখনই সময় সজাগ হবার।

মুহাম্মদ ইউনুসের অতীত ও বর্তমান বাংলাদেশের ভবিষ্যতের এক নীরব প্রতিচ্ছবি

মুহাম্মদ ইউনুস; বাংলাদেশের গর্ব, নোবেল শান্তি পুরস্কারপ্রাপ্ত এক মনীষা, যাঁর নাম শুধু দেশে নয়, ছড়িয়ে আছে বিশ্বের নানা প্রান্তে। ‘গ্রামীণ ব্যাংক’ প্রতিষ্ঠা করে দারিদ্র্য বিমোচনের যে বিকল্প পথ তিনি দেখিয়েছিলেন, তা এক সময় বিশ্ব অর্থনীতির শিক্ষাগ্রন্থে স্থান করে নিয়েছিল। কিন্তু আজ, সেই মানুষটি নিজ দেশে বিচারের কাঠগড়ায়। সরকার, আদালত ও রাজনৈতিক পরিসরে তাঁকে নিয়ে চলা বিতর্ক শুধু ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, এটি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের নৈতিকতা, ভবিষ্যতের উন্নয়নধারা এবং গণতান্ত্রিক পরিপক্কতারও প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে। মুহাম্মদ ইউনুসের অতীত এক গৌরবময় অধ্যায়। ১৯৭৬ সালে গ্রামীণ ব্যাংকের সূচনা হয় ছোট ঋণের (microcredit) ধারণা দিয়ে। তাঁর তত্ত্ব ছিল সহজ;দারিদ্র্য দূর করতে দরিদ্রকে ঋণ দিন, যাতে সে আত্মনির্ভর হতে পারে। পুঁজিবাদের বাইরে দাঁড়িয়ে, সামাজিক ব্যবসার এক নতুন দিগন্ত তিনি উন্মোচন করেছিলেন। এই মডেল সারা বিশ্বে অনুকরণীয় হয়ে ওঠে। ইউনুস পেয়েছেন নোবেল শান্তি পুরস্কার, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল, ভারতের ইন্দিরা গান্ধী শান্তি পুরস্কারসহ বহু আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। অথচ আজ সেই ব্যক্তিকে কর ফাঁকি, শ্রম আইন লঙ্ঘন এবং দুর্নীতির অভিযোগে তদন্ত ও বিচারের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। প্রশ্ন উঠে; এই বিচারের নেপথ্যে কি শুধুই আইনের দৃষ্টিকোণ, নাকি তার পেছনে রয়েছে রাজনৈতিক অস্বস্তি ও প্রতিহিংসা? ইউনুস এক সময় ‘তত্ত্বাবধায়ক সরকার’ ঘিরে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে আলোচিত হন। তাঁর জনপ্রিয়তা অনেকের জন্য এক প্রকার অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সরকারপ্রধানের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্বও লোকচক্ষুর আড়াল ছিল না। এমন প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্র যখন তার বিরুদ্ধেই একাধিক মামলা ও তদন্তে এগিয়ে যায়, তখন নিঃসন্দেহে প্রশ্ন ওঠে; রাষ্ট্র কি কেবল বিচারের রাস্তায় হেঁটেছে, না কি প্রতিদ্বন্দ্বিতার মঞ্চে প্রতিহিংসার খেলায় নেমেছে? বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতায় এ রকম একটি বিতর্ক একজন ব্যক্তির চেয়েও বেশি কিছু বোঝায়। এটি দেখিয়ে দেয় রাষ্ট্র কতটা উদার, কতটা সহনশীল এবং কতটা আত্মবিশ্বাসী। একটি পরিণত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যেমন ভিন্নমতকে সম্মান করে, একজন সমালোচককেও ধারণ করে, ঠিক তেমনই একটি অপরিণত রাষ্ট্র সমালোচনার মুখ বন্ধ করতে চায়, অতীতের গৌরবকে বর্তমানের ব্যাঘাত হিসেবে দেখে। মুহাম্মদ ইউনুসের ক্ষেত্রটি বাংলাদেশের এই রাজনৈতিক-সামাজিক দ্বন্দ্বেরই প্রতিচ্ছবি। তবে এই বিতর্কে শুধু রাজনীতি নেই, আছে নৈতিক প্রশ্নও। যদি সত্যিই আইন লঙ্ঘিত হয়ে থাকে, যদি শ্রমিকদের অধিকার খর্ব করা হয়ে থাকে, তাহলে তদন্ত ও বিচার অবশ্যই হওয়া উচিত;তবে তা নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ এবং মর্যাদাসম্পন্ন পদ্ধতিতে। একজন নোবেল বিজয়ীর প্রতি যতটুকু সম্মান ও সৌজন্য প্রাপ্য, তা অস্বীকার করলে রাষ্ট্র শুধু তাকে অপমান করে না, বরং নিজের মানবিক ভিত্তিকেও আঘাত করে। অন্যদিকে, এই পরিপ্রেক্ষিতে দেশের ভবিষ্যতের দিকেও তাকানো জরুরি। বাংলাদেশের অর্থনীতি যেমন পরিণতির দ্বারপ্রান্তে, ঠিক তেমনি নৈতিকতার প্রশ্নেও দাঁড়িয়ে আছে এক সন্ধিক্ষণে। একদিকে বৈদেশিক বিনিয়োগের আকাঙ্ক্ষা, রপ্তানি বাজারে প্রতিযোগিতা, উন্নয়নের ধারাবাহিকতা; অন্যদিকে গণতন্ত্র, মানবাধিকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং আইনের শাসন। এই দুই বিপরীত স্রোতের মাঝে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্র যদি নিজের বিবেক হারিয়ে ফেলে, তবে উন্নয়নের অঙ্ক মিললেও ভবিষ্যতের ভিত্তি হয়ে উঠবে শূন্যে দাঁড়ানো এক কাঠামো। মুহাম্মদ ইউনুস এই দেশকে যা দিয়েছেন, তা নিছকই আর্থিক অবদান নয়। তিনি দেশের ভাবমূর্তি, নাগরিক সমাজের আত্মবিশ্বাস এবং মানবিক উদ্যোগের বিশ্বদরবারে পরিচয় তৈরিতে বড় ভূমিকা রেখেছেন। তাঁর গড়ে তোলা ধারণাগুলো বাংলাদেশকে চিনিয়েছে ভিন্ন এক চোখে; যেখানে দারিদ্র্য সত্ত্বেও সম্ভাবনা আছে, যেখানে জনসাধারণের মাঝে লুকিয়ে আছে উদ্ভাবন। এই মুহূর্তে ইউনুসের চারপাশে যেভাবে একটি বিচার-নির্ভর আবহ তৈরি হচ্ছে, তা অনেকাংশে আশঙ্কাজনক। কারণ একে ঘিরে যেভাবে মতবিরোধীদের ওপর আক্রমণ হচ্ছে, বিদেশি বুদ্ধিজীবীদের বিবৃতিকে রাষ্ট্রদ্রোহী তকমা দেওয়া হচ্ছে, তা আসলে রাষ্ট্রের আত্মবিশ্বাসহীনতা প্রকাশ করে। দেশের ভবিষ্যত তখনই সুদৃঢ় হবে, যখন সমালোচনাকে ভয় না পেয়ে তা গ্রহণ করার শক্তি রাষ্ট্রের থাকবে। বাংলাদেশের ভবিষ্যত এখন এক জটিল চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে। উন্নয়নের গতি আছে, পরিকাঠামো গড়ে উঠছে, বৈশ্বিক স্বীকৃতি মিলছে; কিন্তু প্রশ্ন হলো, এর সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক পরিপক্কতা, নৈতিক মানদণ্ড ও উদারচিন্তার যে ভিত্তি থাকা উচিত, তা কি একই তালে এগোচ্ছে? মুহাম্মদ ইউনুসকে ঘিরে যে বিতর্ক চলছে, তা শুধুমাত্র এক ব্যক্তির নয়;এটি এক দেশের চিন্তার পরিসর, মূল্যবোধ এবং পরিণত রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিত যাচাইয়ের একটি বড় পরীক্ষা। তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত অভিযোগ থাকলে অবশ্যই তা বিচারাধীন হওয়া উচিত। কিন্তু সেই বিচার যেন হয়ে ওঠে এক রাষ্ট্রের মানবিক, নিরপেক্ষ ও আত্মবিশ্বাসী চেহারার প্রতিফলন। তা না হলে বাংলাদেশের ইতিহাসে ইউনুসকে দোষী না করে রাষ্ট্রকেই অভিযুক্ত হিসেবে দেখাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। একজন মানুষ, যিনি দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিয়েছিলেন শিক্ষা ও অর্থনীতিকে হাতিয়ার করে, যিনি গোটা বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন, তাঁকে যদি আমরা সম্মানের সঙ্গে বিচার করতেও অক্ষম হই, তবে আমরা উন্নয়নের কোনও উঁচু ভবন তৈরি করলেও, তার ভিত্তি থেকে যাবে ক্রমশ দুর্বল। বাংলাদেশের ভবিষ্যত নির্ধারণ করবে তার অতীতের গৌরবকে কীভাবে সে মনে রাখে, এবং বর্তমানের দ্বিধাগুলোকে সে কীভাবে সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করে। মুহাম্মদ ইউনুস সেই ভবিষ্যতের এক দর্পণ, যাকে উপেক্ষা করার অর্থ আত্মপরিচয় হারানো। রাষ্ট্র যদি তা বুঝে, তবে ভবিষ্যতও তাকে স্মরণে রাখবে মর্যাদার সঙ্গে।

সরকারের নীতির অপ্রত্যাশিত সুফল — নীরব পরিবর্তনের ব্যতিক্রমী দলিল

সরকারি নীতি বা প্রকল্পের প্রভাব আমরা সাধারণত দেখি তার সরাসরি ও পরিকল্পিত ফলাফলের মধ্য দিয়ে। কিন্তু ইতিহাস বারবার প্রমাণ করেছে, অনেক সময় কিছু নীতিগত সিদ্ধান্ত কিংবা সরকারি প্রকল্প অপ্রত্যাশিতভাবে এমন কিছু সুফল নিয়ে আসে, যা নীতিনির্ধারকদের প্রাথমিক পরিকল্পনার মধ্যেই ছিল না। এই অজানা সুফলগুলো কখনও সমাজকে নতুন দিক দেখিয়েছে, কখনও বা দীর্ঘস্থায়ী ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। কিছু নীতির ক্ষেত্রেও দেখা গেছে, শুরুতে বিতর্কিত হলেও দীর্ঘমেয়াদে তা হয়ে উঠেছে অভূতপূর্ব সাফল্যের উদাহরণ। একটা উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল ভারতের স্বচ্ছ ভারত অভিযান। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল খোলা জায়গায় শৌচকর্ম বন্ধ করে দেশে একটি পরিচ্ছন্নতা সংস্কৃতি গড়ে তোলা। কিন্তু এই নীতির ফলশ্রুতিতে শুধু পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি পায়নি, বরং মহিলাদের নিরাপত্তা, স্কুলে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়নেও ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। অনেক গ্রামে মহিলা শিক্ষার্থীদের স্কুল ছাড়ার অন্যতম কারণ ছিল টয়লেটের অভাব। এই প্রকল্প সেই সমস্যা নিরসনে অপ্রত্যাশিত সমাধান হয়ে দাঁড়ায়। আবার ধরা যাক বাংলাদেশের ‘ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ’ প্রকল্পের কথা। এই প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া। এর ফলে শুধু রাতের অন্ধকার দূর হয়নি, বরং গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা হয়েছে। নতুন নতুন ক্ষুদ্র ব্যবসা গড়ে উঠেছে, নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা বেড়েছে, এবং শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার পরিবেশ উন্নত হয়েছে। এই সব সুফল প্রকল্পের নকশায় হয়তো প্রাথমিকভাবে বিবেচিত ছিল না, কিন্তু বাস্তবের পরীক্ষায় তা আশাতীত ফল দেখিয়েছে। সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থাও অনেক সময় অপ্রত্যাশিত ফল দিয়েছে। ভারতের ‘পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম’ (PDS) চালু হয়েছিল দরিদ্র জনগণের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে। কিন্তু এটি একটি সামাজিক বুননের উপাদান হিসেবেও কাজ করেছে। গ্রামীণ অঞ্চলে খাদ্য নিয়ে অসন্তোষ, ক্ষুধার কারণে বিক্ষোভ বা সামাজিক বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা এই ব্যবস্থার কারণে অনেকাংশে কমে এসেছে। একইভাবে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ‘প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা’ নামে বিনামূল্যে খাদ্য বণ্টনের উদ্যোগ কেবল অভুক্ত মানুষের ক্ষুধা মেটায়নি, বরং সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সাহায্য করেছে। চীনেও এমন উদাহরণ রয়েছে। সেদেশের ‘এক সন্তান নীতি’ দীর্ঘমেয়াদে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করলেও, তার এক অপ্রত্যাশিত সুফল হলো শিক্ষিত নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি। পরিবারে একটি মাত্র সন্তানের উপর গুরুত্ব বেশি থাকায় মেয়েদের শিক্ষায় বিনিয়োগ বেড়েছে। ফলে কর্মজীবনে নারীর অংশগ্রহণও উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। যদিও এ নীতির অনেক নেতিবাচক দিকও রয়েছে, কিন্তু তার কিছু ইতিবাচক দিক ছিল অপ্রত্যাশিতভাবে প্রভাবশালী। আরেকটি বিস্ময়কর ফলাফল দেখা গেছে ভারতের ‘জন ধন যোজনা’র ক্ষেত্রে। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল সর্বসাধারণকে ব্যাংকিং ব্যবস্থার আওতায় আনা। এর ফলে শুধু আর্থিক অন্তর্ভুক্তিই ঘটেনি, বরং ডিজিটাল অর্থনীতির প্রসারে এটি অন্যতম ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। অনেক মানুষ, যারা আগে ব্যাংকিং ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানতেন না, আজ তারা মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবহার করছেন। এই নীতির কারণে ডিজিটাল লেনদেন যেমন গ্রামীণ ভারতেও জনপ্রিয় হয়েছে, তেমনি নগদের প্রবাহ কমে যাওয়ায় কর আদায়ের পরিমাণও বেড়েছে। মাঝেমধ্যে যুদ্ধকালীন বা সংকটকালীন পরিস্থিতিতেও নেওয়া কিছু সরকারি সিদ্ধান্ত পরে দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় আমেরিকায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে নারীদের শ্রমবাজারে অন্তর্ভুক্তির কথা। পুরুষদের সামরিক বাহিনীতে যোগদানের ফলে শিল্পক্ষেত্রে নারীদের কাজের সুযোগ তৈরি হয়েছিল। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেও সেই ধারা থেমে যায়নি, বরং নারীর শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ আমেরিকার অর্থনীতিতে এক যুগান্তকারী রূপান্তর ঘটিয়েছিল। সরকারি নীতির এই অপ্রত্যাশিত সুফলগুলো আমাদের এক গভীর বার্তা দেয়;যে প্রতিটি নীতির বহুমাত্রিক ফলাফল হতে পারে। নীতির পরিকল্পকরা অনেক সময় সরল পথ ধরে কোনও লক্ষ্য নির্ধারণ করেন, কিন্তু সমাজে তার প্রতিক্রিয়া অনেক জটিল ও বিস্তৃত হতে পারে। তাই নীতি তৈরির সময় কেবল উদ্দেশ্য নয়, বরং সম্ভাব্য প্রভাব, পারিপার্শ্বিকতা এবং বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপটও বিবেচনায় নেওয়া দরকার। এই সব অভিজ্ঞতা আমাদের আরও কিছু শিক্ষা দেয়। প্রথমত, একটি নীতিকে তাৎক্ষণিক ফলাফলের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করলে অনেক সময় তা ভুল প্রতিপন্ন হয়। অনেক সুফল ধীরে ধীরে এবং অনেকখানি অপ্রত্যাশিতভাবেই সামনে আসে। দ্বিতীয়ত, জনগণের অংশগ্রহণ ও মাঠপর্যায়ে সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি প্রকল্পের সীমানা ছাড়িয়ে সমাজে বৃহত্তর প্রভাব পড়তে পারে। এবং তৃতীয়ত, নীতির মাপকাঠি হতে হবে তার প্রভাবের বিস্তার;—দ্রষ্ঠ কেবল তার ঘোষিত উদ্দেশ্যের সাফল্য। এই প্রেক্ষাপটে, সরকার ও প্রশাসনের নীতিনির্ধারকদের আরও সংবেদনশীল ও দূরদর্শী হওয়া প্রয়োজন। একটি নীতির মাধ্যমে ঠিক কী ধরনের সামাজিক প্রতিক্রিয়া তৈরি হতে পারে, তা আগাম বোঝা না গেলেও, তার গতি ও গতিপথ পর্যবেক্ষণ করা জরুরি। সেইসঙ্গে, সুশীল সমাজ, গবেষক ও নাগরিকদের দায়িত্ব যে, তারা এই অপ্রত্যাশিত সুফলগুলোকে চিহ্নিত করবেন, তুলে ধরবেন এবং ভবিষ্যতের নীতিতে তার অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করবেন। পরিশেষে বলা যায়, অনেক সময় পরিবর্তন আসে যখন আমরা তার জন্য প্রস্তুত থাকি না। সরকারি নীতির এমন অনেক অপ্রত্যাশিত ফলাফলই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে সমাজ এবং প্রশাসনের সম্পর্ক অত্যন্ত জটিল, এবং সেই জটিলতার মধ্যেই ভবিষ্যতের সম্ভাবনার বীজ লুকিয়ে থাকে। একে বুঝে নেওয়া, অনুসন্ধান করা এবং যথাযথভাবে কাজে লাগানোই আমাদের কর্তব্য। কারণ একেকটি সরকারি সিদ্ধান্ত হতে পারে ভবিষ্যতের অজানা আশার আলো।

নওশাদ শিবিরে ফের রক্তক্ষরণ, চওড়া হাসি শওকতের!

আইএসএফ ছেড়ে টিএমসি-তে যোগদান শতাধিক কর্মীর

দুরন্ত বার্তা, ভাঙড়, ৮ জুনঃ বেজে গিয়েছে বিধানসভা ভোটের দামামা। যদিও বেশ কিছু সময় আগে থেকেই ভোটের জল মাপতে শুরু করে দিয়েছে সব দলই। এরইমধ্যে আবার

আবার কালীগঞ্জে হচ্ছে উপনির্বাচন। তাতেই যেন ভোটের উত্তাপ এক্কেবারে আরও চড়ে গিয়েছে। এবার এরইমধ্যে ভাঙড়ে রক্তক্ষরণ আইএসএফের। আইএসএফ ছেড়ে তৃণমূলে চলে গেলেন শতাধিক কর্মী। রবিবার সকালে ভাঙড়ের চালতাবেড়িয়া অঞ্চল থেকে প্রায় শতাধিক আইএসএফ কর্মী সমর্থক তৃণমূলে যোগদান করেন। প্রসঙ্গত, বিগত কয়েক মাসে ভাঙড়ে বারবার দেখা গিয়েছে দলবদলের ছবি। কখনও তৃণমূল থেকে আইএসএফে, আবার কখনও আইএসএফ থেকে তৃণমূলে। দলবদলের খেলা চলেছেই। তবে বিগত কয়েক মাসের ছবি বলছে দলবদলের খেলায় নওশাদকে গোল দিয়ে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত। এবার ফের আইএসএফে ধরিয়ে দিলেন ভাঙন। তৃণমূলের দাবি, ভাঙড় ২ ব্লকের চালতাবেড়িয়া অঞ্চল থেকে আইএসএফ কর্মীরা এলাকার উন্নয়নের স্বার্থেই তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। শওকত বলেন, ''কোনওরকম চাপ বা ভয় দেখিয়ে এদের দলে টানা হয়নি। স্বেচ্ছায় তারা তৃণমূলে এসেছেন।'' এরপরই আইএসএফের তুলোধনা করে বলেন, ''আইএসএফ ভাঙড়ে কোনও কাজ করতে পারেনি, এলাকার কোনও উন্নয়ন হয়নি। এমনকি বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীকেও এলাকায় দেখা যায় না। তাই আইএসএফ কর্মীরা এলাকার মানুষের স্বার্থেই তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন।'' এদিন পানাপুকুর গ্রামের ১৬৬ নম্বর বুথের দুই দাপুটে নেতা রেজাউল মোল্লা ও হাফিজুল মোল্লার নেতৃত্বে শতাধিক কর্মী তৃণমূলে যোগ দেয়। বলছে শাসকদলই। যদিও তৃণমূলের দাবি মানতে নারাজ আইএসএফ। আইএসএফের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ খারিজ করে জেলা পরিষদ সদস্য রাইনুর হক জানান, ওই বুথের সদস্য আজহারউদ্দিন আগেই তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন। হাফিজুল সক্রিয় কর্মী হলেও পারিবারিক ও জমি সংক্রান্ত বিবাদে জড়িয়ে গিয়েছিলেন। তাই পুলিশ ও তৃণমূলের চাপে তৃণমূলে যোগ দিয়েছে হাফিজুল। এতে তাদের ভোট ব্যাঙ্কে কোনও প্রভাবই পড়বে না বলে তাঁর মত। তাঁর আরও দাবি, ভোটের সময় এই ছেলেগুলই আইএসএফকে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী করবে।

কখনও পোস্টার ছেঁড়া, কখনও মাইক বন্ধ, কখনও আবার লোডশেডিং

শুভেন্দুর সভায় পদে-পদে বিপত্তি

দুরন্ত বার্তা, সন্দেশখালি, ৮ জুনঃ সন্দেশখালিতে বিজেপির সভায় পদে পদে বিপত্তি। তোরণ ভাঙা, বিরোধী দলনেতার পোস্টার ছেঁড়ার অভিযোগ। তারপর আবার সভায় লোডশেডিং। শুধু তাই নয়, সভার মঞ্চেই বারবার বন্ধ হয়ে গেল লাউড স্পিকার। সব কিছুর পিছনে তৃণমূলের মদত রয়েছে এমনটাই অভিযোগ শুভেন্দুর। এ দিন, শুভেন্দু দাবি করেন, এই দুস্কৃতীদের মাথায় হাত রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এদের জব্দ করতে গেলে বিজেপি-কে ক্ষমতায় আনতে হবে। বিরোধী দলনেতা বলেন, ''গোটা রাজ্যের হিন্দুদের একত্রিত হওয়ার আবেদন করব। কারণ হিন্দুরা যদি একত্রিত না হলে আপনারা বাঁচতে পারবেন না। বাংলাদেশ আপনাদের কাছেই। সেখানে কীভাবে হিন্দু নির্যাতন হচ্ছে দেখুন।'' এখানেই শেষ নয়, আত্মবিশ্বাসী শুভেন্দু পরিস্কার বলেন, ''এই সব করে হয় না।'' প্রসঙ্গত, আজ রবিবার শুভেন্দু অধিকারীর সভা ছিল সন্দেশখালিতে। সেই কারণেই একটি তার ছবি দেওয়া একটি বড় তোরণ তৈরি করা হয়। সেই গেটটি ছবি ছিঁড়ে ফেলা হয়। যদিও, বিরোধী দলনেতা যাওয়ার আগে এই গেটটি ঠিক করে দেওয়া হয়। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, ইচ্ছাকৃতভাবে রাতের বেলা এইসব করা হয়েছে। এমনকী এ দিন যখন শুভেন্দু মঞ্চে ওঠে তার আগে লোডশেডিং হয়ে যায়। জেনারেটরও ঠিক ভাবে কাজ করেনি। এমনকী বিরোধী দলনেতা বক্তৃতা চালাকালীন কখনও মাইক বন্ধ হয়ে গিয়েছে, কখনও বা বক্স বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এ দিকে, এ প্রসঙ্গে শওকত মোল্লা

বলেন, ''তৃণমূলের উপর দোষ দিয়ে লাভ নেই। এটা ওদেরই গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব। একদিকে দিলীপ ঘোষের গোষ্ঠী, অন্যদিকে শুভেন্দুরগোষ্ঠী। এখন তো মানুষ পোস্টার ছিঁড়ছেন। এরপর দেখবেন ওকেই ছিঁড়ে ফেলবে সন্দেশখালি থেকে। কারণ এখানে যে নোংরা খেলা খেলেছেন সেটা গোটা বাংলার মানুষ জানেন।''

আম বাগানের এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে রয়েছে বোমা, শান্তিপুরে হইচই

দুরন্ত বার্তা, শান্তিপুর, ৮ জুনঃ আম বাগানের ভিতরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে একাধিক তাজা বোমা। চরম আতঙ্কে এলাকাবাসী ও বাগান কর্মীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। ঘটনাটি নদিয়ার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত মেলের মাঠ পেয়ারা বাগান এলাকার। জানা গিয়েছে, নদিয়ার মাঠ পেয়ারা বাগান এলাকায় একটি আম বাগান রয়েছে। সেই আম

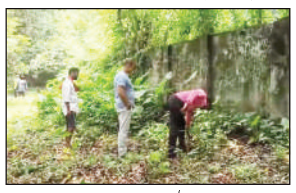

বাগানে সকাল থেকেই আমপাড়ার কাজ করছিলেন কয়েকজন কর্মী। ঠিক তখনই তাদের নজরে পড়ে আম গাছের তলায় বোমা পড়ে রয়েছে। শুধু আম গাছ নয়, আশপাশেও দেখেন আরও বোমা পড়ে রয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই বোমা গুলি সুতুলি বোমা এবং সকেট বোমা ছিল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে প্রশাসনে এসে বোমা গুলি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। তবে আম বাগানে এই বোমা থাকতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন লোকজন। কারা কোন উদ্দেশ্যে এই বোমাগুলি ফেলে রেখে গেল তা জানতে চাইছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এলাকাবাসী এবং বাগান কর্মীরা চাইছেন অবিলম্বে প্রশাসন তদন্ত শুরু করে দোষীদের চিহ্নিত করুক।

জালে ধরা পড়ল বড়সড় কচ্ছপ পাচার চক্র

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৮ জুনঃ কচ্ছপ সমেত এক কুখ্যাত বন্যপ্রাণী দেহাংশ বিক্রেতা ও তার সাগরেদকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতদের নাম নীলকান্ত রায় এবং দিলীপ ওড়াও। এদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় তিনটি বড় আকারের কচ্ছপ। গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের রবিবার দুপুরে অভিযুক্তদের পাকড়াও করে ৩টি কচ্ছপ উদ্ধার করে। ধৃত কুখ্যাত প্রানী দেহাংশ বিক্রেতা নীলকান্ত রায় জেরায় জানিয়েছে সে, এর আগেও গ্রেফতার হয়েছে। বিহার থেকে মাছের গাড়ি করে শিলিগুড়ি সুপার মার্কেটে এই কচ্ছপ গুলিকে আনা হয়। এরপর ৮০০ টাকা কিলো দরে পাইকারি

গ্রেফতার করে রাজগঞ্জের বেলাকোবা ফাঁড়ির পুলিশ। অপরদিকে গতকাল রাতে জলপাইগুড়ি বাবু ঘাটে করলা নদী থেকে উঠে আসে একটি ইন্ডিয়ান সফট শেল টার্টেল। পরিবেশ কর্মীরা সেটিকে উদ্ধার করে আবার নদীতে ছেড়ে দেয়। জেলার দুই প্রান্তে দুই চিত্র ধরা পড়ল। জানা গিয়েছে, রবিবার দুপুরে বেলাকোবা ফাঁড়ির ওসি অরিজিৎ কুণ্ডুর কাছে খবর আসে কচ্ছপের মাংস বিক্রি করা হবে। এই উদ্দেশ্যে কয়েকটি কচ্ছপকে বাজারের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। খবর পেয়ে স্থানীয় একটি চা বাগানের কাছে ফাঁদ পাতে পুলিশ। এরপর বিক্রি করা হয়। অভিযুকরা সেখান থেকে কিনে এনে চড়া দামে খোলা বাজারে বিক্রি করে। এদিন উদ্ধার হওয়া কচ্ছপ এবং ধৃতদের বৈকণ্ঠপুর বনবিভাগের বেলাকোবা রেঞ্জ অফিসার চিরঞ্জিত পালের হাতে তুলে দেয় পুলিশ আধিকারিক অভিজিৎ কুণ্ডু। অপরদিকে শনিবার রাতে জলপাইগুড়ি বাবু ঘাটে গল্প করছিলেন স্থানীয় পরিবেশ কর্মীরা। আচমকাই তাঁরা লক্ষ্য করেন, নদীর ঘাটে উঠেছে একটি ইন্ডিয়ান সফট শেল টার্টেল। সঙ্গে পরিবেশ কর্মী দীপাঞ্জন বক্সি সেটিকে পাকড়াও করে নদীতে ছেড়ে দেন।

নন্দীগ্রামে বিজেপি নেতা খুনে শাসক নেতৃত্বের জামিনের বিরোধিতা নয় কেন? উঠছে সেটিং তত্ত্বের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ৮ জুনঃ নন্দীগ্রামে দেবব্রত মাইতি খুনের মামলায় কিছু নেতার জামিনের বিরোধিতা নয় কেন! সেটিং তত্ত্বের অভিযোগ সিপিআইএমের। জমি আন্দোলনের পীঠস্থান নন্দীগ্রাম। আর সেই নন্দীগ্রামের শাসক ও বিরোধী আকচা আকচি চলে সব সময়। আর সেই নন্দীগ্রামেই ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটের আগে রাজনৈতিক বোঝাপড়া হচ্ছে অন্দরে! একুশেরভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনায় বিজেপি কর্মী খুনের মামলায় অভিযুক্তদের জামিনের বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টের নিহতের স্ত্রী আবেদন করেছেন বলে জানা গিয়েছে। আর সেখানেই বেশ কিছু শাসক নেতৃত্বের নাম বাদ দেওয়াতেই শুরু হয়েছে জোর গুঞ্জন। জানা যাচ্ছে, ২০২১ সালে বিধানসভা ভোট পরবর্তী হিংসায় নন্দীগ্রামের চিল্লগ্রামে বিজেপি কর্মী দেবব্রত মাইতিকে খুনের অভিযোগ ওঠে। ওই বছর ২মে বিধানসভা ভোটের ফল ঘোষণা হয়। আর ৩মে নন্দীগ্রাম ১ ব্লকের মহম্মদপুরের চিল্লগ্রামে বিজেপি কর্মী দেবব্রতকে মারধরের অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের লোকজনের বিরুদ্ধে। পুলিশ কিছু তৃণমূল কর্মীদের গ্রেফতারও করে। পরে সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার হন শেখ শাহবুদ্দিন, শেখ বাইতুল, শেখ হাবিবুল-সহ ২০ জন তৃণমূল নেতা। অভিযুক্ত আরও এক তৃণমূল নেতা শেখ সুফিয়ানকে সুপ্রিম কোর্ট রক্ষাকবচ পায়। আর আবু তাহের শীর্ষ আদালতের নির্দেশে হলদিয়া মহকুমা আদালতে আত্মসমর্পণ করলে জেল হয়। এখন প্রত্যেকেই জামিনে মুক্ত রয়েছেন। আর এই ঘটনায় মৃতের স্ত্রী কল্পনা মহাপাত্র মাইতি কিছু অভিযুক্তদের জামিনের বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন। দেখা যাচ্ছে, সেখানে বেশ কয়েকজন অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার জামিনের বিরোধিতা

করা হয়নি পরিবারের পক্ষে। ছাড়ের তালিকায় আবু তাহের, শেখ খুশনবিশ সহ চার-পাঁচ জনের নাম রয়েছে। কেন বেছে বেছে এই নেতাদের রেহাই দেওয়া হল? তবে কি তলে তলে কোনও বোঝাপড়া চলছে? গ্রীষ্মের উত্তাপ বাড়লেও নন্দীগ্রামে রাজনৈতিক টানাপোড়েন শাসকের অন্দরে কম নয়।

রায়গঞ্জে গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগ, প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা! পুলিশে জানতেই খোঁজ নেই অভিযুক্তের

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ৮ জুনঃ বারবার কুপ্রস্তাব-শ্লীলতাহানি। শেষে একা পেয়ে গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগ। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই চাঞ্চল্য দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়গঞ্জে। ইতিমধ্যেই এক প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই গৃহবধূ। অভিযোগ, আগেও একাধিকবার ওই মহিলাকে কুপ্রস্তাব দিয়েছিলেন ওই ব্যক্তি। তাঁর শ্লীলতাহানিরও চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ১৫ মে রাতে তাঁকে একা পেয়ে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। ঘটনার কথা কাউকে জানালে তাঁর স্বামীকে প্রাণে মেরে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। সেই ভয়েই শুরুতে ঘটনার কথা কাউকে জানাননি ওই গৃহবধূ। অভিযোগ, কুকর্ম করেও থেমে থাকেননি ওই ব্যক্তি। রবিবার সকালে ফের ওই মহিলার উপর চড়াও হন। অভিযোগ, গামছা জাতীয় কোনও জিনিস দিয়ে তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়।

তারপরই গোটা ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। খবর চাউর হতেই রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। ইতিমধ্যেই রায়গঞ্জ থানার দ্বারস্থ হয়েছেন ওই গৃহবধূ। দায়ের হয়েছে লিখিত অভিযোগ। অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছেন এলাকার বাসিন্দারা। অভিযোগ পেতেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মহিলার পাশাপাশি ঘটনাক্রম জানতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এলাকার বাসিন্দাদেরও। যদিও ঘটনার পর থেকে অভিযুক্তের আর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। জোরদার তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

বিজেপি নেত্রীকে যৌন ইঙ্গিত, অশ্লীল ভাষা, রেস্তোরাঁয় ডিনারে গিয়ে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা

নদিয়া, ৮ জুনঃ রাতে রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়েছিলেন। অভিযোগ সেখানেই যৌন হেনস্থার শিকার বিজেপির মহিলা জনপ্রতিনিধি। একজন মহিলা জনপ্রতিনিধি হয়েও যদি নিরাপত্তা না থাকে, তাহলে সাধারণ মহিলারা কোন ভরসায় বাড়ির বাইরে বের হবেন? তা নিয়েই প্রশ্ন তুলছেন তাঁরা। নদিয়ার শান্তিপুর থানা এলাকার ঘটনা। জানা গিয়েছে, শান্তিপুর থানার অন্তর্গত বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য শনিবার রাতে ডিনার করার জন্য তাঁর স্বামীকে নিয়ে ফুলিয়া স্টেশন সংলগ্ন একটি রেস্তোরাঁয় আসেন। এসে দেখেন চার যুবক সেখানে বসে রয়েছেন। ওই মহিলা জনপ্রতিনিধিকে সেখানে বসিয়ে রেখে পাশের একটি দোকানে থেকে জল কিনতে যায় তার স্বামী। ঠিক তখনই ওই মহিলাকে দেখে অশ্লীল ভাষা পয়োগ করতে থাকে অভিযুক্ত ওই চার যুবক। শুধু তাই নয, ওই মহিলাকে দেখে যৌন অঙ্গভঙ্গি দেখাতে শুরু করেন অভিযুক্তরা। অভিযোগ, তাঁর স্বামী রেস্তোরাঁর বাইরে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে এমনকী ওই মহিলার গায়ে হাতও দেয় অভিযুক্তরা। এরপর স্বামী ঘটনাস্থলে ফিরে আসলে বিষয়টি জানালে তার স্বামীর প্রতিবাদ করতে গেলে মারধর করেন অভিযুক্ত যুবকরা। এরপর চরম আতঙ্কে কোনও রকম ঘটনাস্থল থেকে বেরিয়ে আসে ওই জনপ্রতিনিধি এবং তাঁর স্বামী। শান্তিপুর থানায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত নেমে অভিযুক্তদের রাতেই আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে পুলিশ। বিজেপি নেত্রী বলেন, ''আমরা শপিং করতে গিয়েছিলাম। রাত হয়ে গিয়েছিল অনেকটা। সেই সময় রেস্তোরাঁয় খেতে ঢুকি। তখন চারটে ছেলে মদ্যপ অবস্থায় বসেছিল। আমার স্বামী কোল্ডড্রিঙ্ক-জলের বোতল আনতে গিয়েছিলেন। সেই সময় আমাকে উদ্দেশ্য করেনোংরা কথা বলছিল। আমার গায়ে হাত দেয়। আমার স্বামী এসে প্রতিবাদ করতেই তাকেও মারধর করে।''

নাবালিকাকে অস্ত্র দেখিয়ে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা, যুবককে ধরে ফেলল গ্রামবাসীরা

দুরন্ত বার্তা, ডোমজুড়, ৮ জুনঃ মামারবাড়ি থেকে ফিরছিল ১০ বছরের মেয়েটা। রাস্তা থেকেই তাঁকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা যুবকের। ধারাল অস্ত্র দেখিয়ে ভয় দেখানো হয় বলেও অভিযোগ। শেষে নাবালিকার চিৎকারেই ছুটে আসেন এলাকার লোকজন। লোকজন দেখেই চম্পট দেয় অভিযুক্ত যুবক। যদিও লাভ হয়নি। তাঁকে মুহূর্তেই ধাওয়া করে স্থানীয় বাসিন্দরা। ধরেও ফেলেন। শনিবার সন্ধ্যায় এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে ডোমজুড়ের থানা এলাকায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। খবর যায় পুলিশের কাছে। পুলিশ এসে অভিযুক্তকে আটক করে নিয়ে যায়। যদিও কিছু সময়ের মধ্যেই যুবকের পরিবারের সদস্যরা থানায় গিয়ে ওই যুবককে ছাড়িয়ে আনে। কেন পুলিশ তাঁকে ছেড়ে দিল তা নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়ে এলাকার লোকজন। কেন আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হল না সেই প্রশ্নও তোলা হয়। এরইমধ্যে নাবালিকার পরিবারের তরফ থেকে পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগও জানানো হয়। পুলিশ উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলেও এখনও পর্যন্ত ওই যুবককে গ্রেফতার করা হয়নি বলে জানা যাচ্ছে। এলাকার এক বাসিন্দা পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলছেন, ছেলেটাকে এলাকার লোকজনই ধরে রেখে পুলিশে খবর দিয়েছিল। পুলিশ পাকড়াও করে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর আবার ছেড়েও দেয়। এটা কেন হবে?

জলাভূমি বোজানোর অভিযোগ, একসঙ্গে সরব টিএমসি-বিজেপি দু'পক্ষই

দুরন্ত বার্তা, বনগাঁ, ৮ জুনঃ বনগাঁয় জলাভূমি ভরাটের অভিযোগ। আর জলাভূমি ভরাট হতেই সরব হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর। ব্যবস্থা না নিলে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি বিজেপিরও। বনগাঁ পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ঠাকুর পল্লীতে জলাভূমি ভরাটের অভিযোগ। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ পৌরসভার ন'নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বন্দনা দাস কীর্তনিয়া। তিনি অভিযোগ তোলেন, তাঁর ওয়ার্ডের ঠাকুর পল্লীতে একটি জলাভূমি কিনেছে দুই ব্যক্তি। তাঁরা এই জমি পরিবর্তনের জন্য কাউন্সিলরের কাছে নো অবজেকশন

চেয়েছিলেন। কিন্তু এই এলাকা বৃষ্টির সময় জলমগ্ন অবস্থায় থাকে বলে কাউন্সিলর নো অবজেকশন দেননি বলে দাবি। পৌরসভা থেকে জলাভূমি ভরাটের জন্য কোনও রকম অনুমতি ছাড়াই রবিবার সকালে জলাভূমি ভরাটের কাজ শুরু করে জমির মালিকরা। কাউন্সিলর ভিডিয়ো বার্তা দিয়ে দাবি করেন অবিলম্বে এই কাজ বন্ধ করার ব্যবস্থা করুন প্রশাসন। অন্যদিকে, বনগাঁ পৌরসভার বিজেপির কাউন্সিলর দেবদাস মণ্ডল জলাভূমি ভরাট নিয়ে কাউন্সিলর সরব হওয়ার জন্যে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ''অবিলম্বে এই জলাভূমি ভরাটের কাজ বন্ধ না হলে আগামীতে বিজেপি আন্দোলন করবে।'' যদিও জমির মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা এই বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাইনি।

গভীর সমুদ্রে অজানা বিপদের হাত থেকে মৎস্যজীবীদের বাঁচাতে মাঠে ইসরো

দুরন্ত বার্তা, কাকদ্বীপ, ৮ জুনঃ পদে পদে লুকিয়ে বিপদ। তাও তাঁরা প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে যান গভীর সমুদ্রে। এবার মৎস্যজীবীদের সুরক্ষা দিতে কাজে লাগানো হচ্ছে ইসরোর প্রযুক্তি। এদিকে প্রত্যেক বছর ১৫ ই এপ্রিল থেকে ১৪ ই জুন পর্যন্ত ৬১ দিন সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি থাকে গভীর সমুদ্রে যাওয়ার ক্ষেত্রে। মাছের প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির জন্য জেলা মস্য দফতরের পক্ষ থেকে মৎস্যজীবী সংগঠন ও ট্রলার মালিকদের 'ব্যান পিরিয়ড' মেনে চলার নির্দেশ আসে। এবারও আসে। তাই আপাতত গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাচ্ছেন না কেউই। হাতে আর মাত্র কয়েকটা দিন। সরকারি নিষেধাজ্ঞা উঠলেই আগামী ১৫ জুন থেকে সুন্দরবনের উপকূলের ঘাটগুলি থেকে বঙ্গোপসাগরের জলে ভাসবে মস্যজীবীদের শয়ে শয়ে ট্রলার। কিন্তু এবার মৎস্যজীবীদের নিরাপত্তা

সুনিশ্চিত করতে কাজে লাগানো হচ্ছে ইসরোর প্রযুক্তি-কে। ইতিমধ্যেই স্যাটেলাইট বেসড মেরিটাইম সেফটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সিস্টেম ডিভাইস অর্থা ট্রান্সপন্ডার লাগানোর কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে কাকদ্বীপ মহকুমার ট্রলারগুলিতে। গভীর সমুদ্রে যেখানে মোবাইল নেটওয়ার্ক কাজ করে না সেখানে এই মেশিনের মাধ্যমে গভীর সমুদ্র থেকে যে কোনও বিপদ সঙ্কেত উপকূলে পাঠানো যাবে। পাশাপাশি ভারতীয় জলসীমা থেকে বাংলাদেশ জলসীমায় প্রবেশ করার পূর্বেই ট্রলারে সঙ্কেত পাঠাবে এই অত্যাধুনিক যন্ত্রটি। শুধু তাই নয়, মাছ ধরার সময়েও এই ডিভাইসের মাধ্যমে বিশেষ সুবিধা পাবেন মৎস্যজীবীরা। সমুদ্রে মাছের ঝাঁক কোথায় রয়েছে তাও বোঝা যাবে এই ডিভাইসের সাহায্যে। সূত্রের খবর, কাকদ্বীপ মহকুমা এলাকায় কমবেশি প্রায় আড়াই হাজার ট্রলার বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরতে যায়। এর মধ্যে প্রথম ধাপে ৩০০টি ট্রলারে এই অত্যাধুনিক যন্ত্র লাগানো হচ্ছে। ধাপে ধাপে বাকি ট্রলারগুলোতেও এই অত্যাধুনিক যন্ত্র লাগানো হবে বলে মৎস্যজীবী সংগঠন সূত্রে জানা গিয়েছে।

দিনদোশিতে (বোরিভালি বিভাগ)
সিটি সিভিল কোর্টে
গোরেগাঁও, মুম্বই
কমার্শিয়াল সুইট নং ৪৩৮ অফ ২০২৩

সিম্বা টয়স ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড]
একটি কোম্পানি যার নিবন্ধন রয়েছে]
কোম্পানি আইন ১৯৫৬ এর অধীনে নিবন্ধিত]
বি১ - ০০২, গ্রাউন্ড ফ্লোর,]
বুমেরাং বিল্ডিং, চান্ডিভালি ফার্ম রোড,]
আন্ধেরি (পূর্ব)]
মুম্বই - ৪০০০৭২]

বনাম

১. কুল টয়েজ]
কুল কিডজ প্রোডাকশন লিমিটেডের ইউনিট]
এর স্বত্বাধিকারী মিঃ মনীশ কুমারের মাধ্যমে]
নেওয়ার, ২৩ নম্বরে নিবন্ধিত অফিস রয়েছে,]
পঙ্কজ মল্লিক সরণি,]
(পূর্বে রিচি রোড)]
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৯,]
তরিত শিল-৭৫৯৬৯২৭২৪৬]
২. মনীশ কুমার নেওয়ার]
কুল কিডজ প্রোডাকশন লিমিটেডের ইউনিট]
মেসার্স কুল টয়জের একমাত্র মালিক,]
২৩ নম্বরে নিবন্ধিত অফিস,]
পঙ্কজ মল্লিক সরণি,]
(পূর্বে রিচি রোড)]
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৯,]
তরিত শিল-৭৫৯৬৯২৭২৪৬]
lokeshkumarsingh@koolkidz.co.in]

(উল্লেখ্য যে, এই মাননীয় আদালতে ২৪.৬.২০২৫ তারিখ সকাল ১১.০০টায় ৫ নং আদালত কক্ষে সভাপতিত্ব করবেন, উপরোক্ত বিবাদীরা)

ক) বিবাদীদেরকে 'ই'-তে প্রদর্শিত দাবির বিবরণ অনুসারে ৩,৬৭,২৫৭.৩২ টাকা বাদীকে প্রদানের নির্দেশ এবং আদেশ প্রদান করা হোক, এবং এই মামলা দায়েরের তারিখ থেকে নির্ধারিত পরিমাণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত ৩,৬৭,২৫৭.৩২ টাকার মূল অঙ্কের উপর বার্ষিক ২৪ শতাংশ হারে সুদ প্রদান করা হোক।

খ) মামলার শুনানি এবং চূড়ান্ত নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত, বিবাদীদের উক্ত পরিমাণ টাকা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হোক। এই মাননীয় আদালত কর্তৃক ৩,৬৭,২৫৭.৩২ টাকা প্রদান করা হবে অথবা এই মাননীয় আদালত যে শর্তাবলীতে উপযুক্ত এবং উপযুক্ত মনে করবে, সেই শর্তাবলীর ভিত্তিতে জামানত প্রদান করা হবে।

গ) অন্তর্বর্তীকালীন এবং প্রার্থনার ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিকারের জন্য (খ) উপরে উল্লেখিত,

ঘ) মামলার খরচের জন্য প্রদান করা হবে,

ঙ) মামলার প্রকৃতি এবং পরিস্থিতির প্রয়োজন হতে পারে এমন এবং অন্যান্য প্রতিকারের জন্য আমার স্বাক্ষর এবং এই মাননীয় আদালতের সীলমোহরে প্রদত্ত

তারিখ এই ১৮ই মার্চ, ২০২৫

সীলমোহর প্রদানকারী

রেজিস্ট্রারের জন্য
সিটি সিভিল কোর্ট দিনদোশি
আজ ১৮ই মার্চ, ২০২৫
এআরভি চেম্বারস অফ ল
বাদির পক্ষে আইনজীবী
প্রিমিসেস নং ১৮, ৩য় তল,
ঢোলকওয়ালা বিল্ডিং,
৮৪/৮৬, জন্মভূমি মার্গ,
ফোর্ট, মুম্বই - ৪০০০০১

কমলনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি
রেজি নং- ২২ কেটি তাং-৩০.০৩.১৯৬৩
গ্রাম- কমলনগর, থানা- পূর্বস্থলী, জেলা- পূর্ব বর্ধমান

খসড়া নির্বাচক তালিকা (Draft Voter List) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সমবায় সমিতির সমূহের সহ নিয়মিক, পূর্ব বর্ধমান ২ রেঞ্জ তথা সমবায় সমিতির সমুহের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসারের আদেশ নামা নম্বর ১৩৬০ তারিখ ইঃ ১২.১১.২০২৪ এর দ্বারা ক্ষমতা প্রান্ত হয়ে আমি শ্রী নবেন্দু ঘোষ, সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক, পূর্ব বর্ধমান ২ রেঞ্জ তথা সহকারী রিটার্নিং অফিসার কমলনগর এস কে ইউ এস লিমিটেড এর সমস্ত সদস্য/সদস্যা গণকে জানাচ্ছি যে উক্ত সমিতির আসন্ন পরিচালক মন্ডলী নির্বাচন উপলক্ষে খসরা নির্বাচক তালিকা আগামী ইং-১০.০৬.২০২৫ তারিখে বেলা ১১ ঘটিকায় অত্র সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে। এই নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত কোনো সংযোজন, সংশোধন কিংবা বিয়োজন বিষয়ে কোন সদস্যের কোন বক্তব্য থাকলে অভিযোগের সাপেক্ষে প্রমান তথ্যাদি সহ আবেদনকারী নিজে অথবা তার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যাক্তি ইংরেজি ২৪.০৬.২০২৫ তারিখে সমিতির অফিসে সকাল ১১ হইতে বিকাল ৩ টার মধ্যে প্রাপ্তি স্বীকার সাপেক্ষে জমা দিতে পারিবেন। উপরিউক্ত বক্তব্যের উপর আগামী ইংরেজি ২৫.০৬.২০২৫ তারিখে সকাল ১১টা থেকে দুপুর দুটোর মধ্যে সহকারী রিটার্নিং অফিসার কমলনগর এস কে ইউ এস লিমিটেড এর দ্বারা সমিতি অফিসে শুনানি হবে। ব্যক্তিগতভাবে ওই দিন অভিযোগকারীকে উপস্থিত থাকতে হবে। অন্যথায় একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। শুনানি শেষে চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা আগামী ইংরেজি ২৬.০৬.২০২৫ তারিখে দুপুর ২টায় অত্র সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে।

তাং-০৯.০৬.২০২৫

স্বাক্ষর
নবেন্দু ঘোষ
অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
কমলনগর এস কে ইউ এস লিঃ

বরেয়া মাজিদা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ
নিবন্ধন সংখ্যা- ২৬৭৯, তারিখ- ৩১.০৩.২১৯৬০
গ্রাম- বরেয়া, পোস্ট- মাজিদা, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩৫১২

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা **বরেয়া মাজিদা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ**-এর সকল সদস্য/সদস্যাদের জানানো যাইতেছে যে, সমিতির পরিচালক পর্ষদের সদস্য/সদস্যা নির্বাচন উপলক্ষ্যে আগামী **১৩.০৭.২০২৫ (রবিবার)** তারিখে এক বিশেষ সাধারণ সভার আয়োজন করা হইয়াছে। উক্ত সভায় যোগদান করিয়া নিম্নলিখিত সূচী অনুযায়ী সমিতি পরিচালক মন্ডলীর **নয় (০৯)** জন সদস্য/সদস্যা **(দুই জন মহিলা সংরক্ষিত/একজন তপশিলি জাতি/উপজাতি সংরক্ষিত এবং ৬ জন অসংরক্ষিত)** নির্বাচন করিবার জন্য সমিতির সকল সদস্য/সদস্যাকে জানানো যাইতেছে।

আলোচ্যসূচীঃ সমিতির পরিচালক পর্ষদের সদস্য / সদস্যা নির্বাচন

তারিখ-০৯.০৬.২০২৫ **স্বা/- স্পেশাল অফিসার**
স্থান- সমিতির কার্যালয় **বরেয়া মাজিদা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ**

নির্বাচনের নির্ঘণ্ট

ক্রম নং.	বিষয়	তারিখ	সময়	স্থান
১.	মনোনয়নপত্র বন্টন	১৭.০৬.২০২৫	বেলা ১১টা থেকে দুপুর ২টা	সমিতির কার্যালয়
২.	মনোনয়নপত্র জমা	১৮.০৬.২০২৫ বুধবার	বেলা ১১টা থেকে দুপুর ২টা	-ঐ-
৩.	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা	১৯.০৬.২০২৫	বেলা ১১টা	-ঐ-
৪.	বৈধ মনোনয়নের তালিকা প্রকাশ	১৯.০৬.২০২৫	মনোনয়নপত্র পরীক্ষার অব্যহিত পরেই	সমিতির কার্যালয় ও নোটিশ বোর্ড
৫.	ব্যক্তিগতভাবে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার	২০.০৬.২০২৫	বিকাল ৩টে পর্যন্ত	সমিতির কার্যালয়
৬.	প্রত্যাহার শেষে বৈধ চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	২০.০৬.২০২৫	বিকাল ৩টের পর	সমিতির নোটিশ বোর্ড
৭.	প্রয়োজন অনুসারে প্রতীক বন্টন	২৩.০৬.২০২৫	সকাল ১১টা	সমিতির কার্যালয়
৮.	ভোট গ্রহণ (যদি প্রয়োজন হয়)	১৩.০৭.২০২৫ রবিবার	বেলা ১১টা থেকে দুপুর ৩টে	নতুনপাড়া জি এস এফ পি বিদ্যালয়
৯.	ভোট গণনা ও ফলপ্রকাশ	১৩.০৭.২০২৫ রবিবার	ভোটগ্রহণ শেষ হবার পরেই	-ঐ-

- মনোনয়নপত্র দাখিলের প্রথম দিনের হিসাবে প্রার্থীর সমিতিতে সদস্যপদের মেয়াদ ন্যূনতম এক বৎসর হতে হবে।
- ধারা অনুযায়ী মনোনয়নপত্র ১০ নম্বর নিদর্শে দাখিল করিতে হবে। মনোনয়নপত্রের নমুনা সমিতির অফিসে পাওয়া যাবে। আইন অনুযায়ী পরিচালক মন্ডলী নির্বাচনের জন্য নির্দিষ্ট যোগ্যতা থাকতে হবে, অনুরূপভাবে অযোগ্যতার শর্তাবলী ও পরিচালক মন্ডলী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বলবৎ থাকবে। (দেখুন WBCS Act 2006 AMMENDED UP TO DATE WBCS RULES 2011)।
- ভোটারের পরিচয় প্রমাণ করবার জন্য ভারতের নির্বাচন কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত যেকোনও প্রমাণপত্র ভোটদানের জন্য আনতে হবে। এসসি/এসটি সংরক্ষিত সিটের জন্য কাস্ট সার্টিফিকেট আবশ্যিক
- নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় জানবার জন্য সমিতির কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে হবে।

তারিখঃ ০৯.০৬.২০২৫ স্বা/- **কৃশানু সিংহ রায়**
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
স্থানঃ সমিতির কার্যালয় **বরেয়া মাজিদা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ**

রূপচর্চা ও ফ্যাশন

ট্রেন্ডি গয়নায় সাজুন, সঙ্গে জুতো-সানগ্লাস, হালফিলের পারফেক্ট ফ্যাশন

বর্তমানে সাজগোজ বেড়েছে. শুধু নিজেকে সাজিয়ে তোলাই হল বিশেষ কাজ। আপনার সাজপোশাককেও তো সাজিয়ে তুলতে হবে। তাহলেই আপনাকে লাগবে বেশ অন্যরকম। পোশাকের সঙ্গে মানানসই জুতো, গয়না, ঘ।তিতে সেজে ওঠা মাস্ট। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নানা ট্রেন্ড এসেছে। যা ফলো করে ফ্যাশনিস্তা যাঁরা, তাঁরা ট্রেন্ড ফলো করতে ভালোবাসেন। আর তাই এখন নিজেকে পোশাকের সঙ্গে মানানসই বিভিন্ন অ্যাকসেসরিজ দিয়ে সাজিয়ে তোলার পাশাপাশি সেগুলিকেও সাজিয়ে তোলা যায়। বলা ভালো অনেকেই তা করতে পছন্দ করেন। আর তাই সেকথা মাথায় রেখেই বাজারে এখন দেদার বিকোয় জুতো, ঘড়ি ও সানগ্লাসের বিভিন্ন সাজসজ্জা। অনেকেরই চশমার শখ বা চশমার ফ্রেমে নানা এক্সপেরিমেন্ট পছন্দ করেন। সানগ্লাস বা চশমার ফ্রেমে পছন্দসই কাজ ভালোবাসেন। আর তাই গতে বাঁধা ছকে চশমা না কিনে ট্রেন্ড ফলো করে চশমা পরেও স্মার্ট লুক পছ ঃদ করেন অনেকেই। আপনিও যদি এইরকমভাবে সাজতে চান তাহলে আপনার নিত্যদিন পরার চোখের চশমাটিকে সাজিয়ে তুলতে পারেন। কেউ আবার ভালোবাসেন নিজের পায়ের জুতোটাও সাজিয়ে তুলতে। এই মুহূর্তে বাজারে ক্রকসের ভীষণ চাহিদা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্রকসের গায়ে দেখা যায় এখন অনেকরকমের ডিজাইন।কাস্টোমাইজেশনের যুগে এখন সব কিছুই প্রায় নিজের মনের

মতো হওয়া সম্ভব। আর তাই কেউ আবার পোশাক থেকে সাজসজ্জা সবকিছুই কাস্টোমাইজড করে নিতে পছন্দ করেন। তাই নিজে সেজে ওঠার পাশাপাশি নিজের অ্যাকসেসরিজগুলিকেও সাজিয়ে তুলতে পারেন। পোশাকে, বিশেষ করে জিনসেও এরকম সাজসজ্জা পছ ন্দ করে অনেকেই বিশেষ করে এই প্রজন্ম। আর তাই নিজের পছন্দের জিনসের প্যান্ট বা জিনসের পোশাকটিকে নানা রকমের এক্সপেরিমেন্ট করে তা সাজিয়ে তুলতে ভালোবাসেন এই প্রজন্ম। কখনও পছ ন্দসই নানা রঙের পাথরের কাজে পোশাকের গায়ে নক্ষত্রের সমাহার তৈরি করা বা স্লিক ডিজাইনের চেন দিয়ে তা সাজিয়ে তোলা ফ্যাশনিস্তাদের কাছে খুবই পছঃদের বিষয়।

কম মেকআপে হয়ে উঠতে চান অনন্যা? ফলো করুন নো মাস্কারা লুক

অফিস বা কলেজ যাওয়ার সময় ন্যূনতম মেকআপ করতেই হয়। এটুকু ছাড়া তো হয় না। কিন্তু প্রতিদিন সকালবেলা উঠেই মেকআপ করা বড় চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে যাঁরা তা করতে পছ ন্দ করেন না তাঁদের জন্য এ আরও ব। সমস্যা। কিন্তু উপায় তো কিছু নেই। সারাদিন বাড়িতে যতই আলুথালু হয়ে থাকুন না কেন বাইরে বেরলে নিজেকে একটু প্রেজেন্টে বল করে তুলতেই হবে! বিশেষ করে অফিস ও কলেজ যাওয়ার ক্ষেত্রে। আপনি প্রতিদিনের জন্য নো মেকআপ লুক ফলো করতে পারেন। সেক্ষেত্রে কীভাবে নিজেকে সাজিয়ে তুলবেন, রইল টিপস-

তারকা থেকে বর্তমান প্রজন্ম, প্রত্যেকেই কিন্তু এখন মিনিমাল মেকআপের দিকেই ঝুঁকছেন। ন্যাচারাল লুকে নিজেকে সাজিয়ে তুলতে ফলো করুন নো মাস্কারা লুক। কীভাবে করবেন ভাবছেন? যতটা সম্ভব কম প্রসাধনী ব্যবহার করে নিজেকে সু ঃদর করে তোলা যায়। আর তাই চোখের পাতায় কোনওপ্রকার মাস্কারা ব্যবহার না করে শুধুমাত্র কার্ল করে নিলেই হয়ে যাবে। তবে হ্যাঁ, কার্ল করার পাশাপাশি অবশ্যই চোখের বাকি মেকআপ নিয়ে সচেতন হতে হবে। চোখ হাইড্রেটেড রাখতে হবে। চাইলে ব্যবহার করতে পারেন হাইড্রেটিং মাস্ক।

আইব্রো সঠিকভাবে এঁকে নেবেন। এক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন আইব্রো জেল। চোখে ব্যবহার করতে পারেন কাজল অথবা আইলাইনার। চাইলে কালোর বদলে ব্রাউন রঙের আইশ্যাডো ব্যবহার করতে পারেন। চোখের মেকআপে নজর দিলেও মুখের বাকি মেকআপটা কিন্তু একেবারে গাড় করবেন না। ঠোঁটেও ব্যবহার করুন ন্যুড রঙের লিপস্টিক। চাইলে লিপগ্লস ব্যবহার করতে পারেন।

আর যদি লিপস্টিকের নানা শেডের প্রতি ভালোবাসা আপনার একটু বেশি থাকে সেক্ষেত্রে গাড় লিপস্টিক ঠোঁটে দিয়ে চোখে একেবারে ন্যুনতম মেকআপ করবেন। কারণ চোখ ও ঠোঁটের মেকআপ দুটোই বেশি গা। হলে তা কিন্তু পুরোটাই হবে বেমানান।

হাত নয়, চুলের গোড়া পরিষ্কারে টুথব্রাশেই লুকিয়ে ম্যাজিক

একমাথা ঘন কালো চুল সব মহিলারাই পছন্দ করেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেকে চুল পড়ার সমস্যায় জেরবার। কীভাবে সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন, সে ভাবনাচিন্তায় কার্যত দিশাহারা তাঁরা। চুলের গোড়ার উপর নির্ভর করে তার স্বাস্থ্য। চুলের গোড়া পরিষ্কারের জন্য শ্যাম্পু ছাড়া গতি নেই। হাত দিয়েই মূলত শ্যাম্পু করি আমরা। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন অন্য কথা। তাঁদের দাবি, হাত নয়। শ্যাম্পু করার ধরন বদল করলেই নাকি কেল্লাফতে। সেক্ষেত্রে হাতের বদলে ম্যাজিক দেখাতে পারে টুথব্রাশ।

বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, গোড়ায় ময়লা থাকলে চুল পড়ার সমস্যা সবচেয়ে বেশি হয়। তার উপর আবার খুসকির থাকলে তো আর কথাই নেই। চুলের গোড়া বেশি তৈলাক্ত হলেও তা সমস্যার কারণ। তাই তড়িঘড়ি চুলের ত্বককে পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করুন। সেক্ষেত্রে টুথব্রাশ ব্যবহার করতেই পারেন। কিন্তু সঠিক টুথব্রাশ ব্যবহার করতে পারলে হতে পারে হিতে বিপরীত। জেনে নিন টুথব্রাশ চুলের গোড়া পরিষ্কারে ব্যবহার করলে, কী কী মাথায় রাখতে হবে। অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, টুথব্রাশ ব্রেসেলসগুলি বেশি শক্ত না হয়। সবচেয়ে ভালো হবে যদি বাচ্চাদের ব্যবহারে উপযুক্ত টুথব্রাশ ব্যবহার করা হয়। তবে টুথব্রাশ দিয়ে চুলের গোড়া পরিষ্কারের পর যদি দেখেন মসৃণভাব উধাও হয়ে গিয়েছে, তবে এই পন্থা আর না নেওয়াই উচিত।

ঘি শুধু প্রাকৃতিক ময়েশ্চারাইজারই নয়, বরং ত্বকের যত্ন নেওয়ার একটি কার্যকরী উপাদান। নিয়মিত ব্যবহারে ত্বকের সৌন্দর্যবৃদ্ধি নিজেই অনুভব করতে পারবেন। তবে ঘিয়ে যেন ভেজাল না থাকে। এতে কিন্তু হিতে-বিপরীত হবে! কীভাবে ঘি দিয়ে রূপচর্চা করবেন? রইল একগুচ্ছ টিপস।

প্রথমেই বলি, ঘি দিয়ে একটি ফেসমাস্কের কথা।

ঘি, ২ টেবিল চামচ বেসন আর ২ টেবিল চামচ হলুদের মিশ্রণ দিয়ে একটি ফেসমাস্ক তৈরি করুন। এটি ত্বকে প্রয়োগ করে ১৫ থেকে ২০ মিনিট অপেক্ষা করুন। এরপর উষ্ণ জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এতে আলাদা করে ময়েশ্চারাইজার লাগানোর খুব বেশি প্রয়োজন পড়ে না। এই মাস্ক ত্বককে উজ্জ্বল করে।

এবার আসা যাক রকমারি ব্যবহারে- ১) ঘি নিয়মিত ব্যবহার করলে এটি ত্বকের বার্ধক্য কমাতে সাহায্য করে। যেমন ফাইন লাইন, বলিরেখা প্রতিরোধ করে। এটি ত্বককে উজ্জ্বল এবং তারুণ্যদীপ্তও রাখে। ২) ত্বকের কোষকে গভীরভাবে পুষ্টি জোগাতে এবং ময়েশ্চারাইজড রাখতে ঘিয়ের জুড়ি মলা ভার। ত্বক নরম ও সতেজ অনুভূত হয় ঘি ব্যবহার করলে। এটি সব ধরনের ত্বকের জন্য উপযোগী। তবে তেলতেলে ত্বকের ক্ষেত্রে রোমকূপ আটকে যেতে পারে। পাতলা লেয়ারে প্রযগে করতে পারেন।৩) শীতকালে ঠোঁট ফাটা এড়াতে ঘি লিপবামের কাজ করে। ঠোঁটফাটার চমকার প্রাকৃতিক সমাধান। ঠোঁটে গভীরভাবে আর্দ্রতা জোগায় ও পিগমেন্টেশন রোধ করে।৪) নিয়মিত ঘি ব্যবহার করলে ত্বকের লালচে ভাব ও ফুসকুড়ি হ্রাস পায় অনেকের ক্ষেত্রে।

৫) চোখের নিচের ডার্ক সার্কেল দূর করতেও কার্যকর ঘি। এটি চোখের নিচে হালকাভাবে প্রযগে করে আলতোভাবে মালিশ করলে চোখের চারপাশ দ্রুত উজ্জ্বল দেখায়। তবে সপ্তাহে তিন দিন।

বাড়িতেই তৈরি করে ফেলুন কন্ডিশনার, ঘরোয়া উপাদানেই রাখুন চুলের খেয়াল

ত্বকের তো যত্ন নেবেন। চুলেরও যত্ন নিন। এর জন্য যে সব সময় বাজার চলতি হেয়ার কন্ডিশনার ব্যবহার করতে হবে তা নয়। আপনার চারপাশে এমন কিছু প্রাকৃতিক তথা ঘরোয়া উপাদান রয়েছে যা দিয়ে সহজেই ন্যাচরাল কন্ডিশনার তৈরি করে নিতে পারবেন। তাতে যেমন রাসায়নিকের ভয় নেই, তেমনই অতিরিক্ত টাকা খরচ হওয়ার চিন্তাও করতে হবে না।

কলার কন্ডিশনার -একটি কলার সঙ্গে তিন টেবিল চামচ মধু, তিন টেবিল চামচ দুধ, তিন টেবিল চামচ অলিভ অয়েল এবং একটি ডিম ভালো করে মিশিয়ে নিন একেবারে পেস্টের মতো করে। ১৫ থেকে ৩০ মিনিট চুলে লাগিয়ে রাখবেন তারপর ভালো করে ধুয়ে ফেলবেন। তাহলেই টের পাবেন উপকার।

ভিনিগার ও ডিমের কন্ডিশনার -দুই কিংবা তিনটে ডিমের সঙ্গে এক টেবিল চামচ ভিনিগার, ২ চা চামচ লেবুর রস দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেবেন। তার পর তাতে দেড় চা চামচ অলিভ অয়েল, ১ টেবিল চামচ মধু দিয়ে আবার মিশিয়ে নেবেন। মিশ্রণটি ১০ থেকে ১৫ মিনিট চুলে লাগিয়ে রেখে ভালো করে ধুয়ে ফেলতে হবে। এতে চুল তো মসৃণ হয়ই হেয়ার ফলও বন্ধ হয়।

নারকেল ও মধুর কন্ডিশনার- এক টেবিল চামচ নারকেলের তেল নিয়ে তাতে এক টেবিল চামচ মধু, এক টেবিল চামচ লেবুর রস, ২ টেবিল চামচ দই, ১ চা চামচ গোলাপ জল দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেবেন। তার পর শ্যাম্পু করা চুলে দিয়ে ১০-১৫ মিনিট রাখার পর ধুয়ে ফেলবেন। নারকেলের তেল চুলের গোড়া ভালো রাখে।

দইয়ের কন্ডিশনার -বাটিতে একটি ডিম নিয়ে ফেটিয়ে নিন। তাতে ছয় টেবিল চামচ দই মেশান। ১৫ থেকে ৩০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। দইয়ের প্রোটিন এবং ল্যাকটিক অ্যাসিড চুলের পক্ষে খুব ভালো।

ট্রাম্পকে শায়েস্তা করতে রাজনীতিতে মাস্ক? জানিয়ে দিলেন দলের নাম!

ওয়াশিংটন, ৮ জুন ঃ পরম বন্ধু থেকে চরম শত্রু! মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও টেসলা কর্তা এলন মাস্কের সম্পর্কের অশ্চর্য পরিণতি দেখছে গোটা বিশ্ব। এমনকী এবার ট্রাম্পকে সমঝে দিতে রাজনীতির ময়দানে নামতে চলেছেন মাস্ক! শনিবার এক্স হ্যান্ডেলে একটি সমীক্ষা চালান তিনি। মার্কিন নাগরিকদের প্রশ্ন করেন, আমেরিকায় কী একটি নতুন রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন রয়েছে? তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল ৮০ শতাংশেরও বেশি মানুষ নতুন রাজনৈতিক দলের পক্ষে সওয়াল করেছেন। এখানেই শেষ নয়, নতুন দলের নামও জানিয়েছেন টেসলা কর্তা। কী সেই নাম? বৃহস্পতিবার নিজের মাইক্রো ব্লগিং সাইটে যে ভোটের ব্যবস্থা করেন মাস্ক, সেখানে ৮০.৪ শতাংশ মানুষ নতুন রাজনৈতিক দলের পক্ষে রায় দেন। বিপরীতে ভোট দেন ১৯ .৬ শতাংশ মানুষ। এই ফলাফল সম্বলিত পোস্ট শেয়ার করে মাস্ক লেখেন, ' আমেরিকা পার্টি'। জল্পনা শুরু হয়েছে, ' আমেরিকা পার্টি'-ই মাস্কের নতুন দল। ভবিষ্যতে যা ট্রাম্পের রিপাবলিক দলের সঙ্গে লড়বে। যদিও এর মধ্যে একাধিক কিন্তু রয়ে গিয়েছে। কারণ দীর্ঘ দিন ধরে আমেরিকায় দ্বিদলীয় রাজনীতি বহাল। লড়াই হয় মূলত ডেমোক্র্যাট এবং রিপাবলিকানদের মধ্যে। এই পরিস্থিতিতে তৃতীয় পক্ষ হিসাবে মাস্ক কী ভাবে আমেরিকার রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অংশ নেবেন, তা স্পষ্ট নয়। তবে দল গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ এবং লোকবলের অভাব যে তাঁর হবে না, তা বলা বাহুল্য। উল্লেখ্য, ডোনাল্ড ট্রাম্প ও এলন মাস্কের সম্পর্কের অবনতির সূত্রপাত একটি ' বিগ বিউটিফুল বিল'কে কেন্দ্র করে। মাস্ক দাবি করেন, এই বিল নিয়ে আমায় কিছু জানানো হয়নি। চুপিচুপি মধ্যরাতে এটি পাশ করা হয়েছে। গত সপ্তাহেই ট্রাম্পের বিলের সমালোচনা করে প্রশাসনিক উপদেষ্টার পদ ছেড়েছিলেন টেসলা কর্তা। বৃহস্পতিবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হতাশার সুরে বলেছিলেন, ' আচরণ হতাশাজনক। পালটা এলন মাস্ক দাবি করেন, তাঁকে ছাড়াই জিততে পারতেন না ট্রাম্প। হোয়াইট হাউসের দখল নিতেন ডেমোক্র্যাটরা। অন্যদিকে, রাশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী আন্দ্রেই বেলুউসভ জানিয়েছেন, সম্প্রতি ইউক্রেন রাশিয়াতে যে 'জঙ্গি হামলা' চালিয়েছিল, তারই উত্তর দিয়েছে মাস্কো। উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। তারপর থেকে একাধিক উদ্যোগ সত্ত্বেও মুখোমুখি বসে যুদ্ধ থামানো নিয়ে আলোচনা করতে রাজি হননি দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধান। সম্প্রতি ইউক্রেনের সঙ্গে সরাসরি আলোচনায় বসতে আগ্রহী হয়েছিল রাশিয়া। যুদ্ধের কারণগুলি সমূলে উখাত করার পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি শান্তি ফেরানো-এই দুই লক্ষ্য নিয়েই আলোচনায় বসতে চান পুতিন। কিন্তু তারপরও ভেস্তে যায় সেই সম্ভাবনা। ফলে শান্তি ফেরানোর প্রক্রিয়া বিশ বাঁও জলেই।

অভিবাসী ইস্যুতে অগ্নিগর্ভ আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলস!

লস অ্যাঞ্জেলস, ৮ জুন ঃ অবৈধ অভিবাসীদের ধরপাকড় ঘিরে উত্তপ্ত আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলস। জানা গিয়েছে, প্যারামাউন্ট এলাকায় ফেডারেল এজেন্টদের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। দাঙ্গারোধী পোশাক ও গ্যাস মাস্ক পরিহিত নিরাপত্তা বাহিনী টিয়ার গ্যাস ছুড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। এই পরিস্থিতিতে ট্রাম্প প্রশাসন জানিয়েছে, এবার ন্যাশনাল গার্ডের ২ হাজার নিরাপত্তা কর্মীকে মোতায়েন করা হচ্ছে।

ট্রুথ সোশাল মিডিয়ায় আক্রমণাত্মক মেজাজে দেখা গিয়েছে ট্রাম্পকে। তিনি লিখেছেন, ' ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউসকাম এবং লস অ্যাঞ্জেলেসের মেয়র কারেন বাস তাঁদের কাজ করতে না পারেন, যা সবাই জানে যে তাঁরা পারবেন না, তাহলে ফেডারেল সরকার হস্তক্ষেপ করবে এবং সমস্যাটির সমাধান করবে। দাঙ্গাকারী এবং লুটেরাদের ক্ষেত্রে যেভাবে সমাধান করা উচিত।'

এদিন কার্যতই রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় লস অ্যাঞ্জেলসের প্যারামাউন্ট শহর। প্রতিবাদীদের স্লোগান দিতে দেখা যায়, ' মানুষই অবৈধ নয়।' প্রায় এক হাজার প্রতিবাদী ফেডারেল ভবন হামলা চালায় বলে অভিযোগ। ট্রাম্পের সীমান্ত নীতি বিষয়ক প্রধান টম হোমান ফক্স নিউজকে জানিয়েছেন, ন্যাশনাল গার্ডের ২ হাজার নিরাপত্তা কর্মীকে মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর আগে শুক্রবারও লস অ্যাঞ্জলসে প্রায় ১ হাজার প্রতিবাদী বিক্ষোভ দেখায়। নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হন ৪৪ জন অভিযুক্ত। উল্লেখ্য, আমেরিকায় অনুপ্রবেশ রুখতে মরিয়া প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইতিমধ্যে কড়া আইন এনেছেন। মার্কিনিদের স্বার্থে অবৈধ অভিবাসীদের দেশে ফেরাচ্ছে তারা। ইতিমধ্যে ১১ এপ্রিল থেকে সে দেশে কার্যকর হয়েছে ' এলিয়েন রেজিস্ট্রেশন রিকোয়ারমেন্ট '। এবার অভিবাসীদের সঙ্গে সরাসরি সংঘাত নিরাপত্তা বাহিনীর। যা কড়া হাতে দমনের পরিকল্পনা করছে হোয়াইট হাউস।

এসবিআই কলকাতা সার্কেলের প্রধান মহাব্যবস্থাপক হলেন নীরজ কুমার পান্ডা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জুন ঃ ১৯৯৫ ব্যাচের প্রবেশনারি অফিসার শ্রী নীরজ কুমার পান্ডা, ২০২৫ সালের জুন থেকে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই) কলকাতা সার্কেলের প্রধান মহাব্যবস্থাপকের পদ গ্রহণ করেছেন। এই দায়িত্ব গ্রহণের আগে, শ্রী পান্ডা মুম্বাইয়ের এসবিআইয়ের কর্পোরেট সেন্টারে আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং গ্রুপের প্রধান মহাব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, ব্যাংকের বিশ্বব্যাপী কার্যক্রম তদারকি করেছিলেন। প্রায় ৩০ বছরের কর্মজীবনে তিনি কর্পোরেট ক্রেডিট, খুচরা ব্যাংকিং, আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং এবং প্রাইভেট ইকুইটিতে ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। বিদেশে তার দায়িত্ব পালনের মধ্যে রয়েছে এসবিআই নিউ ইয়র্ক শাখায় ক্রেডিট প্রধান এবং এসবিআই ইউএস অপারেশনসে ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং প্রধান-সিন্ডিকেশন। শ্রী পান্ডা ব্যবসায় ব্যবস্থাপনায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ব্যাংকার্স (সিএআইআইবি) এর একজন সার্টিফাইড অ্যাসোসিয়েট।

কলম্বিয়ায় বন্দুকবাজের হামলা

৮ জুন ঃ দক্ষিণ আমেরিকার কলম্বিয়ায় বড়ধুকবাজের হামলা। ভরা সভায় প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীকে লক্ষ্য করে পর পর গুলি। গুরুতর আহত অবস্থায় তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনায় ইতিমধ্যেই একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, ৩৯ বছর বয়সি ডেমোক্রেটিক সেন্টার পার্টির নেতা মিগুয়েল উড়িব শনিবার বগোটার একটি পার্কে সভা করছিলেন। ভিড় জমিয়েছিলেন প্রচুর মানুষ।

তখনই এক দুস্কৃতী তাঁকে লক্ষ্য করে পর পর গুলি চালায়। রক্তাক্ত অবস্থায় মঞ্চেই লুটিয়ে পড়েন মিগুয়েল। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন। হাসপাতাল সূত্রে খবর, তাঁর অবস্থা সঙ্কটজনক। মিগুয়েলের গলায় এবং মাথায় গুরুতর আঘাত রয়েছে। ২০২৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মিগুয়েল একজন পদপ্রার্থী ছিলেন।

Name Change
I, Pinki Bhakta (Old Name) W/O–Swapan Kumar Bhakta resident of Vill-Bhabanipur , Po- Bagula , Ps-Hanskhali, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741502 do hereby decrale that I have changed my name from Pinki Bhakta to Pinki Bhakta Kundu and hencefort I shall be known as Pinki Bhakta Kundu (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 06/06/2025 . My name Pinki Bhakta Kundu & Pinki Bhakta both are same and one identical person.

Name Change
I, Parimol Kumar dawn (Old Name) S/O–Jyotish Kumar Dawn resident of Vill & Po-Burwan, Ps-Burwan, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742132, do hereby decrale that I have changed my name from Parimol Kumar dawn to Parimal Kumar Dawn and hencefort I shall be known as Parimal Kumar dawn (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 06/06/2025. My name Parimal Kumar dawn & Parimol Kumar dawn both are same and one identical person.

Name Change
I, Motalek Ali (Old Name) S/O– Eunus Ali resident of Vill & Po- Rajapur , Ps-Raninagar, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- 742306, do hereby decrale that I have changed my name from Motalek Ali to Motalep Molla and hencefort I shall be known as Motalep Molla (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 06/06/2025 . My name Motalep Molla & Motalek Ali both are same and one identical person.

Name Change
I, Murselim (Old Name) S/O–Abdul Bari resident of Vill- Maheshnarayanganj Bandhpul , Po- Bhagwangola , PS-Bhagwangola , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- do hereby decrale that I have changed my name from Murselim to Md Murselim and hencefort I shall be known as Md Murselim (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 06/06/2025 . My name Md Murselim & Murselim both are same and one identical person.

Name Change
I, Kumaresh Mandal (Old Name) S/O–Karttik Mondal resident of Vill- Kulgachhi, Po-Khaspur, Ps-Tehatta, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741160, do hereby decrale that I have changed my name from Kumaresh Mandal to Kumaresh Mondal and hencefort I shall be known as Kumaresh Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 05/06/2025. My name Kumaresh Mondal & Kumaresh Mandal both are same and one identical person.

Name Change
I, Debprosad Podder (Old Name) S/O–Shridam Poddar resident of Vill- Rahamatpur Dineshcolony, Po-Goas, Ps- Karimpur, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741165 do hereby decrale that I have changed my name from Debprosad Podder to Debprosad Poddar and hencefort I shall be known as Debprosad Poddar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 06/06/2025 . My name Debprosad Poddar & Debprosad Podder both are same and one identical person.

Name Change
I, Sowkat Ali (Old Name) S/O–Jalalddin Sekh resident of Vill-Tiorpukur, Po- Durgapur, Ps- Berhampore, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742187, do hereby decrale that I have changed my name from Sowkat Ali to Sawkat Ali and hencefort I shall be known as Sawkat Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 06/06/2025. My name Sawkat Ali & Sowkat Ali both are same and one identical person.

Name Change
I, Rajesh Kumar Mondal (Old Name) S/O–Bibhutbhushan Mondal, resident of Vill & Po -Bali, Ps- Nowda, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-741156, do hereby decrale that I have changed my name from Rajesh Kumar Mondal to Rajesh Mondal and hencefort I shall be known as Rajesh Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 06/06/2025. My name Rajesh Mondal & Rajesh Kumar Mondal both are same and one identical person.

Name Change
I Sri Ratan Ghosh,s/oLt. Sukumar Ghosh, residing at Idrarpur, p.s Nabadwip, Dist-Nadia, West Bengal.Sworn affidavit before the Judicial Magistrate (1st class) Nabadwip, Nadia vide no-1883 dt-08/05/2025.That actual name of my father is Sukumar Ghosh which is recorded in his voter card, Aadhaar card and my Aadhaar card. That in my voter card my father 's name has been wrongly inserted as Sukhdeb Ghosh in place of his actual name Sukumar Ghosh. That Said Ratan Ghosh s/o-Sukumar Ghosh and Ratan Ghosh s/o-Sukhdeb Ghosh is the same and one Identical person

Name Change
I Sri Ratan Ghosh, s/o Lt. Sukumar Ghosh, residing at Idrakpur p.o-Idrakpur,p.s - Nabadwip, Dist-Nadia, West Bengal sworn an affidavit before the Judicial Magistrate (1st class) Nabadwip, Nadia vide no 1882 dt-08/05/2025.That actual name of my father is Sukumar Ghosh which is recorded in his voter card, Aadhaar card, and his death certificate.His nick name is/was Sukhdeb Ghosh. That in his property deed being no-114/1996 his name has been inserted as Sukhdeb Ghosh in place of his actual name Sukumar Ghosh. That Sukumar Ghosh and Sukhdeb Ghosh s/o-Lt.Badal Chandra Ghosh is the same and one Identical person

Name Change
I, Rima Datta W/o Kausik Datta Residing at P-39, Bank Gardens, Roynagar, P.o+P.s - Bansdroni, District - Kolkata, Pin - 700070 West Bengal India shall henceforth be known as Rima Roy Chowdhury. I declare that Rima Datta and Rima Roy Chowdhury is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 06-06-2025.

Name Change
I, Rejjak Mallik (Old Name) S/O–Mursalim Mallik resident of Vill-Daspukur Paharia Para , Po-Rajdharpara , PS-Berhampore, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742101 do hereby decrale that I have changed my name from Rejjak Mallik to Rezzak Mallik and hencefort I shall be known as Rezzak Mallik (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 06/06/2025 . My name Rezzak Mallik & Rejjak Mallik both are same and one identical person.

Name Change
I, Taslima Bibi Mandal (Old Name) W/O–Abdul Hamid Mandal resident of Vill-Purba Bajitpur, Po- Gazna, Ps- Hanskhali, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741507 do hereby decrale that I have changed my name from Taslima Bibi Mandal to Taslima Bibi and hencefort I shall be known as Taslima Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 06/06/2025 . My name Taslima Bibi & Taslima Bibi Mandal both are same and one identical person.

Name Change
I, Suvendu Mandal (Old Name) S/O–Kumaresh Mondal resident of Vill-Kulgachhi, Po-Khaspur, Ps-Tehatta, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741160, do hereby decrale that I have changed my name from Suvendu Mandal to Suvendu Mondal and hencefort I shall be known as Suvendu Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 05/06/2025. My name Suvendu Mondal & Suvendu Mandal both are same and one identical person.

Name Change
I, Shridam Podder (Old Name) S/O–Aditya Poddar resident of Vill- Rahamatpur Dineshcolony, Po-Goas, Ps- Karimpur, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741165 do hereby decrale that I have changed my name from Shridam Podder to Shridam Poddar and hencefort I shall be known as Shridam Poddar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 06/06/2025 . My name Shridam Poddar & Shridam Podder both are same and one identical person.

Name Change
I, Abdul Hakim (Old Name) S/O–Kangali Sk resident of Vill- Station Road, Po & Ps- Beldanga, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- 742133, do hereby decrale that I have changed my name from Abdul Hakim to Abdul Hakim Sk and hencefort I shall be known as Abdul Hakim Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 06/06/2025 . My name Abdul Hakim Sk & Abdul Hakim both are same and one identical person.

Name Change
I, Md Abdul Gaffar (Old Name), Father of Md Abu Quhafa Sk resident of Vill- Hatgacha, Po-Sundipur, Ps- Berhampore, Dist- Murshidabad , West Bengal, Pin-742102 do hereby decrale that I have changed my name from Md Abdul Gaffar to Abdul Gaffar Sk and hencefort I shall be known as Abdul Gaffar Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 06/06/2025. My name Abdul Gaffar Sk & Md Abdul Gaffar both are same and one identical person.

Name Change
I, Hamid Mandal (Old Name) S/O–Matehar Mandal resident of Vill- Purba Bajitpur, Po- Gazna, Ps- Hanskhali, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741507 do hereby decrale that I have changed my name from Hamid Mandal to Abdul Hamid Mandal and hencefort I shall be known as Abdul Hamid Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 06/06/2025 . My name Abdul Hamid Mandal & Hamid Mandal both are same and one identical person.

গুয়াহাটিতে আনা হয়েছে মণিপুরে গ্রেফতারকৃত আরামবাই টেংগোল নেতাকে, জানিয়েছে সিবিআই

গুয়াহাটি, ৮ জুন ঃ ২০২৩ সালে মণিপুরে জাতিগত সহিংসতার সঙ্গে সম্পর্কিত এক মামলার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রেফতারকৃত আরামবাই টেংগোল-এর প্রথমসারির নেতা কানন সিংকে আজ রবিবার গুয়াহাটি নিয়ে এসেছে কেঃদ্রীয়.তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। গতকাল শনিবার ইমফল বিমানবন্দরে মেইতেই গোষ্ঠীয় সংগঠন আরামবাই টেংগোল-এর নেতা কানন সিংকে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই। এ খবর আজ তাদের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে দিয়েছে সিবিআই। দু বছর আগে ২০২৩ সালে মণিপুরে সংগঠিত ব্যাপক সহিংসতার সাথে জড়িত একাধিক অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড মামলায় অভিযুক্ত কানন সিং। ইতোপূর্বে মণিপুরে অস্থির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তদন্তভার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই-এর হাতে তুলে দিতে নির্দেশ দিয়েছিল ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর তদন্তভার হাতে নিয়ে রাজ্যে সংগঠিত সংহিসতার অন্যতম মাস্টারমাইন্ড কানন সিংকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল সিবিআই। অবশেষে গতকাল তাকে গ্রেফতার করা হযেছে।

উল্লেখ্য, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সহিংসতা সম্পর্কিত সমস্ত মামলার বিচার কার্যক্রম মণিপুর থেকে গুয়াহাটিতে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। গ্রেফতারের পর কানন সিংকে বিমানে করে গুয়াহাটিতে নিয়ে আসা হয়েছে। এখানে তাকে রিমান্ডের জন্য আদালতে হাজির করা হবে বলে জানা গেছে। কানন সিংকে গ্রেফতারের খবর তাঁর পরিবারকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়েছে বলে সিবিআই সূত্রে জানা গেছে। উল্লেখ্য, মেইতেই সংগঠন আরামবাই টেংগোল-এর নেতা কানন সিংকে গেরফতারের খবর দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লে গতকাল রাতে শয়ে শয়ে মেইতেই সমাজের মানুষ প্রকাশ্য রাস্তায় বের হয়ে সহিংস হয়ে ওঠেন। গোটা ইমফল শহর জুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভ, ভাঙচুর শুরু হয়। নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারী আহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে ইমফল পশ্চিম, ইমফল পূর্ব, থউবাল, কাকচিং এবং বিষ্ণুপুর জেলায়। সহিংসতা রোধে রাজ্য প্রশাসন ইমফল পশ্চিম, ইমফল পূর্ব, থউবাল এবং কাকচিং জেলায় চার বা ততোধিক ব্যক্তির সমাবেশ নিষিদ্ধ করে বিএনএসএস-এর ধারা ১৬৩ বলব করার পাশপাশি বিষ্ণুপুর জেলায় সম্পূর্ণ কারফিউ জারি করেছে। এছাড়া ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের ওই পাঁচটি উপত্যকা জেলায় ইন্টারনেট পরিষেবা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে সরকার।

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ

হরিদ্বার, ৮ জুন ঃ উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণ, মাদক চক্রে জোরপূর্বক জড়ানোর চেষ্টা এবং প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগে এক যুবকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে। তরুণীর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত শমসাদ দীর্ঘদিন ধরেই তরুণীকে উত্যক্ত করত। ২০২৩ সালে একদিন বাড়িতে একা থাকার সময় সে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। এরপর বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তরুণীকে মুম্বই নিয়ে যায় এবং মাদক ব্যবসায় নামার প্রস্তাব দেয়। তরুণী রাজি না হওয়ায় সে সম্পর্ক ভেঙে দেয়। ১৪ মে ফের তরুণীর বাড়িতে এসে তাঁকে আবার ধর্ষণ করে এবং প্রাণে মারার হুমকি দিয়ে পালিয়ে যায়। রবিবার পুলিশ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ধর্ষণ-সহ একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে।

মালদা বিভাগের ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ট্রেনের সময়সূচী বদল

কলকাতা, ৮ জুন ঃ উত্তরপ্রদেশের মহিপাল রোড - মণিগ্রাম লাইনে ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য, ০৭.০৬.২০২৫ থেকে ১৭.০৭.২০২৫ তারিখের মধ্যে প্রতি মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার এবং শনিবার ৪ ঘন্টা (দুপুর ১টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত) ব্লক করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। ফলে, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলির সময়সূচী বদলাবে. ০৭.০৬.২০২৫, ১০.০৬.২০২৫, ১২.০৬.২০২৫, ১৪.০৬.২০২৫, ১৭.০৬.২০২৫, ১৯.০৬.২০২৫, ২১.০৬.২০২৫, ২৪.০৬.২০২৫, ২৬.০৬.২০২৫, ২৮.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫, ০৩.০৭.২০২৫, ০৫.০৭.২০২৫, ০৮.০৭.২০২৫, ১০.০৭.২০২৫, ১২.০৭.২০২৫, ১৫.০৭.২০২৫ এবং ১৭.০৭.২০২৫ঃ ৫৩০৫৩ কাটোয়া - নিমতিতা প্যাসেঞ্জারের সময়সূচী ১২০ মিনিট অর্থাৎ ২ ঘন্টা বদলানো হবে। ৫৩০২৭ আজিমগঞ্জ-মালদা টাউন প্যাসেঞ্জারের সময়সূচী ৬০ মিনিট বদলানো হবে। ৫৩০২৯ আজিমগঞ্জ-ভাগলপুর প্যাসেঞ্জারের সময়সূচী ৩০ মিনিট বদলাবে।

মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা এনটিপিসি পাওয়ার প্ল্যান্টে আবারো এক ঠিকা শ্রমিকের মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৮ জুন ঃ মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা এনটিপিসি পাওয়ার প্ল্যান্টে আবারো এক ঠিকা শ্রমিকের মৃত্যু ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য। জানা যায় শুক্রবার রাতে প্ল্যান্টে কাজ করার সময় দুই নম্বর ইউনিটের হট এয়ার গেট ওই ঠিকা শ্রমিকের ওপর পড়ে যায় যার ফলেই ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই শ্রমিকের। পরিবার সূত্রে জানা যায় ওই শ্রমিকের নাম সুশান্ত মন্ডল বাড়ি ফারাক্কা ব্লকের নিশিন্দা গ্রামে। তড়িঘড়ি ওই শ্রমিককে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় বেনীয়া গ্রাম স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সেখানে কর্মরত অবস্থায় থাকার চিকিৎসক ওই শ্রমিককে মৃত বলে ঘোষণা করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফরাক্কা থানার পুলিশ। পুলিশ পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে আসে ফরাক্কা থানায় শনিবার ময়না তদন্তের জন্য জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। ওই শ্রমিকের দাদা জানান দীর্ঘ প্রায় ৮ থেকে ১০ বছর ধরে এনটিপিসি তে কর্মরত ছিলেন তার ভাই হঠাই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার খবর পেয়ে কার্যতো শোকস্তব্ধ গোটা পরিবার,এনটিপিসির কাছে আরজি করেন তার ভাইয়ের সমস্ত রকম ভাবে পাশে থাকার ও তার পরিবারের স্ত্রীর একটি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেবার। এনটিপিসির এক সংগঠনের নেতৃত্ব জানান কিভাবে এরকম বারবার করে এনটিপিসির ভিতরে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটছে, কেন ঘটছে এটি দেখা খুব জরুরী ও যে ঠিকা শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে তার পরিবারের সমস্ত রকম সুবিধা-অবিলম্বে কর্তৃপক্ষকে করা উচিত। পাশাপাশি তার স্ত্রীর একটি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেবার ও দাবি জানান।

নেদারল্যান্ডস এ মাহুতপাড়ার বাসিন্দা সঞ্জু কুন্ডুর আঁকা ছবি

দুরন্ত বার্তা, নদীয়, ৮ জুন ঃ ছোট বেলা থেকে আঁকার প্রতি দুর্বলতা তাই ছোট বেলায় মায়ের কাছে শেখা সেখান থেকে আজ সে আস্তে আস্তে নিজেকে বিকশিত করছে। এখন ছবি আঁকায় সীমাবদ্ধ নয়। বিভিন্ন পুজো মণ্ডপ নানা অনুষ্ঠান, স্কুল কলেজে তার আধিপত্য বিস্তার করেছে । নদিয়ার রানাঘাট পৌরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের মাহুতপাড়ার বাসিন্দা সঞ্জু কুন্ডু। ইতিমধ্যে ২০১৯ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে শিল্পকলায় গোল্ড মেডেলিস্ট পেয়েছিলেন। তার হাতের ছোঁয়া বিভিন্ন জায়গায় প্রসংশিত হয়েছে রাজ্য থেকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় তার ছবি প্রসংশিত হয়েছে। পাশাপাশি এই বার তার ছবি আবার বিদেশে পারি দিচ্ছে নেদারল্যান্ডস এ তার ছবি যাচ্ছে। একমাস ধরে এই কাজ শুরু করেছেন কাঠের বারকোষের ওপর এই ছবি একেছেন। সঞ্জু বলেন কাঠের বারকোষ ওপর ছবি এটা খুব কষ্ট আঁকার। সারা জীবন যাতে থাকে তার জন্য কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয়েছে। চেষ্টা করেছি এবং চেষ্টা করে যাবো ভালো কাজ করার। এক একটা জায়গায় বিভিন্ন ধরনের কাজ করেছি নানা অভিজ্ঞতা পেয়েছি। নতুন প্রজন্মের কাছে বার্তা নিরলস পরিশ্রম আর ভালো কিছু করার জেদ থাকতে হবে। নিজেকে বড় না ভেবে নিজের কাজ নিজেকে আরও ভালো কাজ করার চেষ্টা করে যেতে হবে। পোর্টেস্ট ছবি আঁকা খুব কষ্টের। কেউ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে নিজেকে জানতে হবে নিজে ভুল ত্রুটি হলে শুধরে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। সঞ্জু কুন্ডুর ছবি তাই দেশ থেকে বিদেশে পারি দিচ্ছে দ্বিতীয় বারের জন্য এতে পরিবারের সদস্যরা যেমন খুশি তার চেয়ে বেশি খুশি তার মা জয়ন্তী কুন্ডু।

নদিয়া মাতৃশক্তি সমন্বয়ের উদ্যোগে বিএসএফ জওয়ানদের বিশেষ সম্মান প্রদান

দুরন্ত বার্তা, নদীয়, ৮ জুন ঃ রানাঘাট দক্ষিণ মাতৃ শক্তি সমন্বয়ের উদ্যোগে গেদে সীমান্তে বিএসএফদেরকে বিশেষ সম্বর্ধনা এবং সম্মান জানানো হলো। কিছুদিন আগে ভারতের সেনা অপারেশন সিঁদুরের বিশেষ সাফল্য লাভ করে এবং সেই সাফল্যকে সম্মান জানানোর জন্য রানাঘাট দক্ষিণ মাতৃ শক্তি সমন্বয়ের এই উদ্যোগ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানে বিএসএফের আধিকারিক থেকে শুরু করে সেনারা উপস্থিত ছিলেন এবং তাদেরকে বিশেষ সম্মান জানানো হয়। তাদের এই সম্মান জানানো বিএসএফ সহ দেশের সমস্ত সেনাদের মনোবল বাড়বে বলে মনে করছেন তারা। এদিন উপস্থিত ছিলেন মাতৃ শক্তি সমন্বয় সমিতির বিভিন্ন এলাকার মহিলারা। তারা যথেষ্ট খুশি বিএসএফ ক্যাম্পে এসে এই ধরনের অনুষ্ঠান করতে পেরে। পাশাপাশি সমস্ত অনুষ্ঠানটাই পরিচালনা করে মহিলারা এবং তাদের উপস্থিতি ছিল যথেষ্ট চোখে পরার মত।

এক বৃদ্ধকে মোটরসাইকেলে তুলে অস্ত্র দেখিয়ে নগদ দশ হাজার টাকা ছিনতাই

দুরন্ত বার্তা, শান্তিপুর, ৮ জুন ঃ শহরের প্রতারণা ছিনতাই এবার গ্রামেও! সস্তায়.ইট বিক্রি করার প্রলোভনে এক বৃদ্ধ কে প্রকাশ্য দিবালোকে তার নিজস্ব জনবহুল এলাকা থেকে বাইকে বসিয়ে ইট

দেখানোর নাম করে নিয়ে গিয়ে ফাঁকা রাস্তার পাশে ধারালো অস্ত্র দেখিয়ে টাকা ছিনতাই এর অভিযোগ দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনার নদীয়ার শান্তিপুর থানার বড় জিয়াকুর এলাকার। ঘটনায় বড়জিয়াকুর এলাকার বাসিন্দা নরেশ পোদ্দার জানান, আজ সকালে দুজন অপরিচিত ব্যক্তি একটি মোটরসাইকেলে করে এসে তার সঙ্গে আবাস যোজনার ইট কেনার বিষয়ে অল্প পয়সায় ইট দেওয়ার প্রস্তাব রাখেন। অল্প পয়সায় ইট পাওয়া যাচ্ছে এই আবেগে ওই বৃদ্ধ ব্যক্তি তাদের ফাঁদে পা দিয়ে দেয়। এরপর বাড়ি থেকে ১০০০০ টাকা নিয়ে ইটভাটার উদ্দেশ্যে যাওয়ার জন্য রওনা হয় ওই বৃদ্ধ। ঘটনায় ঐ দুই অপরিচিত ব্যক্তি বৃদ্ধকে জানায় তিনি বৃদ্ধ মানুষ আসার সময় ইটের গাড়িতে করে বাড়ি চলে আসবে কষ্ট করে সাইকেল চালিয়ে যেতে হবে না। এরপর বাইকে তুলে তাকে ইটভাটার উদ্দেশ্যে নিয়ে যায়। এরপরই ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে বটতলা থেকে ইটভাটা না গিয়ে জাতীয় সড়কে উঠলে বৃদ্ধ আপত্তি জানায় তাকে জানানো হয় তার একটি কাজ আছে সেটা মিটিয়ে ইট দেখাবেন এরপর ওই বৃদ্ধকে কন্দখোলা পেট্রোল পাম্পের পাশে একটি ফাঁকা রাস্তায় বাইক দাঁড় করিয়ে বাইকের সিটের তলা থেকে ধারালো অস্ত্র বার করে তাকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে বৃদ্ধের কাছে থাকা ১০০০০ টাকা নিয়ে চম্পট দেয় দুস্কৃতীরা। তবে সে সময় কেউ ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেননি বলেই জানিয়েছেন। তিনি হতভম্ব হয়ে যান বিষয়টিকে এরপর বাড়ি ফিরে এসে পরিবারকে সমস্ত ঘটনা জানালে পরিবারের লোক এলাকায় যত সিসিটিভি ফুটেজ রয়েছে সেগুলি দেখে ওই দুই বাইক চালক এবং আরোহি সহ বাইকটিকে চিহ্নিত করতে পারে। তাদের কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি। যদিও নাম্বার প্লেট ছাড়া বাইক এই ছিনতাই এর ঘটনায় জড়িত তার স্পষ্ট প্রমাণ সিসিটিভি ফুটেজে পাওয়া যায়। ঘটনার পর ব্যাপক চাঞ্চল্য ছাড়া এলাকায় খবর দেয়া হয় শান্তিপুর থানায়। পুলিশ এসে সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ দেখে ওই দুই ছিনতাই বাজকে খোঁজার চেষ্টা করছে। তবে দিনে দুপুরে এক বৃদ্ধকে ধারালো অস্ত্র দেখিয়ে ছিনতাই এর ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে গোটা এলাকায়। এতদিন শুধু শহর এবার গ্রামের মানুষজন ক এই ছিনতাইবাজদের কবলে পড়ে সর্বস্ব হারাচ্ছেন। আর তাতেই এবার দুশ্চিন্তায় রয়েছে শান্তিপুর শহর এবং গ্রামের সমস্ত মানুষজন। প্রলোভন হোক কিংবা অন্য কোন কারণে এ ধরনের নির্বুদ্ধিতার খেসারত বলে মনে করছেন অনেকেই।

ইমামদের নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক জামালপুরে

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৮ জুনঃ সামনেই মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ন পরব ঈদ উল

আজহা। এই উপলক্ষে জামালপুর পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে এলাকার সমস্ত মসজিদের ইমামদের নিয়ে.একটি বৈঠকের আয়োজন করা হল সোমবার। এদিন জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাগৃহে আয়োজিত ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জামালপুরের বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, বিডিও পার্থ সারথী দে, পুলিশের সি আই বিশ্বজি মন্ডল,পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধক্ষ্য মেহেমুদ খাঁন, জামালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কৃপাসিন্ধু ঘোষ সহ অন্যান্যরা। ঈদ উল আজহা পরব কে কেন্দ্র করে যাতে কোনো রকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয় এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি বিনষ্ঠ না হয় সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় পুলিশ ও ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকদের উদ্যোগে। বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি বলেন, বাংলায় সর্বদাই সম্প্রীতির পরিবেশেই সব ধর্মের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবে না বলে তিনি জানান। জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির আধিকারিক মেহেমুদ খাঁন বলেন, জামালপুর বরাবরই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটা অন্যতম পীঠস্থান। এখানে সম্প্রীতির পরিবেশ সর্বদাই বজায় থাকে। তিনি সকলকে আগাম ঈদ উল আজহার শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি সচেতন থাকারও পরামর্শ দেন। জামালপুরের বিডিও পার্থ সারথী দে সকলকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য আহ্বান করেন এবং যেকোনো প্রয়োজেনে ব্লক প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করতে বলেন। জামালপুর থানার ওসি কৃপাসিন্ধু ঘোষ শান্তি পূর্ন ভাবে ঈদ উল আজহা পালন করার করার পাশাপাশি সৌহার্দপূর্ন পরিবেশ বজায় রাখার বার্তা দেন। এছাড়া তিনি যে কোনো সমস্যায় পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা বলেন। জামালপুর থানা, ব্লক প্রশাসন ও পঞ্চায়েত সমিতি সর্বদা যে জামালপুর বাসির পাশে রয়েছে এবং সকল সম্প্রদায়ের উসব শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় রেখে পালন করতে হবে সে বিষয়টিই এদিনের বৈঠক থেকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হল।

কৌশিক ঘোষের ছবি অবিনশ্বর ঋত্বিক ঘটক সিনে অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জুন ঃ সম্প্রতি কলকাতা নন্দনে হয়ে গেল ১১তম সুতানুটি ডকুমেন্টারি অ্যান্ড শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল -২০২৪-২৫। পরিচালক ঋত্বিক ঘটক ও সাহিত্যিক,সাংবাদিক দেবকুমার ঘোষের নামে সিনে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হলো। অনেক গুলো ছবির মধ্যে থেকে বেছে নেওয়া হলো সেরা কয়েকটি ছবি। এই সময় স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবির ক্ষেত্রে পরিচালক কৌশিক ঘোষ একদম প্রথম সারির,অন্যতম একটি নাম ।ইতিমধ্যেই তার ছবি গোয়া ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম কম্পিটিশন, মুম্বাই ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশন ,ডিভাইন ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশন ,লায়ন্স ক্লাব, ব্লুষ্টার ক্লাব চেতলা ,থেকে সত্যজি রায় স্মারক সম্মান পেয়েছে এবার সুতানুটি শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সেরা দ্বিতীয় ডকুফিচার ছবি হলো কৌশিক ঘোষের ছবি অবিনশ্বর । পুরস্কার প্রদান করেন সুতানুটির ফেস্টিভ্যাল ডিরেক্টর অজয় বরণ দে ,অজয় সেনগুপ্ত , অভিনেত্রী দেবিকা মুখার্জী প্রমুখ ।

পরিবেশ রক্ষা ভাবনায় 'বসে আঁকো' প্রতিযোগিতা নামখানা ব্লকে

দুরন্ত বার্তা, নামখানা, ৮ জুন ঃ ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে এই বছরও আলোয় ফেরা ট্রাস্টের উদ্যোগে নামখানা ব্লকে পরিবেশ রক্ষা ভাবনায় 'বসে আঁকো' প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল সঙ্গে চারা গাছ রোপন করা হয়। প্রায় ১০০ জন প্রতিযোগীদের নিয়ে সচেতনতা মূলক এই প্রতিযোগিতাটি সম্পূন্ন হয়। এলাকার ছাত্র ছাত্রী, সাধারণ মানুষদের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে এই রকম চিন্তা ভাবনায় এগিয়ে এই সংস্থা। পরিবেশ রক্ষায় এগিয়ে আসা এই সংস্থার বেশ কয়েক বছর এলাকায় সচেতনতা মূলক কার্য কলাপ ও প্রচেষ্টা চোখে পড়ার মতো। ট্রাস্ট এর কর্ণধার শিক্ষক শ্রী শান্তনু রায়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রতিবেশী, শুভাকাঙ্খী বন্ধু-বান্ধবদের সহযোগিতায. পাতিবুনিয়া গ্রামের নদী বাঁধ রক্ষায় বেশ কয়েকশো চারা গাছ লাগানো ও রাক্ষনা বেক্ষণের ব্যবস্থা করা হলো। একটি গাছ রক্ষা কর্মশালার ও আয়োজন করা হয় বহু ছাত্র ছাত্রী এলাকার মানুষজনকে নিয়ে মহারাজগঞ্জ অবৈতানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক রথীন্দ্রনাথ পাল, সমিত বেরা, প্রবীর পড়ুয়া, শিক্ষিকা তনুশ্রী জানা, দীপান্বিতা জানা সহ বিশিষ্ট কবি শর চট্টোপাধ্যায়, শিল্পী পলাশ দাস সহ বিশিষ্ট জনেরা। শেষে কয়েকশো অর্থকারী ফল চারা প্রদান করা হলো ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের।

মণিপুরে রাজ্যপাল সকাশে ২৫ জন বিধায়ক ও সাংসদ

ইমফল, ৮ জুন ঃ মেইতেই জনগোষ্ঠীয় সংগঠন আরামবাই টেংগোল-এর প্রথমসারির নেতা কানন সিংকে গ্রেফতারের পর গতকাল রাতে মণিপুরের পাঁচটি জেলায় ক্রমবর্ধমান সহিংসতার পরিপ্রেক্ষিতে আজ রবিবার ২৫ জন বিধায়ক এবং একজন সাংসদের এক প্রতিনিধি দল রাজ্যপাল অজয়কুমার ভাল্লার সাথে দেখা করেছেন। নতুন করে সৃষ্ট অশান্তি ও সহিংসতার ঘটনায় তাঁরা যে গভীর উদ্বিগ্ন তা জানিয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলায় গ্রহণযোগ্য পদক্ষেপ নিতে প্রতিনিধি দল রাজ্যপালের কাছে আর্জি জানিয়েছে। দলীয় মতান্তরের উর্ধ্বে ওঠে প্রতিনিধি দলটি কারফিউ এবং ইঃটারনেট পরিষেবা বিচ্ছিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যপালের কাছে স্পষ্টীকরণ এবং গ্রহণযোগ্য হস্তক্ষেপ দাবি করেছে। রাজভবনে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে বাইরে এসে কংগ্রেস বিধায়ক ওকরাম সূর্যকুমার উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, ' আরামবাই টেংগোল-এর পাঁচ ছেলেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁদের গ্রেফতারের কারণ সম্পর্কে জনসাধারণ অজ্ঞ। এর জন্য জনসাধারণের মধ্যে অস্থিরতা ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবাও। সরকার যদি এ ধরনের সংবেদনশীল পদক্ষেপ নিতে চায়, তা-হলে সে সব ব্যাপারে রাজ্যপালকে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে অনুরোধ জানিয়েছি আমরা।' গতকাল রাতে কানন সিংকে গ্রেফতারের পর পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ায় নাগরিকদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে। রাস্তা অবরোধ এবং একাধিক এলাকায় স্বতঃস্ফূর্ত বনধ-এর ঘটনা ঘটছে। সহিংসতা রোধে রাজ্য প্রশাসন ইমফল পশ্চিম, ইমফল পূর্ব, থউবাল এবং কাকচিং জেলায় চার বা ততোধিক ব্যক্তির সমাবেশ নিষিদ্ধ করে বিএনএসএস-এর ধারা ১৬৩ বলব করার পাশপাশি বিষ্ণুপুর জেলায় সম্পূর্ণ কারফিউ জারি করেছে। প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য বিজেপি বিধায়ক খংবান্তাবাম ইবোমচা আরামবাই টেংগোল-এর বিরুদ্ধে সরকারের গৃহীত অবস্থানের ওপর জোর দিয়ে বলেন, ' গ্রেফতারকৃত সদস্যদের মুক্তির জন্য রাজ্যপালের কাছে আবেদন জানিয়েছি। সাম্প্রতিক বন্যার সময় আরামবাই টেংগোল-এর অবদানের স্বীকৃতি দিয়েছে সরকার। কানন সিং-এর গ্রেফতার সিবিআই তদন্তের সাথে সম্পর্কিত। সেদিন সংঘটিত ঘটনার সময় তাঁর সঙ্গে থাকায় বাকি চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ঘটনার তদন্ত চলছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত না থাকলে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হবে, আশ্বাস দিয়েছেন রাজ্যপাল।' আজ রবিবার সকালে গাড়িঘোড়ায় অগ্নিসংযোগ, রাস্তা অবরুদ্ধ, দোকানপাট বন্ধের বহু ছবি পূর্ব ও পশ্চিম ইমফল থেকে এসেছে। প্রাপ্ত ওই সব ছবি রাতভর সংগঠিত সহিংসতার প্রমাণ মিলেছে। সংশ্লিষ্ট সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে পুলিশ ও আধা-সেনা টহল দিচ্ছে।

আইনশৃঙ্খলা ও উন্নয়নের গতি দেখে ত্রিপুরায় বিনিয়োগকারীরা আকৃষ্ট হচ্ছেনঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৮ জুন ঃ সরকার ত্রিপুরায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষা সহ সার্বিক উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখেছে। তাই বিনিয়োগকারীরা এখন বিনিয়োগের জন্য রাজ্যের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। রবিবার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বামুটিযা. ব্লকের তুফানিয়া লুঙ্গা চা এস্টেট জেবি স্কুলে আযো়জিত মেগা প্রশাসনিক শিবিরে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে এলাকার চা শ্রমিকদের মধ্যে জমির পাট্টা বিতরণ করা হয়। রবিবার বামুটিয়া আরডি ব্লকের অধীন তুফানিয়া লুঙ্গা চা এস্টেট জেবি স্কুলে মেগা প্রশাসনিক শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে এলাকার চা শ্রমিকদের মধ্যে জমির পাট্টা বিতরণ করা হয়। এছাড়াও নেশাবিরোধী অভিযান, বৃক্ষরোপণ এবং রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জেলার ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজি শীল, চা উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান সমীর রঞ্জন ঘোষ, পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক মেঘা জৈন, বামুটিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস সহ অন্যান্যরা।

ভারত গৌরব এক্সপ্রেস

ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের সাথে সম্পর্কিত স্থান পরিদর্শনের জন্য বিশেষ ট্রেন

ভারত গৌরব ট্রেন ভ্রমণ ১০০ বুকিং সহ অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছে।এটি ৯ জুন, ২০২৫ তারিখে মুম্বাইয়ের ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাস (সিএসএমটি) থেকে ছেড়ে যায়।ট্রেনটি রায়গড় দুর্গ, শিবনেরী দুর্গ, প্রতাপগড় দুর্গ, পানহালা দুর্গ, লাল মহল, কসবা গণপতি এবং শিবসৃষ্টি - ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের জীবন ও ঐতিহ্যকে প্রতিফলিত করে এমন গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিকে অতিক্রম করবে।অতিরিক্ত আকর্ষণের মধ্যে রয়েছে ভীমশঙ্কর জ্যোতির্লিঙ্গ এবং কোলহাপুরের মহালক্ষ্মী মনিদর।এই যাত্রা ভ্রমণকারীদের মহারাষ্ট্রের গৌরবময় অতীত এবং সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি আরাম এবং সুবিধার সাথে অভিজ্ঞতা লাভের একটি নির্বিঘ্ন উপায় প্রদান করে।---

নয়াদিল্লি, ৮ জুন ঃ আইআরসিটিসি ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ সার্কিট ভারত গৌরব ট্রেন ভ্রমণ চালু করেছে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ক্যাটারিং অ্যান্ড ট্যুরিজম কর্পোরেশন

(আইআরসিটিসি) ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ সার্কিট ভারত গৌরব ট্রেন ভ্রমণ শুরু করেছে, যা ৯ জুন, ২০২৫ তারিখে মুম্বাইয়ের সিএসএমটি থেকে শুরু হবে। ১০০ বুকিং হওয়ায় এই ভ্রমণে উৎসাহী সাড়া পাওয়া গেছে।এই ভ্রমণে মোট ৭১০ জন যাত্রী অংশ নেবেন। ইকোনমি ক্লাসে (স্লিপার) ৪৮০ জনকমফোর্ট ক্লাসে (৩এসি) ১৯০ জনসুপিরিয়র ক্লাসে (২এসি) ৪০ জনছত্রপতি শিবাজি মহারাজের ৩৫১তম রাজ্যাভিষেক বার্ষিকী উপলক্ষে এই ভ্রমণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই বিশেষ উপলক্ষটি উপলক্ষে ট্রেনটি ৯ জুন রায়গড়ে পৌঁছাবে। যাত্রার সারসংক্ষেপঃ ৬ দিন ৫ রাতের ভ্রমণ মহারাষ্ট্র সরকার এবং ভারতীয় রেলওয়ের যৌথ উদ্যোগে তৈরি এই বিশেষভাবে সাজানো ভ্রমণে পাঁচ রাত এবং ছয় দিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থানগুলি ঘুরে দেখা যাবে, যেখানে ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের বীরত্বপূর্ণ ঐতিহ্য তুলে ধরা হবে। দিন ১ঃ মুম্বাই - রায়গড় সিএসএমটি, মুম্বাই থেকে যাত্রা। মানগাঁও স্টেশনে আগমন (কোঙ্কন রেলওয়ে হয়ে রায়গড় দুর্গের নিকটবর্তী)।শিবাজি মহারাজের রাজ্যাভিষেক স্থান এবং প্রাক্তন রাজধানী রায়গড় দুর্গ পরিদর্শন করুন। পুনে রাতারাতি ভ্রমণ। দিন ২ঃ পুনেভ্রমণের মধ্যে রয়েছে লাল মহল, কসবা গণপতি এবং শিবসৃষ্টি। লাল মহল শিবাজি মহারাজের জীবনের বিশাল তৈলচিত্র প্রদর্শন করে।১৮৯৩ সালে শিবাজির মা জিজাবাই কর্তৃক নির্মিত কসবা গণপতি হল পুনের প্রধান দেবতা। শিবসৃষ্টি হল শিবাজি মহারাজের উপর কেন্দ্রীভূত বৃহত্তম ঐতিহাসিক থিম পার্ক। পুনেতে রাত্রিযাপন। দিন ৩ঃ শিবনেরী - ভীমাশঙ্করশিবাজি মহারাজের জন্মস্থান শিবনেরী দুর্গ পরিদর্শন করুন। দুপুরের খাবারের পর, পবিত্র ভীমাশঙ্কর জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দির পরিদর্শন করুন। রাত্রিযাপনের জন্য পুনে ফিরে আসুন। দিন ৪ঃ সাতারা - প্রতাপগড়সাতারা ভ্রমণ করুন এবং প্রতাপগড় দুর্গ পরিদর্শন করুন, যা ১৬৫৯ সালে শিবাজি মহারাজ এবং আফজল খানের মধ্যে যুদ্ধের স্থান - একটি নির্ণায়ক বিজয় যা মারাঠা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছিল।ট্রেনে কোলহাপুরে যান। ৫ম দিনঃ কোলহাপুর - পানহালা প্রাতঃরাশ এবং ফ্রেশ হয়ে মহালক্ষ্মী মড়িধর (আম্বাবাই) পরিদর্শন করুন। পানহালা দুর্গে যান, যেখানে শিবাজি মহারাজ একবার ৫০০ দিনেরও বেশি সময় অবস্থান করেছিলেন। সর্প আকৃতির কারণে সর্পের দুর্গ নামে পরিচিত। শিবাজির কৌশলগত পশ্চাদপসরণের সময় বাজি প্রভু দেশপাণ্ডের বীরত্বপূর্ণ অবস্থানের সাথে সম্পর্কিত। সন্ধ্যায় মুম্বাইয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা। ৬ষ্ঠ দিনঃ মুম্বাইতে আগমনট্রেন সকালে মুম্বাইয়ের সিএসএমটিতে ফিরে আসে।---অন্তর্ভুক্তিসর্ব-সমেত ভ্রমণ খরচ অন্তর্ভুক্ত সম্পর্কিত বিভাগে ট্রেন ভ্রমণ। আরামদায়ক হোটেলে থাকা। সমস্ত নিরামিষ খাবার। এসি বাসের মাধ্যমে স্থানান্তর এবং দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন। ভ্রমণ বীমা এবং ট্যুর এসকর্টের পরিষেবা। সমস্ত ভ্রমণকারীদের জন্য একটি নিরাপদ এবং স্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

অস্থায়ী শ্রমিকদের লাগাতার ধর্মঘট

চুঁচুড়া পুরসভার নানা কাজে এসেও ফিরে যেতে হচ্ছে গ্রাহকদের

দুরন্ত বার্তা, চুঁচুড়া, ৮ জুন ঃ সপ্তাহের শুরুর দিনে চুঁচুড়া পুরসভার ভেতরে ঢুকে অনেকেই ভাবছেন, ' কি সরকারি ছুটি রয়েছে?' এদিক ওদিক ঘুরে বে॥চ্ছে কুকুর। একের পর এক ঘর ফাঁকা। আলো জ্বলছে, পাখা ঘুরছে। কিন্তু পুর আধিকারিকদের দেখা মেলা ভার। নানা কাজে এসেও ফিরে যেতে হচ্ছে গ্রাহকদের। নেপথ্যে অস্থায়ী শ্রমিকদের লাগাতার ধর্মঘট। শ্রমিক, কর্মচারীরা কাজ বন্ধ করে গেটে বিক্ষোভে সামিল। দিনের শেষে পুর প্রধানের আশ্বাসে সাময়িকভাবে কাজ শুরু করেন অস্থায়ী কর্মীরা। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে বকেয়া মজুরির দাবিতে লাগাতার ধর্মঘট করে অস্থায়ী শ্রমিক কর্মচারীরা। যার ফলে শহরের আবর্জনা পরিস্কার বন্ধ হয়ে যায়। আস্তাকুড়ে পরিণত হয় শহরের রাস্তাঘাট। অবশেষে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে পুর ও নগর উন্নয়ন দপ্তর তিন কোটি টাকা দিলে তখনকার মতো শ্রমিকদের বেতন মেটানো হয়। পুনরায় কর্মীরা কাজ শুরু করে। বর্তমানে তাঁদের আন্দোলন মজুরি বৃদ্ধি নিয়ে। পুরপ্রধান অমিত রায় বলেন, ' সালে পুরবোর্ড গঠন হওয়ার পর রোজ কুড়ি টাকা করে মজুরি বাড়ানো হয়েছিল। একটা পুরবোর্ডের মেয়াদ শেষ না হলে আবার মজুরি বাড়ানো রাজ্যের কোনও পুরসভায় হয়নি। অস্থায়ী শ্রমিকদের জন্য পুরসভার কোনও দায় নেই। তবু চুঁচু॥ পুরসভা অবসরকালীন ভাতা থেকে মজুরি

সব বিষয়ে অনেক সহানুভূতিশীল। এর পরেও যাঁরা কাজ করবে না তাঁদের বদলে অন্য লোক নেওয়া হবে।' অভিযোগ, পুরসভার কর্মীদেরও এ দিন কাজ করতে বাধাপ্রদান করা হয়। ফলে সমস্যায় ভুগতে হয় নাগরিকদের। সেখ দারাব আলি বার্ধক্য ভাতার কাজের জন্য এসেছিলেন। পুরসভায় কাজ না হওয়ায় ফিরে যেতে বাধ্য হন। আরেক স্থানীয় বাসিন্দা সুদীপা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ' ছেলের কলেজে ভর্তির জন্য একটা শংসাপত্র প্রয়োজন ছিল। কিন্তু পুরসভায় সব কাজ বন্ধ হয়ে থাকায় তা হলো না।' যদিও, সোমবার বিকেলের দিকে অস্থায়ী কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করেন পুরপ্রধান। তাঁদের সমস্যা মেটানোর জন্য ১৫ দিন সময় চাওয়া হয়েছে। যদিও, আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে দাবিপূরণ না হলে ফের আঃ দালনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে অস্থায়ী কর্মীদের সংগঠন। শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, ' দাবি-দাওয়া নিয়ে আলোচনার অধিকার চেয়ারম্যান কেড়ে নিয়েছেন। তাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রমিকরা কাজ বন্ধ রেখেছে। যতদিন না সমস্যার সমাধান হয, দাবি নিয়ে আলোচনায় হয়, ততোদিন এই আন্দোলন চলবে।'

গিলকে ছাপিয়ে সাদা বলের ক্রিকেটে অধিনায়কত্বের দৌড়ে শ্রেয়াস!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ভারতীয় ক্রিকেট দলের তারকা খেলোয়াড় শ্রেয়াস আইয়ার সম্প্রতি সমাপ্ত আইপিএল ২০২৫-এ তাঁর দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের মাধ্যমে সবার নজর কেড়েছেন। এই ডানহাতি ব্যাটসম্যান পাঞ্জাব কিংসকে নেতৃত্ব দিয়ে আইপিএল ২০২৫-এর ফাইনালে পৌঁছে দিয়েছেন। তারা ফাইনালে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কাছে হেরে রানার্স-আপ হিসেবে টুর্নামেন্ট শেষ করে। এটি পাঞ্জাব কিংসের জন্য একটি বড় অর্জন, কারণ গত দশটি মরশুমে তারা প্লে-অফে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছিল। সর্বশেষ ২০১৪ সালে তারা প্লে-অফে খেলেছিল। উল্লেখযোগ্যভাবে, শ্রেয়াস আইয়ার আইপিএল ইতিহাসে প্রথম অধিনায়ক হিসেবে তিনটি দলকে ফাইনালে নিয়ে যাওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। তাঁর নেতৃত্বে দিল্লি ক্যাপিটালস ২০২০ সালে রানার্স-আপ হয়, কলকাতা নাইট রাইডার্স ২০২৪ সালে শিরোপা জিতে। সাম্প্রতিকতম সংস্করণে পাঞ্জাব কিংস ফাইনালে পৌঁছায়। শ্রেয়াস আইয়ার আইপিএল ২০২৫-এর কোয়ালিফায়ার ২-এ মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পাঞ্জাব কিংসের অধিনায়ক ২০৪ রানের বিশাল লক্ষ্য তাড়া করার সময় অপরাজিত ৮৭ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলে প্রায়

একাই দলকে জয়ের পথে নিয়ে যান। তাঁর এই অসাধারণ ইনিংস ক্রিকেট মহলে ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে। এক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে, ভারতীয় ক্রিকেটের একজন প্রভাবশালী সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী জানিয়েছেন যে শ্রেয়াস আইয়ার আইপিএল ২০২৫-এ পাঞ্জাব কিংসের সাফল্যের পর সাদা বলের ক্রিকেটে অধিনায়কত্বের দৌড়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বর্তমানে রোহিত শর্মা ওয়ানডে দলের অধিনায়ক, এবং সূর্যকুমার যাদব টি-টোয়েন্টি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। সম্প্রতি শুভমান গিলকে টেস্ট দলের অধিনায়ক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। একজন কর্মকর্তা বলেন, ''শ্রেয়াস বর্তমানে শুধুমাত্র ওয়ানডে খেলছেন, কিন্তু এই আইপিএলের পর তাঁকে টি-টোয়েন্টি এবং টেস্ট দল থেকে বাদ রাখা যায় না। এছাড়াও, তিনি এখন আনুষ্ঠানিকভাবে সাদা বলের ক্রিকেটে অধিনায়কত্বের দৌড়ে যুক্ত হয়েছেন।'' কিছু প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে যে শুভমান গিল শীঘ্রই ওয়ানডে অধিনায়কত্বের দায়িত্ব নিতে পারেন, কারণ বিসিসিআই তাঁকে ২০২৭ সালের আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপের জন্য দল গঠনের দায়িত্ব দিতে চায়। তবে, শ্রেয়াস আইয়ারের অধিনায়কত্বের সম্ভাবনার খবরে এখন দেখার বিষয়, কে এই দায়িত্ব পান। বর্তমানে শ্রেয়াস আইয়ার ভারতীয় ওয়ানডে দলের নিয়মিত সদস্য। তবে, গত বছর দেশীয় ক্রিকেটে তাঁর দুর্দান্ত পারফরম্যান্স সত্ত্বেও তিনি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের জন্য দলে স্থান পাননি। তাঁর এই বাদ পড়া ক্রিকেট মহলে ব্যাপক আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। আইপিএল ২০২৫-এ শ্রেয়াস আইয়ার ১৭ ম্যাচে ৬০৪ রান সংগ্রহ করে টুর্নামেন্টের ষষ্ঠ সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হন। তিনি পাঞ্জাব কিংসের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ছিলেন। ৫০.৩৩ গড় এবং ১৭৫.০৭ এর দুর্দান্ত স্ট্রাইক রেটে তিনি ছয়টি অর্ধশতরান হাঁকান, এর মধ্যে গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে অপরাজিত ৯৭ রানের ইনিংস ছিল সর্বোচ্চ।

করোনায় আক্রান্ত নেইমার

সাও পাওলো, ৮ জুনঃ বিশ্ব ফুটবলের সুপারস্টার নেইমার জুনিয়র কোভিড-১৯ পজিটিভ হয়েছেন। ব্রাজিলিয়ান এই ফুটবল তারকা বর্তমানে তার শৈশবের ক্লাব সান্তোস এফসি-তে খেলছেন, সৌদি আরবের ক্লাব আল-হিলাল ছেড়ে আসার পর। নেইমারের কোভিড-১৯ পজিটিভ হওয়ার খবরটি প্রথম প্রকাশ করেছেন বিখ্যাত ফুটবল সাংবাদিক ফ্যাব্রিজিও রোমানো। তিনি তার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে এই খবরটি শেয়ার করেছেন। রোমানো তার ইনস্টাগ্রাম পোস্টে লিখেছেন, নেইমার জুনিয়র কোভিড-১৯ পজিটিভ হয়েছেন, সান্তোস এফসি-র বিবৃতি অনুযায়ী। বৃহস্পতিবার থেকে লক্ষণ দেখা দেওয়ায় তিনি সান্তোসের প্রশিক্ষণ থেকে বিরত আছেন। আগামী সোমবার তার আরেকটি পরীক্ষা নির্ধারিত রয়েছে। নেইমার সম্প্রতি একটি চোট থেকে সেরে উঠেছেন এবং সান্তোস এফসি-তে ফিরে

এসে তার সেরা ফর্মে ফিরছেন। ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের প্রস্তুতির জন্য তিনি নিজেকে প্রস্তুত করছেন। সান্তোস এফসি-তে তার দ্বিতীয় পর্বে নেইমার ইতিমধ্যেই দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন। ক্লাবে ফিরে আসার পর থেকে তিনি ১২টি ম্যাচে ৩টি গোল করেছেন এবং ৩টি অ্যাসিস্ট প্রদান করেছেন। এই ব্রাজিলিয়ান তারকা তার ক্যারিয়ারে মোট ৭১৭টি ম্যাচ খেলেছেন, যেখানে তিনি ৪৩৯টি গোল করেছেন এবং ২৭৯টি অ্যাসিস্ট প্রদান করেছেন। সামগ্রিকভাবে, নেইমারের ৭১৭টি ম্যাচে ৭১৮টি গোল অবদান রয়েছে। নেইমারের এই অসুস্থতার খবর তার ভক্তদের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। তবে তার দ্রুত সুস্থতার জন্য সবাই প্রার্থনা করছেন। সান্তোস এফসি-র এই তারকা খেলোয়াড় বর্তমানে বিশ্রামে রয়েছেন এবং তার স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে চলছেন। নেইমারের এই কোভিড-১৯ পজিটিভ হওয়ার ঘটনা ফুটবল বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। কারণ তিনি বিশ্বকাপের জন্য ব্রাজিল দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে ইতিহাসের দ্বারপ্রান্তে জসপ্রীত বুমরাহ

মুম্বই, ৮ জুনঃ জসপ্রীত বুমরাহ বিশ্বের এক নম্বর টেস্ট বোলার, ২০ জুন থেকে লিডসে শুরু হতে চলা ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ভারতের বোলিং আক্রমণের নেতৃত্ব দেবেন। শুভমন গিলের নেতৃত্বে ভারতের প্রথম টেস্ট সিরিজে ৩১ বছর বয়সী এই আহমেদাবাদের ফাস্ট বোলার ইতিহাস গড়ার সুযোগ পাবেন। ২০২৪ সালে আইসিসি ক্রিকেটার ও টেস্ট ক্রিকেটার অফ দ্য ইয়ার জয়ী বুমরাহ যদি এই সিরিজে ১৩টি উইকেট নিতে পারেন, তবে তিনি ইংল্যান্ডের মাটিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৫০ উইকেট নেওয়া প্রথম ভারতীয় বোলার হবেন। বর্তমানে, ইংল্যান্ডের মাটিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সর্বাধিক উইকেটের রেকর্ড ইশান্ত শর্মার, যিনি ১৪ টেস্টে ৪৮ উইকেট নিয়েছেন। বুমরাহ আট ম্যাচে ৩৭ উইকেট শিকার করেছেন। এই তালিকায় কপিল দেব ১৩ ম্যাচে ৪৩ উইকেট নিয়ে দ্বিতীয়। অন্যদিকে, অনিল কুম্বলে (৩৬), বিষাণ সিং বেদি (৩৫) ও মোহাম্মদ শামি (৩৪) উল্লেখযোগ্য স্থানে রয়েছেন। ইংল্যান্ডের মাটিতে ভারত-ইংল্যান্ড টেস্টে সর্বাধিক উইকেট নিয়েছেন জেমস অ্যান্ডারসন, যিনি ২২ ম্যাচে ১০৫ উইকেট শিকার করেছেন। তাঁর পরে রয়েছেন স্টুয়ার্ট ব্রড (৬৪) ও ফ্রেড ট্রুম্যান (৫৩)। বুমরাহ এই তালিকায় সপ্তম। তিনি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৪ টেস্টে ৬০ উইকেট নিয়েছেন। এই সিরিজে ২৬ উইকেট নিলে তিনি কপিলের ৮৫ উইকেটের রেকর্ড ভেঙে ভারতের সবচেয়ে সফল ফাস্ট বোলার হবেন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে বুমরাহ পাঁচ ম্যাচে ৩২ উইকেট নিয়ে প্লেয়ার অফ দি

সিরিজ জিতেছেন। তবে ভারত ১-৩ ব্যবধানে হেরে যায়। সেই সিরিজে তিনি পিঠের চোটে ভুগছিলেন, তাই ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট তাঁকে এই সিরিজের কয়েকটি ম্যাচে বিশ্রাম দিতে পারে।

হংকংয়ের বিরুদ্ধে বড় পরীক্ষার অপেক্ষায় ভারত

কাউলুন সিটি, ৮ জুনঃ ১০ জুন হংকংয়ের কাই তাক স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ২০২৭ সালের এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। এদিন হংকং মুখোমুখি হবে ভারত। গ্রুপ 'সি'র শীর্ষ দুই দল এই ম্যাচে প্রথম জয়ের খোঁজে নামছে। তাই ম্যাচটি কার্যত হয়ে উঠেছে গ্রুপ ফাইনাল। ভারত (ফিফা র‍্যাঙ্কিং-১২৭), যারা পট ১ ছিল, বাছাইপর্বের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে হতাশাজনক ০-০ ড্র করেছে। অন্যদিকে, হংকং (ফিফা-১৫৩), যারা পট ২ ছিল, সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে ১-১ ড্র করেছিল। ফলে, চার দলের গ্রুপে এখনও পর্যন্ত সবাই সমান অবস্থানে রয়েছে। এই ম্যাচটি হংকংয়ের জন্য ঐতিহাসিকও বটে। কারণ, এটি হতে চলেছে সদ্য নির্মিত ৫০,০০০ আসনের কাই তাক স্টেডিয়ামে প্রথম ফুটবল ম্যাচ, যা হংকংয়ের প্রাক্তন বিমানবন্দরের স্থানে তৈরি হয়েছে। এই স্টেডিয়ামটি একটি আধুনিক স্পোর্টস কমপ্লেক্সের অংশ, যাতে রিট্র্যাক্টেবল ছাদ ও মাল্টি-স্পোর্টস ফ্যাসিলিটি রয়েছে। ভারত ও হংকং এর মধ্যে এটি হবে ২৫তম মুখোমুখি লড়াই। ভারত এখন পর্যন্ত ৯ বার জিতেছে, হংকং ৮ বার, এবং ৭টি ম্যাচ ড্র হয়েছে। তবে হংকংয়ের মাটিতে ভারতের একমাত্র জয় এসেছিল ১৯৫৭ সালে, একটি প্রীতি ম্যাচে ২-১ ব্যবধানে। শেষবার ২০২২ সালে কলকাতায় হওয়া ম্যাচে ভারত ৪-০ গোলে জয়ী হয়েছিল। ভারতের অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার সন্দেশ ঝিঙ্গান এই প্রসঙ্গে বলেন, ''সে দিনের জয় ছিল দারুণ, কিন্তু এখন পরিস্থিতি একেবারেই আলাদা। হংকং এখন নতুন কোচ, নতুন স্কোয়াড নিয়ে খেলছে। ফলে আমাদের এক বিন্দুও আত্মতুষ্ট হওয়া চলবে না।'' এই নতুন রূপের হংকং দলকে কোচিং দিচ্ছেন অ্যাশলে ওয়েস্টউড, যিনি

ভারতীয় ফুটবল মহলে পরিচিত নাম। তিনি এক সময় বেঙ্গালুরু এফসি, এটিকে ও পাঞ্জাব এফসির কোচ ছিলেন এবং আফগানিস্তান দলের কোচ হিসেবেও ভারতের বিরুদ্ধে জয় পেয়েছিলেন। তাঁর অধীনে হংকং গত ১২ ম্যাচে মাত্র একটিতে হেরেছে (লিখটেনস্টেইনের বিরুদ্ধে ০-১)। তবে জয় এসেছে কেবল সলোমন দ্বীপপুঞ্জ ও ফিলিপাইনের বিরুদ্ধে, দুটিই প্রীতি ম্যাচ। ভারতের উইঙ্গার লালরিনজুয়ালা ছাংতে বলেন, ''ওদের নতুন কোচ ভারতের ফুটবল সম্পর্কে ভালো জানেন। ওদের রক্ষণভাগ শক্তিশালী, আর কাউন্টার অ্যাটাকেও ভালো। তবে আমরা মানসিকতা ও পরিকল্পনা ঠিক রাখলে জয় পাওয়া সম্ভব।'' হংকং দলে রয়েছে একাধিক প্রাকৃতিকীকৃত বিদেশি ফুটবলার। ব্রাজিলে জন্ম নেওয়া জুনিনহো, স্টেফান পেরেইরা, মিডফিল্ডার ফের্নান্দো ও ডিফেন্ডার দুদু, স্পেন-জন্ম মনোলো ব্লেদা এবং জাপানে জন্ম নেওয়া সোহগো ইচিকাওয়া। এই নতুন মুখেরা দলে গতি ও বৈচিত্র্য এনেছে। তবে অভিজ্ঞতার দিক থেকেও হংকং পিছিয়ে নয়। গোলকিপার ইয়াপ হাং ফাই শতাধিক ম্যাচ খেলে ফেলেছেন, আর ডিফেন্ডার সান মিং হিম, ইউয়ে তসে নাম ও সুঙ্গ ওয়াং কিট খেলেন চায়না সুপার লিগে। মিডফিল্ডার তান চুন লোকও দলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। বাকিরা মূলত হংকং প্রিমিয়ার লিগের বিভিন্ন ক্লাব - কিটচি, লি ম্যান, সাউদার্ন, ইস্টার্ন ও তাই পো এফসি-র খেলোয়াড়। সবমিলিয়ে, ভারতীয় দলের জন্য এই ম্যাচ হবে কড়া পরীক্ষা। হংকংয়ের নতুন রূপ ও তাদের ঘরের মাঠে খেলা, এই দুই চ্যালেঞ্জই পার করতে হলে সুনীল ছেত্রীহীন ভারতের আক্রমণভাগ এবং রক্ষণ উভয়েরই সেরা পারফরম্যান্স দিতে হবে। মঙ্গলবার, ১০ জুন, সন্ধ্যার এই ম্যাচে শুধুই তিন পয়েন্ট নয়, বরং এশিয়ান কাপের দরজার চাবিকাঠিও নির্ধারিত হতে পারে।

ইংল্যান্ড সফরে বড় বদল টিম ইন্ডিয়ায়, সোহম দেশাইয়ের জায়গায় এলেন আদ্রিয়ান

মুম্বই, ৮ জুনঃ ২০ জুন থেকে শুরু হচ্ছে ভারতীয় দলের ইংল্যান্ড সফর। পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ, প্রতিপক্ষ হবে শক্তিশালী ইংল্যান্ড দল। শুভমন গিলের নেতৃত্বে এটি হতে চলেছে এক বড় পরীক্ষা। এই গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ শুরুর ঠিক আগে টিম ইন্ডিয়ার শিবিরে ঘটেছে এক বড় পরিবর্তন। ভারতীয় দলের স্ট্রেংথ ও কন্ডিশনিং কোচ সোহম দেশাই জায়গায় দায়িত্ব এসেছেন আদ্রিয়ান লে রু। দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞ ক্রীড়াবিজ্ঞানী আদ্রিয়ান লে রু। টিম ইন্ডিয়ার স্ট্রেংথ ও কন্ডিশনিং বিভাগে একপ্রকার 'ঘরে ফেরা' বলা চলে এই নিয়োগকে। কারণ, ২০০২-০৩ সালেও ভারতীয় দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আদ্রিয়ান। সেই সময় ভারতীয় দলের কোচ ছিলেন জন রাইট এবং টিম ইন্ডিয়া জিতেছিল স্মরণীয় ন্যাটওয়েস্ট ট্রফি। আদ্রিয়ান লে রুর দীর্ঘ এবং সমৃদ্ধ ক্রীড়া ক্যারিয়ার রয়েছে। পেশাদার কন্ডিশনিং কোচ হিসেবে তিনি ১২ বছর কাটিয়েছেন কলকাতা নাইট রাইডার্সে। এরপর ছয় বছর ধরে পাঞ্জাব কিংসের স্ট্রেংথ ও কন্ডিশনিং কোচের দায়িত্ব সামলেছেন। আইপিএলের মতো উচ্চ চাপে পরিচালিত টুর্নামেন্টে সফলভাবে এতদিন কাজ করার অভিজ্ঞতা তাঁকে ভারতীয় দলের জন্য উপযুক্ত করে তুলেছে। সম্প্রতি নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে এক আবেগঘন পোস্টে পাঞ্জাব কিংসের সঙ্গে তাঁর ছয় বছরের যাত্রার সমাপ্তি ঘোষণা করেন আদ্রিয়ান। সেই পোস্টে তিনি লেখেন, 'পাঞ্জাব কিংসের সঙ্গে ৬ বছরের যাত্রা শেষ হল। আমরা ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছেছিলাম, যদিও

শেষ মুহূর্তে জিততে পারিনি, কিন্তু দলের ওপর আমি গর্বিত। সবাই মিলে আমরা একটি পরিবার হয়ে উঠেছিলাম। এই মুহূর্তগুলো, এই বন্ধন চিরকাল রয়ে যাবে।' তিনি আরও লেখেন, ''ভারতীয় দলের সঙ্গে নতুন ভূমিকায় যাত্রা শুরু করছি। পাঞ্জাব কিংসের সঙ্গে কাটানো সময় এবং অভিজ্ঞতা আমার সঙ্গে থাকবে সবসময়। পেশাদার ক্রীড়াক্ষেত্রে ফলাফল গুরুত্বপূর্ণ, তবে তার বাইরেও মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক এবং মুহূর্তগুলোই দীর্ঘস্থায়ী হয়।' আদ্রিয়ান লে রুর এই ঘোষণার পরই নিশ্চিত হয় যে, ভারতীয় দলের নতুন স্ট্রেংথ ও কন্ডিশনিং কোচ হিসেবে ইংল্যান্ড সফরে যাবেন তিনি। ইতিমধ্যেই ভারতীয় দল ইংল্যান্ড পৌঁছে প্রথম প্র্যাকটিস সেশনেও অংশ নিয়েছে। বিসিসিআই রবিবার সকালে সেই প্র্যাকটিস সেশনের একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, আদ্রিয়ান লে রু খেলোয়াড়দের সঙ্গে মাঠে সময় কাটাচ্ছেন, ব্যায়ামের তদারকি করছেন এবং প্রস্তুতির নানা দিক পর্যবেক্ষণ করছেন। ভারতীয় ক্রিকেটের ভক্তদের জন্য এটি এক আশাব্যঞ্জক পদক্ষেপ। কারণ, আধুনিক ক্রিকেটে ফিটনেস এবং শারীরিক প্রস্তুতির গুরুত্ব অপরিসীম। টেস্ট সিরিজের মতো দীর্ঘ ফর্ম্যাটে শারীরিক সহনশীলতা এবং মানসিক দৃ়তা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। সেক্ষেত্রে আদ্রিয়ানের মতো অভিজ্ঞ এবং আন্তর্জাতিক মানের কোচের ভূমিকা অনেকটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ২০০২ সালের সেই স্মরণীয় জয়ের স্মৃতি নিয়ে ফিরলেন আদ্রিয়ান লে রু। এবার তাঁর সামনে নতুন এক চ্যালেঞ্জ, ইংল্যান্ডের কঠিন কন্ডিশনে ভারতীয় দলকে সেরা শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি দেওয়ার দায়িত্ব। অতীতের অভিজ্ঞতা, ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে তাঁর দীর্ঘদিনের কাজ এবং ভারতীয় পরিবেশ সম্পর্কে গভীর ধারণা নিঃসন্দেহে ভারতীয় দলকে উপকৃত করবে।

আইএসএল মরসুমের সেরা গোলের খেতাব বাগান-তারকা জেসনের দখলে

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ইন্ডিয়ান সুপার লিগ ২০২৪-২৫ মরসুমে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের অস্ট্রেলিয়ান স্ট্রাইকার জেসন কামিংসের জামশেদপুর এফসি-র বিরুদ্ধে প্রথম লেগের সেমিফাইনালে করা অসাধারণ লং-রেঞ্জ ফ্রি-কিক গোলটি ফ্যানস গোল অফ দ্য সিজন হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। এই গোলটি শুধুমাত্র একটি দৃষ্টিনন্দন ক্রীড়ামুহূর্তই নয়, বরং মোহনবাগানের সমর্থকদের মনে একটি অবিস্মরণীয় স্মৃতি হয়ে থাকবে। এই নিবন্ধে আমরা জেসন কামিংসের এই বিস্ময়কর গোল, এর তাৎপর্য এবং ফ্যান পোলের বিশদ বিবরণ নিয়ে আলোচনা করবো।

● গোলের মুহূর্তঃ একটি জাদুকরী ফ্রি-কিক

২০২৪-২৫ আইএসএল মরসুমের সেমিফাইনালের প্রথম লেগে জামশেদপুর এফসি-র বিরুদ্ধে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট (এমবিএসজি) মাঠে নেমেছিল। ম্যাচের একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে জেসন কামিংস তার দুর্দান্ত ফরোয়ার্ড রানের সময় জামশেদপুরের আশুতোষ মেহতার ফাউলের শিকার হন। এই ফাউল থেকে প্রাপ্ত ফ্রি-কিকটি নিয়ে কামিংস মাঠে দাঁড়ান এবং একটি অসাধারণ মুহূর্ত সৃষ্টি করেন। তিনি দূর থেকে একটি কার্লিং শট নেন, যা বলটি জামশেদপুরের গোলকিপার অ্যালবিনো গোমেসের পুরোপুরি প্রসারিত ডাইভ সত্ত্বেও টপ কর্নারে গিয়ে জালে জড়ায়। এই গোলটি মোহনবাগানের সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহের জোয়ার এনে দেয় এবং ম্যাচে দলটিকে ফিরিয়ে আনে, যদিও জামশেদপুর শেষ মুহূর্তে গোল করে ২-১ ব্যবধানে জয়লাভ করে। দ্বিতীয় লেগে মোহনবাগান ঘুরে দাঁড়ায় এবং ২-০ গোলে জয়ী হয়ে ফাইনালে উঠে। ফাইনালে তারা বেঙ্গালুরু এফসি-কে পরাজিত করে তাদের দ্বিতীয় আইএসএল কাপ জিতে নেয়। কামিংসের এই ফ্রি-কিক গোলটি কেবল ম্যাচের ফলাফলেই প্রভাব ফেলেনি, বরং মরসুমের অন্যতম স্মরণীয় মুহূর্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

● ফ্যান পোলঃ জনপ্রিয়তার প্রমাণ

আইএসএল ২০২৪-২৫ মরসুমের ফ্যানস গোল অফ দ্য সিজন নির্বাচনের জন্য ২৭ মে থেকে ৭ জুন পর্যন্ত চারটি ধাপে একটি ফ্যান পোল পরিচালিত হয়। মোট ৩২টি অসাধারণ গোল এই প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচিত হয়েছিল। সমর্থকরা তাদের পছন্দের গোলের জন্য ভোট দিয়ে মরসুমের সেরা গোল নির্বাচন করেন। প্রথম ধাপে ৩২টি গোল চারটি গ্রুপে বিভক্ত করা হয়, যেখান থেকে প্রতি গ্রুপের শীর্ষ চারটি গোল রাউন্ড অফ ১৬-এ

উঠে। এরপর কোয়ার্টার ফাইনাল এবং সেমিফাইনাল ধাপ পেরিয়ে চূড়ান্ত ধাপে চারটি গোল পৌঁছায়। জেসন কামিংসের এই দুর্দান্ত ফ্রি-কিক গোলটি চূড়ান্ত ধাপে মোট ভোটের ৪৯.৬৬ পেয়ে স্পষ্টভাবে বিজয়ী হয়। দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন কেরালা ব্লাস্টার্স এফসি-র নোয়া সাদাউই, যার গোল ৩০.৯৩ ভোট পায়। নর্থইস্ট ইউনাইটেডের আলাইদ্দিন আজারাইয়ের গোল ১২.৩০ এবং হায়দ্রাবাদ এফসি-র সৌরভ কে-র গোল ৭.১২ ভোট পায়। এই ফ্যান পোলটি প্রমাণ করে যে কামিংসের গোলটি সমর্থকদের মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছে।

● জেসন কামিংসঃ মোহনবাগানের তারকা

জেসন কামিংস ২০২৩ সালের জুনে অস্ট্রেলিয়ার সেন্ট্রাল কোস্ট মেরিনার্স থেকে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টে যোগ দেন। ২০২৪-২৫ মরসুমে তিনি মোট ২৫টি ম্যাচে অংশ নিয়ে ১১টিতে শুরু করেন এবং ১৪টিতে বদলি খেলোয়াড় হিসেবে মাঠে নামেন। এই মরসুমে তিনি ৭টি গোল করেন এবং ৬টি অ্যাসিস্ট প্রদান করেন, যা তাকে আইএসএল-এর যৌথভাবে চতুর্থ সর্বোচ্চ অ্যাসিস্ট প্রদানকারী খেলোয়াড়ের তালিকায় নিয়ে যায়। কামিংসের খেলার ধরন তাকে বিশেষ করে দাঁড় করিয়েছে। তিনি কেবল গোল করেন না, বরং তার সৃজনশীলতা এবং দলের জন্য সুযোগ তৈরির ক্ষমতা তাকে মোহনবাগানের আক্রমণভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ করে তুলেছে। তিনি মরসুমে ২৫টি সুযোগ তৈরি করেছেন এবং প্রতিপক্ষের বক্সে ৫৪টি টাচ রেকর্ড করেছেন। তার এই পারফরম্যান্স তাকে সমর্থকদের কাছে প্রিয় করে তুলেছে, এবং তিনি মোহনবাগানের এশিয়ার সেরা সমর্থক হিসেবে বর্ণিত ভক্তদের প্রশংসা করেছেন।

● মোহনবাগানের সাফল্য ও কামিংসের ভূমিকা

মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ২০২৪-২৫ মরসুমে ইতিহাস সৃষ্টি করে। তারা লিগ শিল্ড এবং আইএসএল কাপ উভয়ই জিতে লিগ ডাবল সম্পন্ন করে, যা এর আগে কেবল মুম্বই সিটি এফসি ২০২০-২১ মরসুমে অর্জন করেছিল। ফাইনালে বেঙ্গালুরু এফসি-র বিরুদ্ধে ২-১ গোলে জয়ে কামিংস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ৭২তম মিনিটে একটি পেনাল্টি থেকে গোল করে ম্যাচটিকে সমতায় ফিরিয়ে আনেন, যা অতিরিক্ত সময়ে জেমি ম্যাকলারেনের গোলে জয় নিশ্চিত করে। কামিংসের এই পারফরম্যান্স মোহনবাগানের সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। তিনি বলেছেন, ''কলকাতার সমর্থকদের সমর্থন অসাধারণ। তাদের উৎসাহ আমাদের আরও ভালো পারফর্ম করতে প্রেরণা দেয়।'' তিনি ভারতীয় ফুটবলের চ্যালেঞ্জ, আবহাওয়া এবং খেলার ধরনের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছেন এবং ভারতের সংস্কৃতি ও খাবারের প্রতি তার ভালোবাসার কথাও প্রকাশ করেছেন।

● ফ্যানদের প্রতিক্রিয়া ও গোলের তাৎপর্য

এক্স-এ সমর্থকদের পোস্টে কামিংসের এই গোলটি ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। একটি পোস্টে বলা হয়, জেসন কামিংসের এই ওয়ার্ল্ড-ক্লাস ফ্রি-কিক গোলটি আইএসএল ২০২৪-২৫ মরসুমের সেরা গোল হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। আরেকটি পোস্টে মোহনবাগানের সমর্থকরা তাকে প্রাইম নাম্বার ১০ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যিনি গোল করার পাশাপাশি সুযোগ তৈরিতেও দক্ষ। এই গোলটি কেবল একটি ক্রীড়ামুহূর্ত নয়, বরং মোহনবাগানের সমর্থকদের জন্য একটি আবেগময় স্মৃতি। এটি প্রমাণ করে যে কামিংস শুধু একজন গোলস্কোরারই নন, বরং চাপের মুহূর্তে দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারেন। জেসন কামিংসের ফ্রি-কিক গোলটি আইএসএল ২০২৪-২৫ মরসুমের ফ্যানস গোল অফ দ্য সিজন হিসেবে নির্বাচিত হওয়া তার প্রতিভা এবং জনপ্রিয়তার প্রমাণ। এই গোলটি তার দক্ষতা, সৃজনশীলতা এবং মোহনবাগানের প্রতি তার অঙ্গীকারের প্রতিফলন। মোহনবাগানের সমর্থকদের অগাধ ভালোবাসা এবং এই গোলের মাধ্যমে তিনি ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান অর্জন করেছেন।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর

Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar

Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com